কিন্নরী

(ত্র্যঙ্ক নাটক)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

১৯১২

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বি, এস্ সি,
১।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

পঞ্চম সংস্করণ

প্রিণ্টার—
এন্ কে বসু
কৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৫৯।১ উইলিয়মস্ লেন
কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

দেবকুমার	
ব্রহ্মদত্ত	কিন্নর-রাজ
উপগুপ্ত	ঐ মন্ত্রী
ধনপতি	বিন্ধ্যরাজ
সুধন	ঐ পুত্র
বল্কলায়ন	ঋষি
মন্ত্রী	ধনপতির মন্ত্রী
উৎপল	ব্যাধ

নাগরিকগণ, পথিকগণ।

স্ত্রী

বিতস্তা	কিন্নর-রাণী
ভদ্রা	ঐ কন্যা
সুপ্রভা	ঐ সহচরী
রাধা দেবী	ধনপতির মহিষী
মকরী	ব্যাধ-পত্নী

কিন্নরীগণ, নাগরিকাগণ।

প্রস্তাবনা

—◡◡•◡◡—

[উজ্জ্বল দৃশ্য]

কিন্নরলোক

কিন্নরীগণ

গীত

কইব গো আজ নূতন কথা,

গাইব গো আজ নূতন গান।

খেল্‌ব গো আজ নূতন খেলা,

খুল্‌বো গো আজ নূতন প্রাণ।

চাইবো গো আজ নূতন চোখে,

হাস্‌বো নূতন হাসি মুখে

অধরে ধরেছি নূতন সুধা

নূতন অধরে করাবো পান

নূতন প্রেমের এ নবতটিনী

কূলে উছলিবে নূতন বান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কিন্নরলোক—রাজবাটীর অলিন্দ]

বিতস্তা ও ভদ্রা

বিতস্তা। ঠিক ত ?

ভদ্রা। তোমরা যখন আমার জন্য কিছুতেই শান্তি পাচ্ছ না, তখন কাঁহাতক তোমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করব ?

বিতস্তা। একমাত্র কন্যা তুমি। তোমার বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে এ সময় তুমি মনের খেয়ালে বিবাহ করব না বললে, বাপ মা কেমন ক'রে শান্তি পাবে ! তা'হলে বলিগে—তোমার মত হয়েছে ?

ভদ্রা। বলগে।

বিতস্তা। দেখো, শেষকালে যেন আমাকে তাঁর কাছে অপ্রস্তুত ক'রনা।

ভদ্রা। কিন্তু—

বিতস্তা। আবার কিন্তু কি ? সব খুলে বল। তোমার জন্য স্বামীর কাছে আমাকে নিত্য লাঞ্ছনা খেতে হচ্ছে ; তিনি মনে করেন,

একমাত্র কন্যাকে কাছ ছাড়া করতে পারব না ব'লে আমারও ইচ্ছা তুমি আইবুড়ো হয়ে ঘরে থাক।

ভদ্রা। কিন্তু তোমরা যার তার হাতে যদি আমাকে ধরে দিতে চাও—

বিতস্তা। তাই বল্‌না পাগলী! যার তার হাতে তোকে ধ'রে দেব কি? আমরা কি এতই কাণ্ডজ্ঞানহীন? রাজা বলেছেন, তুই যদি স্বয়ংবরা হতে চাস্‌ তাহ'লে এখনি তিনি ত্রিলোক নিমন্ত্রণ কর্‌বার ব্যবস্থা করবেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, চারণ—যেখানে যে সুন্দর কুমার আছে, তারা সকলেই এই কিন্নরপুরে আসবে। তাদের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয়, তাকেই তুমি পতিত্বে বরণ ক'র। রাজা বলেছেন, তাঁর চক্ষে সে ব্যক্তি যদি অযোগ্য বলেও বোধ হয়, তবু তিনি বিনা আপত্তিতে তার হাতে তোমাকে দান কর্‌বেন। কেমন, এরূপ কর্‌লে ত তোমার আপত্তি নেই?

ভদ্রা। না।

বিতস্তা। তা'হলে আমি রাজাকে গিয়ে বলি?

ভদ্রা। কিন্তু—

বিতস্তা। কি জ্বালা! আবার কিন্তু কেন?

ভদ্রা। যদি তাদের ভিতরে কাউকেও আমার পছন্দ না হয়?

বিতস্তা। তাহ'লে বুঝবো তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে। দেবপুত্রও যদি তোমার মনোমত না হয়, তা'হলে হীন মানুষের দাসী হওয়াই তোমার ললাট-লিখন দেখতে পাচ্ছি।

ভদ্রা। মানুষ কি?

বিতস্তা। বাপের জন্মে কখন মানুষ দেখিনি, নরলোকেও কখন পা দিইনি। মানুষ কি তা আমি কেমন ক'রে বলব?

ভদ্রা। যদি কখন দেখনি, তবে তাকে হীন বল্‌লে কেমন ক'রে ?

বিতস্তা। শুনেছি। কিন্নর-লোকের কেউ কেউ নরলোক দেখে এসেছে—সকলেরই মুখে শুনেছি, নর এক জরামরণশীল অতি নিকৃষ্ট অপবিত্র জীব ! তারা কিন্নরের অস্পৃশ্য।

ভদ্রা। দেবতারও অস্পৃশ্য ?

বিতস্তা। তোর বুদ্ধি কবে হবে ভদ্রা! শুন্‌ছিস্‌ কিন্নর কিন্নরীই যাকে ছুঁতে পারে না, তাকে দেবতা কেমন ক'রে ছোঁবে ?

ভদ্রা। ছুঁলে কি হয় ?

বিতস্তা। কি হয়, সে তোমার ওই সখী আসছে ওকে জিজ্ঞাসা কর। অতি অল্প দিন হ'ল সে নরলোক বেড়িয়ে এসেছে। তোমার কথা আমি রাজাকে বলতে চললুম্‌।

[প্রস্থান।

ভদ্রা। তাই ত! এ এক নূতন জাতির কথা মা আমাকে শুনিয়ে গেল! শোনবার সঙ্গে সঙ্গে অভিসম্পাত—আমাকে মানুষের দাসী হ'তে হবে। রহস্যের ছলে মা আমাকে যে কথা শুনিয়ে গেলো, সে কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল কেন ? তবে সেই ঘৃণিত অপবিত্র জরামরণশীল মানুষের দাসী হওয়াই আমার ললাট-লিখন নাকি ? দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ—যেই হ'ক না কেন, যে শুধু মাত্র আমার রূপ উপভোগের জন্য লালায়িত হ'য়ে আমার করগ্রহণ করতে আসবে, সে রূপ-ভিখারীর হাতে ত আমি আত্মসমর্পণ করব না। এই আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা। আমার এই রূপকে তুচ্ছ করবার চক্ষু যে আমাকে দেখাবে, আমি হব তার। আমি উপযাচক হ'য়ে তাকে বরণ করতে গেলেও সে যদি আমাকে গ্রহণ করতে না চায়, তবু আমি তার। আমার এমনই কি

দুর্ভাগ্য হবে দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদির ভিতরে সেরূপ পুরুষ পাব না? সে পুরুষ-প্রবর কি মানুষ?

সুপ্রভার প্রবেশ

সুপ্রভা। একি সই, রাণীমার মুখে শুন্‌লুম, তুমি নাকি স্বয়ংবরা হবার ইচ্ছা করেছ? তবে বিমর্ষমুখে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?

ভদ্রা। হাঁ সই তুই মানুষ দেখেছিস্?

সুপ্রভা। স্বয়ংবর সভায় মানুষকেও নিমন্ত্রণ কর্‌বে নাকি?

ভদ্রা। তুই আগে আমার কথার উত্তর দে। মায়ের মুখে শুন্‌লুম, তুই নরলোক দেখে এসেছিস।

সুপ্রভা। যখন নরলোক দেখেছি তখন আর মানুষ দেখিনি!

ভদ্রা। মানুষ কি রকম দেখ্‌লি?

সুপ্রভা। এই তুমি আমি যেমন। পুরুষ কিন্নরের মতন, স্ত্রী কিন্নরীর মতন।

ভদ্রা। রূপ?

সুপ্রভা। এখানেও যেমন—সেখানেও তেমন। সুন্দরও আছে কুৎসিতও আছে।

ভদ্রা। তবে আমাদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ কি?

সুপ্রভা। তাদের রূপ আমাদের মত চিরস্থায়ী নয়। সেখানকার সুন্দর কালো কুৎসিত হয়। কুৎসিত ভীষণ হয়। আর তাদের দেহ মৃত্তিকাজাত ব'লে গায়ে একটা দুর্গন্ধ আছে। সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসহ্য!

ভদ্রা। বুঝতে পেরেছি।

সুপ্রভা। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা। এখানে যেমন গুণের

অনুযায়ী রূপ, যে ভাল সে দেখ্‌তেও ভাল, যে মন্দ সে দেখ্‌তেও মন্দ, সেখানে সে নিয়ম খাটে না।

ভদ্রা। কি রকম, কি রকম ?

সুপ্রভা। মানুষের ভিতর বা'র কদাচ এক রকমের হয়। অনেক সময়ই সুন্দর আবরণের ভিতরে পিশাচ লুকিয়ে থাকে।

ভদ্রা। আশ্চর্য্যের কথা।

সুপ্রভা। এইবারেই বল, মানুষের কথা এত আগ্রহের সঙ্গে জান্‌তে চাইলে কেন ?

ভদ্রা। তবে বলি। তুই ত জানিস্, বিবাহ-বন্ধনে পড়তে আমি একেবারেই নারাজ ? কিন্তু বাবা ও মা আমার বিবাহ দেবার জন্য, বিবাহ বন্ধনে বাঁধবার জন্য বড়ই উৎসুক হ'য়েছেন। কি করি, বাধ্য হ'য়ে আমাকে স্বয়ংবরা হ'তে হচ্ছে।

সুপ্রভা। রাজা কি এ স্বয়ংবর সভায় মানুষকে নিমন্ত্রণ করবেন ?

ভদ্রা। তা জানি না।

সুপ্রভা। তবে মানুষের কথা উঠলো কেন ? মানুষ নিমন্ত্রণ কি রাণীর ইচ্ছা ?

ভদ্রা। রাজারও না, রাণীরও না, আর এখন তোর কথা শুনে আমারও না। হ'য়েছে কি জানিস্, স্বয়ংবরের কথা নিয়েও মায়ের সঙ্গে আমি কথা কাটাকাটি ক'রেছিলুম। তাতেই মা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বল্‌লেন—"দেখছি মানুষের দাসী হওয়াই তোর ললাট-লিখন"।

সুপ্রভা। বালাই! তা কেন হবে! দেবপুত্র তোমার চোখের ইঙ্গিতে চলা ফেরা করবে, সেই তুমি হবে মানুষের দাসী! ছি ছি! সরলা বালিকা তুমি—তোমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ মায়ের বড়ই অন্যায় হয়েছে। মানুষের দাসী হবে তুমি! দাস ব'লে সে যদি আমার

পদপ্রান্ত স্পর্শ করতে চায়, আমি তাকে সে অনুমতি দিতেও সাহস করি না। অতি দূর থেকেও মানুষের গায়ের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারিনে। তুমি তার কাছে দাঁড়াবে! সে তোমাকে স্পর্শ করবে! স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে এ জমাট-বাঁধা চাঁদের কিরণ গ'লে সারা আকাশে ছড়িয়ে যাবে।

ভদ্রা। বুঝ্‌তে পেরেছি—

সুপ্রভা। কিন্নর-লোকের আলোক তুমি। এ আলোকের আকর্ষণে পথহারা দেবতা আজ কিন্নরীর দ্বারে অতিথি।

ভদ্রা। অতিথি!

সুপ্রভা। অনেকক্ষণ থেকে অতিথি। রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে গেছেন। ওকি! দেবপুত্রের কথা শুনে মাথা হেঁট করলে যে সই?

ভদ্রা। তুই তাকে দেখেছিস্?

সুপ্রভার গীত

মনে হয় যেন তারে দেখেছি।
চোখ দিয়ে কি মন দিয়ে সই,
সেইটি কেবল ভুলে গেছি।
মনে হয় যেন তার দুটি আঁখি ছিল সই,
আঁকা ছিল লেখা তাতে ভাষা কত মধুময়ী,
সঙ্গোপনে তার সনে কথা যেন কয়েছি—
মুখ দিয়ে কি চোখ দিয়ে সই
সেইটী কেবল ভুলে গেছি।

ভদ্রা। বুঝেছি, আর বলতে হবে না!

সুপ্রভা। তোমাকে তিনি দেখ্‌তে এসেছেন। তোমার আগে

দেখা না হ'লে আমি কি দেখ্‌তে পারি! শুনেই তোমাকে আগে দেখ্‌তে এলুম সই।

ভদ্রা। আমার জন্যই অতিথি ?

সুপ্রভা। নইলে এমন অসময়ে কিন্নরপুরে দেবপুত্রের শ্রীচরণ পড়্‌লো কেন ?

ভদ্রা। ও! অনুমান!

সুপ্রভা। অনুমান। কিন্তু গেলেই জান্‌তে পার্‌বে সে অনুমান মিথ্যা নয়!

ভদ্রা। তা হ'লে নিকৃষ্ট অপবিত্র মানুষই আমার অদৃষ্টে আছে নাকি

সুপ্রভা। ছি ছি! এ কথা তোমার মুখ দিয়ে কেন নির্গত হ'ল রাজকুমারী! দেবপুত্রকে কি তুমি বরণ কর্‌তে চাও না ?

ভদ্রা। যদি তোমার অনুমান সত্য হয়, যদি আমারই লোভে সে আজ কিন্নরপুরীতে অতিথি হয়ে আসে, তাহ'লে না—কিছুতেই চাই না।

সুপ্রভা। এ তুমি কি পাগলের মত কথা বল'ছ!

ভদ্রা। যদি তার জন্য পিতামাতার চিরকোপানলে পতিত হই, তথাপি চাই না। যদি তোর সঙ্গে সখীত্ব বন্ধনও জন্মের মত ছিঁড়ে যায়, তথাপি না।

সুপ্রভা। তাহ'লে আমার অনুমান মিথ্যা হ'ক্।

চতুরিকার প্রবেশ

চতু। রাজকুমারী! রাজা তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন। এক দেবপুত্র তোমাকে দেখ্‌তে এসেছেন।

ভদ্রা। ব'লগে—যাচ্ছি।

চতু। "যাচ্ছি" না—এখনি চল। দেবতা তোমাকে দেখ্‌বার জন্য ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছেন।

ভদ্রা। ব'ল্‌গে যা,—এখনি যাচ্ছি।

[চতুরিকার প্রস্থান।

সুপ্রভা। তাইত সই অনুমান ত মিথ্যা হ'ল না!

ভদ্রা। না হ'য়েছে, ভালই হ'য়েছে। ভাল সই, মানুষ সম্বন্ধে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব?

সুপ্রভা। ওরূপ অলক্ষণ কথা কয়ো না সই! এ দেবপুত্র যদি তোমার মনোমত না হয়, আরও ত দেবপুত্র আছে।

ভদ্রা। তবে থাক্‌। বলবার অনেক সময় আছে। আয়, তবে বুঝতে পার্‌ছি, দেবপুত্রের সঙ্গে দেখাও কর্‌তে হবে, তার সঙ্গে দু'চারটে কথাও কইতে হবে। তারপর, তোকে মনের কথা জানাবার অনেক সময় আছে।

সুপ্রভা। তুমি কি দেখা ক'রতেও নারাজ?

ভদ্রা। দেখা কি রোধ হবার কোনও উপায় আছে?

সুপ্রভা। উপায় একটা ভেবে চিন্তে দেখ্‌তে পারি।

ভদ্রা। তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অপ্রিয় কথাটা কইতে হবে। সেটা না কইতে হ'লে বেঁচে যাই।

সুপ্রভা। তাই বল। যাতে দেখা না হয়, তার ব্যবস্থা করি।

ভদ্রা। কি ক'রে কর্‌বি?

সুপ্রভার গীত

সে কথা কইবো কেন আগে।
গুপ্ত-কথা ব্যক্ত হ'লে যদি না লাগে।

সে ভূত তোমাকে পেতে,

লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছে যেতে।

দেখ্‌ছে ভুবন তোমা-ময় আকুল অনুরাগে।

তার চোখে ধুলো-পড়া ফেলতে হবে আগে।

ভদ্রা। তুমি যদি তাকে কোনও ক্রমে লুটে নিতে পারিস্, তাহ'লে আমি তোর কেনা হ'য়ে থাকি।

কিন্নরীগণের প্রবেশ

১ম, কি। শীগ্‌গির এসো সই, শীগ্‌গির এসো। দেবপুত্র ভ্রমর হয়ে প্রতি ফুলের ভিতরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুপ্রভা। সখী, সে ভ্রমরটা আগে থাক্‌তেই আমাদের উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে। যে সেটাকে আট্‌কাতে পার্‌বে সেটা হবে তার।

১ম, কি। সত্যি সখী ?

সুপ্রভা. সখী আবার বলবে কি—আমি কি তোদের মিছে কথা কহলুম ?

ভদ্রা। দেবতা-বিবাহ আমার ভাগ্যে নেই। তোরা [illegible] মিলে যদি তাকে সখীর রূপের ফাঁদে ফেল্‌তে পারিস্, তবেই বুঝ্‌ব তোরা কিন্নরী।

কিন্নরীগণের গীত

যারে না দেখে প্রাণটা উড়ে গেছে,

তারে দেখে না জানি হবে কি।

যারে পেতে গেলে আগে যেতে হয় গলে,

তারে পাওয়াটা কি চালাকি।

যার চোখ আছে,
চোখে চাউনি আছে,
গলায় আছে মিঠে কাশি,
যার পরাণ-পোড়ানি হিয়া-দগদগি
ঠোঁটের আড়ালে হাসি।
সে যে গো হাঁ ক'রে দাঁড়ায়ে দুয়ারে
গান গায় স্বরে নাকি।
চলে চল্ তারে দেখা দিয়ে আসি
আর চলে নাকো ফাঁক॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[লতাকুঞ্জ]

কিন্নরীগণ

১ম, কি। খুব সাবধানে! যেন কথা কইতে ধরা পড়িস্‌নি। সুপ্রভা যেমন যেমনটী শিখিয়ে দিয়েছে, সেই রকম বল্‌বি।

২য়, কি। যদি আমাদের কুহক জান্‌তেই পাব্‌বে, তবে কিন্নরী নাম নিয়েছি কেন?

৩য়, কি। দেখে নেব সে কেমন দেবতা!

১ম, কি। চুপ চুপ, বর আস্‌ছে—বর আস্‌ছে। একটু আড়ালে চল্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্দ্দিকা ও দেবকুমারের প্রবেশ

চতু। ' রাজকুমারীও এখানে আছে। বোধ হয়, সখী সেজে আছে।

দে, কু। তা সখীই সাজুন আর যাই সাজুন, তিনি দেবতার চোখ এড়াতে পার্‌বেন না।

চতু। সেটা আপনি বুঝুন। দেখ্‌বেন যেন যাকে তাকে রাজকুমারী বলে অপ্রস্তুত হবেন না।

দে, কু। না—না—সে ভয় তোমায় ক'র্‌তে হবে না।

চতু। তবে যান এগিয়ে যান;

দে, কু। তুমি যাবে কেন কিন্নরা, তুমিও থাক না।

চতু। ও বাবা! আমি থাক্‌লে ?—আমার, নাক কাণ কিছু থাক্‌বে না। এগিয়ে যান এগিয়ে যান

[প্রস্থান।

দে, কু। ওই আস্‌ছে—বাঃ বাঃ বেশ সুন্দর ! কিন্তু কতকগুলো।

সখীগণের প্রবেশ ও গীত

কি কথা কব দেখা হলে।
(বল না লো সই).
যখন আসিয়ে সুমুখে দাঁড়ায়ে,
চাবে দু'টী চোখে জল জলে।
(বোঝ্‌না লো সই)
প্রথম মিলনে প্রথম দৃষ্টি,
চাহনিতে হবে অনল বৃষ্টি,
পুড়ে গিয়ে ছাই যাবে কি সৃষ্টি
ছাই হয়ে ঢেকে পাতালে।

ধ'রে ধ'রে চল যে যার আঁচল,
ভয়ে ভয়ে করে দেহ টলমল,
যদি না সহিতে পারি পরশ
ননীর অঙ্গ যাবে গলে।
(ভেবে দেখ না লো সই)

সকলে। আসুন আসুন (বারংবার উচ্চারণ)

১ম, কি। ওরে বরকে বসতে আসন দে।

২য়, কি। আসন কি হবে—আঁচল পেতে দে।

৩য়, কি। বর অনেক দূর থেকে এসেছে। অচেনা পথ ঘাট—পথে আসতে অনেক কষ্ট পেয়েছে। আসন কি হবে, আঁচল পেতে দে।

১ম, কি। আর বাহুলতার বালিস দে।

দে, কু। (স্বগতঃ) হুঁ এরা কটা সখী। ও এক নজরেই বুঝে নিয়েছি (প্রকাশ্যে) না, না—অত করতে হবে না।

১ম, কি। তা কি হয়—তা কি হয়। একটু বিশ্রাম না করলে আমাদের মন মানবে কেন। ভালবাসার টানে এসেছেন। পথে হয়ত কত হোঁচট খেয়েছেন।

দে, কু। হোঁচট খাবো কেন। আমরা দেবতা। মনোরথে চ'ড়ে আমরা যাতায়াত করি।

১ম, কি। তা হ'লে ত আপনার বেজায় কষ্ট হয়েছে। মনোরথের চাকার ঘড়ঘড়ানিতে আপনার কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে।

২য়, কি। মনোরথের ঘোড়ার রাশ টানতে টানতে আপনার হাত জ্বালা ক'রেছে।

দে, কু। সে সব কিছুই হয়নি। তবে যদি একান্তই আমার কথায়

বিশ্বাস না কর, যদি তোমরা মনে করে থাক, যথার্থই আমার পরিশ্রম হয়েছে, তা'হ'লে রাজকুমারী ভদ্রাকে নিয়ে এস। তাকে দেখলেই আমার সকল শ্রান্তি দূর হবে।

৩য়, কি। ঠিক হবে ?

দে, কু। ঠিক হবে।

২য়, কি। দেখুন—এখনও বুঝে দেখুন।

দে, কু। ও আমি বুঝে দেখেছি।

১ম, কি। তা'হলে আয় সখি চলে আয়। দেবতা! তা'হলে ক্ষণেক অপেক্ষা কর। যে কয়জন ভদ্রা আমাদের কিন্নরপুরে আছে সবাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

দে, কু। ওই আসছে, ওই আসছে। কি সুন্দর! কিন্তু অনেকগুলো।

সুপ্রভাকে বেষ্টন করিয়া সখীগণের প্রবেশ

গীত

দেখিনি কখনও যারে
সে বঁধু এসেছে দ্বারে।
শুনিনি কখন নামটি তার
থাকে সে বনে কি নগরে॥
আজ তার তরে ব্যাকুল হব,
চোখ বুজে প্রেম-কথা কব,
সরল হিয়া খুলে দিব
মুক্ত অধর দ্বারে।

এস এস বঁধু এস,
অলস পরশে পাশে ব'স
আছে বাহুলতা বেষ্টিত গলে
সজ্জিত বনহারে ॥

দে, কু। বাঃ বাঃ এতক্ষণ দেখিনি—এই যে! বাঃ বাঃ অতি সুন্দর!

সুপ্রভা। দেবতা করজোড়ে আপনাকে একটা কথা নিবেদন ক'র্‌ব।

দে, কু। কি বল। (স্বগতঃ) কথাটাও বেজায় মিষ্টি লাগছে।

সুপ্রভা। শুনে যেন রাগ কর্‌বেন না।

দে, কু। রাগ? সুন্দরী! তোমাদের কথা আমার কাণে অমৃতের মত ঠেক্‌ছে। কি বল্‌তে ইচ্ছা ক'রেছ বল।

সুপ্রভা। রাজা আপনাকে জামাতা করতে পার্‌লেই নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। কেন না তিনি কিন্নর, আর আপনি দেবপুত্র।

দে, কু। রাজাও সেই কথা আমাকে ব'লেছেন।

সুপ্রভা। আপনিও কিন্নররাজ-কুমারীর রূপের কথা শুনেই, রাজাকে আগে থাক্‌তে কিছুই না জানিয়ে অকস্মাৎ কিন্নরপুরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মনে করেছেন, কিন্নরী অতি সহজপ্রাপ্য। কেননা আপনি দেবপুত্র।

দে, কু। (স্বগতঃ) তাইত! এ যে ক্রমে গোলমেলে কথা কয় দেখছি। (প্রকাশ্যে) কি ব'ল্‌তে চাও, বল। নিঃসঙ্কোচে বল। সহজপ্রাপ্য মনে ক'রে আসিনি সুন্দরী!

সুপ্রভা। আপনি দেবতা। আপনার বাক্য সুতরাং মিথ্যা নয়। কিন্তু কিন্নরী মনে ক'রেছে, সে আপনার সহজ প্রাপ্য। কিন্তু আপনার

দাসী হবার যোগ্য না হ'লেও রমণী। আর দেবীই হ'ক, মানবীই হ'ক—রমণীমাত্রেরই কিছু অভিমান আছে, তা জানেন ?

দে, কু। (স্বগত) কথা ক্রমে ঘোরালো হয়ে আস্‌ছে, এ কিন্নরী ছোটখাটো কিন্নরী ত নয়।

সুপ্রভা। কি দেবতা, চুপ ক'রে রইলেন যে ? দাসীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা কি অপমানের বিষয় মনে করেন ?

দে, কু। এ যে মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে! এই কি ছদ্মবেশিনী রাজকুমারী ?

১ম, কি। তুমি কেন দাসী হবে সই ? উনি যার রূপের কথা শুনে পাগলের মত ছুটে এসেছেন, সেই ওঁর দাসী হ'ক।

২য়, কি। সত্যইত, আমাদের কি অভিমান নেই ?

৩য়, কি। কি ক'র্‌বে! বাপের শাসন—সেইজন্য রাজকুমারীই ওঁকে ধরা দেবে। তা ব'লে আমরা দেব কেন ?

সুপ্রভা। ওকি অসভ্যের মত কথা ব'লছিস্! অতিথির সঙ্গে কি এই রকম করে কথা কয়!

দে, কু। এই বলত—তুমি বলত সুন্দরী।

সুপ্রভা। কি বল্‌লেন! আমি সুন্দরী ?

দে, কু। রূপে কথায় মিশিয়ে এ যে কেমন-কেমন মধুর কি জানি —কি—তা হয়ে গেল ?

সুপ্রভা। বলুন,—বলুন, আজও পর্য্যন্ত কেউ আমাকে সুন্দরী বলেনি! কিন্তু আপনি তিনবার আমায় বল্‌লেন সুন্দরী।

দে, কু। কি করব, দেবতার চোখ। সে ত মিছে কইতে পারে না। সে বলছে তুমি সুন্দরী।

সুপ্রভা। দেবতার কথাও মিথ্যা নয়—দৃষ্টিতেও ভুল নাই। তাহ'লে জীবনে প্রথম বুঝ্‌লুম আমি সুন্দরী।

দে, কু। নিশ্চয়।

১ম, কি। এ দেবতার চোখ—

২য়, কি। এ চোখ তুমি এড়িয়ে যাবে মনে ক'রে'ছিলে নই।

৩য়, কি। আপনাকে কুৎসিত বল্‌লেই কি কুৎসিত হ'তে পার?

১ম, কি। হাঁ, তাহ'লে সুন্দরী! তুমিই বল। আমরা অসভ্য—আমাদের আর কথা ক'বার দরকার নেই।

২য়, কি। তাহ'লে আমাদের থাক্‌বারই বা দরকার কি?

৩য়, কি। ঠিক্ বলেছিস্ ভাই, ঠিক্ বলেছিস্। তা'হলে সুন্দরী থাক্। আর দেবতা থাক্। আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সুপ্রভা। আহা রাগ করিস্ কেন—দাঁড়া। তবু যায়—

১ম, কি। না, না আমরা থাকাতে দেবতার রাগ হচ্ছে। দেবতার রাগে আবার কি রাজারও কোপ নয়নে পড়্‌ব!

সুপ্রভা। তবু যায়—দাঁড়া,—মাথা খাস্,—দাঁড়া। রাজকুমারী না হই, কুমারীত বটে! ওঁর সুমুখে একলা দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা—হাসি তামাসা করছি, একথা মা যদি জান্‌তে পারে, তা'হলে আমাকে তিরস্কার খেতে হবে। যদি একান্তই থাক্‌তে না চাস্, তা'হলে দাঁড়া ভাই, আমিও তোদের সঙ্গে যাই!

২য়, কি। না ভাই, আমরা অধম কিন্নরী হলেও আমাদের অভিমান আছে।

[সখিগণের প্রস্থান।

সুপ্রভা। ভাইত, ওরা যে চলে গেল!

দে, কু। যাক্ না—যাক্ না। ওদের থাক্‌বার কোনও দরকার নেই! তুমি একটা গান গাও।

সুপ্রভা। আমি রাজকুমারীকে ডেকে দিই।

দে, কু। না না, আর তাকে ডাক্‌তে হবে না। তাকে ডাকা হয়ে গেছে ?

সুপ্রভা। আপনি কি আমাকেই রাজকুমারী মনে ক'রেছেন ?

দে, কু। সে আমি যা মনে করি না কেন। তুমি একটা গান গাও।

সুপ্রভা। না—না দেবতা! আমি রাজকুমারীকে ডেকে নিয়ে আসি। গান যদি গাইতেই হয়, তাকে আপনার বামে বসিয়ে গাইব।

দে, কু। আর রাজকুমারীকে ডাক্‌তে হবে না। তুমিই বামে বসে গাও। আমি দেবতা! সখী সেজে কি আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পার প্রাণেশ্বরী!

সুপ্রভা। প্রাণেশ্বরী কি!

দে, কু। গান গাও—গান গাও।

সুপ্রভা। না প্রভু, দাসীর মনে খট্‌কা দেবেন না। আপনি আমাকে ভালবাসার রহস্য কর্‌বেন না।

দে, কু। দেবতা নীচ রহস্য করে না।

সুপ্রভা। আমি যদি রাজকুমারী না হই ?

দে, কু। হও ভালো, না হও ভালো—তুমি আমার।

সুপ্রভা। একটা তুচ্ছ কিন্নরী যদি আপনাব হয়, তাতে তার গৌরব বাড়লো না ত দেবতা!

দে, কু। আমি তোমার। এইবারে গৌরব বাড়্‌লো ত ?

সুপ্রভা। আর একবার বলুন। আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

দে, কু। একবার কেন—তিনবার বলছি। আমি তোমার—আমি তোমার—আমি তোমার। এইবারে বল।

সুপ্রভার গীত

বলিবার কথা আর কি আছে।
ধুলো খেলা কর্‌তে এসে রত্ন মিলে গেছে॥
স্বপ্ন যা দেখেনি স্বপন বশে
সে শশী দাঁড়িয়ে আমার পাশে
নীল সাগরের পারের সে যে—
আমার কুটীরে পশেছে।
ভুলে সে আমারে আজ ভাল বেসেছে॥

দে, কু। বা! বা! মন মুগ্ধ হ'ল! মন মুগ্ধ হ'ল! সেই নীল সাগরের পারে—আমি পার হয়েছি—ধন্য হয়েছি।

সুপ্রভা। (স্বগতঃ) তার পর? বিষম প্রতারণা! রাজা জানেন না, রাণী জানেন না। এ বিষম প্রতারণার কথা আমরা কয় জন ছাড়া আর কেউ জানে না! কিন্তু হে দেব! আমি তোমার হয়েছি। আর উপায় নেই।

দে, কু। ওকি—এত উল্লাস দেখিয়ে, এত আনন্দ দিয়ে হঠাৎ বিষণ্ণার মত চলে যাচ্ছ কেন?

সুপ্রভা। এইবারে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

দে, কু। বেশ ত, এক সঙ্গে যাব—এক সঙ্গে যাব। যাবার প্রয়োজন আছে। শোন, এতক্ষণ তোমায় বলিনি! রাজা আমাকে বলেছিলেন, যদি তুমি আমার না হ'তে তা হ'লে তিনি তোমাকে নর-লোকে নিক্ষেপ করতেন।

সুপ্রভা। কই, এ কথা আগে ব'ল্‌লেন না কেন? তা হ'লে ত আপনার হতুম না। কিন্তু হয়েছি, আর উপায় নেই—আর উপায় নেই।

[প্রস্থান।

দে, কু। সে ঝঞ্ঝাট ত মিটে গেছে—যেও না—যেও না। কিন্নরা! কিন্নরী।

তৃতীয় দৃশ্য

[মন্ত্রণা গৃহ]

ব্রহ্মদত্ত ও উপগুপ্ত

ব্রহ্ম। উপগুপ্ত!

উপ। মহারাজ!

ব্রহ্ম। রাণী যা বলে গেলেন তা শুনলে?

উপ। শুন্‌লুম মহারাজ! তথাপি আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজকুমারী সবে মাত্র কৈশোর যৌবন-সন্ধি পার হয়েছেন। যৌবনের মুখে অনেক কল্পনার ছবি সত্যের মূর্ত্তি ধ'রে চোখের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। তবে সেগুলো বেশী দিন থাকে না। আপনি নবাগত দেবকুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করিয়ে দিন। তাঁকে দেখ্‌লে, আর নির্জ্জনে তাঁর সঙ্গে দু'চারটে আলাপ ক'র্‌লেই তাঁর মনের অবস্থা ফিরে যাবে।

ব্রহ্ম। যদি না ফেরে?

উপ। আগে থাক্‌তে হতাশ হবার কোনও প্রয়োজন নেই। যদি না ফেরে, তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। তার মনের ভিতর কি আছে, যদিও আমরা জান্‌তে পার্‌ছি না, কিন্তু মনোবিকার প্রতিকারের অনেক প্রকার উপায় আমার জানা আছে। তবে আমার বিশ্বাস সে সকল উপায়ের প্রয়োজন হবে না। কল্পনার ছবি বাস্তব রাজ্যে ফিরে এলে তার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র হয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ অপূর্ব্ব সুন্দর দেবকুমার তার মনোমত হবেই হবে।

সুপ্রভার প্রবেশ

ব্রহ্ম। তুমি এলে। ভদ্রা?

সুপ্রভা। আমি যখন এসেছি, তখন সখীও এসেছে মনে করুন না মহারাজ! যা বল্‌বার আমাকে বলুন তাহ'লে সখীকেও বলা হবে।

ব্রহ্ম। না। অন্য সময়ে সে কথা চল্‌তে পারে—এখন না। তোমার সখীকে ডেকে নিয়ে এস। আমি তার সম্বন্ধে দু'চার্‌টে কথা বল্‌ব।

সুপ্রভা। এ কন্যাকে বল্‌লে হবে না?

উপ। বারংবার রাজার বাক্যের কেন প্রতিবাদ ক'র্‌ছ সুপ্রভা? গুরু বিষয়ে এরূপ রহস্যের ভাব দেখানো তোমার উচিত হয় না।

সুপ্রভা। মহারাজ কি বল্‌বেন আমি তা জানি। সুতরাং সখীও জানে। বলা কথার পুনরুক্তি শোন্‌বার আগে জান্‌তে ইচ্ছা করি, তা ছাড়া মহারাজের বল্‌বার অন্য কোন কথা আছে কি না।

ব্রহ্ম। আমি তাকে কি বল'ব তুমি আগে থাক্‌তে জান্‌লে কেমন করে?

সুপ্রভা। সে কথা আমি আগে শুনেছি।

ব্রহ্ম। না, কেমন ক'রে শুন্‌বে। আমি ত সে কথা এখানকার কাউকেও বলিনি। এমন কি উপগুপ্তকেও না। ভদ্রা এলে উপগুপ্তের সম্মুখেই তাকে বল্‌ব।

সুপ্রভা। এ দেবপুত্র আপনার মনোমত হয়েছে?

ব্রহ্ম। মনোমত কি সুপ্রভা—তার পদার্পণে কিন্নরপুর পবিত্র হয়েছে। অমন সুন্দর রূপ মনোমত হবে না?

সুপ্রভা। ঠিক ব'লেছেন। অমন সুন্দর রূপ যার চক্ষু আছে, তার মনোমত হওয়াই উচিত।

ব্রহ্ম। কেমন! উচিত নয় সুপ্রভা?

উপ। তুমি দেখেছ—তুমি দেখেছ?

ব্রহ্ম। আঃ! উপগুপ্ত! তোমার কি বুদ্ধি! না দেখলে ও কখন কি এমন কথা কয়?

সুপ্রভা। কিন্তু মহারাজ, এমন রূপও যদি সখীর মনোমত না হয়?

ব্রহ্ম। ও কথা বল'না সুপ্রভা—ও কথা মুখে কেন, আর মনেও এনো না।

সুপ্রভা। ইচ্ছা ক'রে আনছি না মহারাজ! ভাগ্যদোষে মনে আপনিই আসছে। মনে করুন দেবপুত্র সখীর মনোমত হ'ল না, তাহ'লে কি সখীকে সত্যসত্যই নরলোকে নির্ব্বাসিত কর্ব্বেন?

ব্রহ্ম। এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে?

সুপ্রভা। কেমন এই কথাই ত বল্‌বেন ব'লে, তাকে এইখানে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন?

ব্রহ্ম। এ ত বড় আশ্চর্য্য! এ কথা ত আমি—

সুপ্রভা। উপগুপ্ত ঠাকুরকে বলেননি—

উপ। না—আমি ত মহারাজের এ সঙ্কল্পের কথা শুনিনি।

সুপ্রভা। রাণীমাকে পর্য্যন্ত বলেননি। তবু আমরা শুনেছি বলুন দেখি, কেমন ক'রে শুনলুম মহারাজ?

ব্রহ্ম। ভদ্রাও শুনেছে?

সুপ্রভা। আমি যখন শুনেছি, তখন আর সখী শোনেনি!

ব্রহ্ম। দেবকুমারের সঙ্গে তোমাদের এরই মধ্যে দেখা হয়েছে। আমি শুধু এ কথা তারই কাছে বলেছি। শুধু তাই নয় একথা কারও কাছে প্রকাশ ক'র্‌তে আমি তাঁকে নিষেধ করে দিয়েছি। বলেছি তাঁর মত সুন্দর যদি ভদ্রার মনোমত না হয়, তাহ'লে তার চোখের

দোষ দূর করতে একবার তাকে মানুষ দেখতে পাঠিয়ে দেব! মানুষকে দেখলে তবে সে দেবরূপের মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। এইবারে আমাকে বল দেখি সুপ্রভা—জানতে আমি ব্যাকুল হয়েছি—শীঘ্র বল ত সংবাদ শুভ কি অশুভ?

সুপ্রভা। আপনার কি মনে হয়?

ব্রহ্ম। আমার মনে হয় শুভ।

সুপ্রভা। আপনার কি মনে হয়?

উপ। আমারও মনে হয় শুভ।

ব্রহ্ম। ভয় দেখাতে দেবপুত্র নিশ্চয়ই আমার কন্যার কাছে এ কথা প্রকাশ করেনি।

উপ। নিশ্চয়। ভদ্রাকে পেয়ে অতি উল্লাসে রহস্যের ছলে তাকে এই কথা শুনিয়েছে।

ব্রহ্ম। বল সুপ্রভা, সংবাদ শুভ। শোনা মাত্র কিন্নরলোকে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।

উপ। বল সুপ্রভা।—

সুপ্রভা। মহারাজ! আমাকে আপনি কি চক্ষে দেখেন?

ব্রহ্ম। পিতার চক্ষেই দেখি সুপ্রভা। তোমাকে আমি কন্যার মনে করি।

সুপ্রভা। পিতঃ! বলবার অবকাশ পেলুম না—ওই আপনার ভাবী জামাতা নিজেই আমাদের দেখা সাক্ষাতের ফল আপনার কাছে বলতে আসছেন। প্রস্থান।

ব্রহ্ম। এ কি রকম হ'ল উপগুপ্ত?

উপ। তাই ত মহারাজ, এ কি রকমটা হ'ল আমিও যে কিছু বুঝতে পারছি না।

নেপথ্যে দে, কু। যেয়ো না--যেয়ো না! আমি তোমার অদর্শন এক দণ্ডের জন্যও সহ্য করতে পারছি না। যেয়ো না—যেয়ো না প্রাণেশ্বরী।

উপ। তাই ত, যুবক প্রাণেশ্বরী ব'লে কার পিছনে ছুটলো! যুবক সুপ্রভাকেই আপনার কন্যা মনে ক'রেছে নাকি!

ব্রহ্ম। তুমি এখনি ওর অনুসরণ কর। যেখান থেকে পার ওকে ধরে নিয়ে এস। আমি বুঝতে পেরেছি।

উপ। কি বুঝলেন মহারাজ?

ব্রহ্ম। আগে ধ'রে নিয়ে এস, তার পরে শুনো।

[উপগুপ্তের প্রস্থান।

দেবকুমারের প্রবেশ

দে, কু। কিন্নররাজ! আপনার কন্যাকে দেখে আমি পরম সুখী হ'য়েছি। তার সঙ্গে আলাপে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি। আপনার কন্যাও আমাকে দেখে, আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমাকে ভাল বেসেছে।

ব্রহ্ম। ঠিক বুঝেছেন?

দে, কু। তার ভালবাসা অকৃত্রিম। আমারও তার প্রতি ভালবাসা জান্‌বেন অকৃত্রিম।

ব্রহ্ম। কিন্তু আমি যে সন্দেহ করছি দেবকুমার।

দে, কু। কি আপনি কি আমার ভালবাসায় সন্দেহ ক'র্‌ছেন? কিন্নররাজ! দেববাক্য মিথ্যা হয় না জান্‌বেন।

ব্রহ্ম। আমার কন্যা আপনি জেনেছেন?

দে, কু। জেনেছি।

ব্রহ্ম। সে যদি প্রবঞ্চনা ক'রে থাকে?

দে, কু। না—না কিসের প্রবঞ্চনা! দেবতাকে প্রবঞ্চনা করা কিন্নরীর সাধ্য নয়। আমি তার কথায় বেশ বুঝেছি, তার ভালবাসা অকৃত্রিম।

ব্রহ্ম। তার ভালবাসা অকৃত্রিম হ'তে পারে। দেবতা কিন্নরীর স্বামী হবে, এর অধিক বাঞ্ছনীয় তার আর কি হতে পারে! কিন্তু সে যদি আমার কন্যা না হয়?

দে, কু। কন্যা না হয়!

ব্রহ্ম। আমার কন্যা ব'লে সে যদি আপনাকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে থাকে?

দে, কু। (স্বগত) তবে কি সত্য সত্যই প্রতারিত হ'লুম! কিন্তু তাকে ত অপরাধী বল্‌তে পার্‌ব না! অপরাধী বল্‌তে হ'লে এই দাম্ভিক মুর্খ আমাকেই বলতে হয়। (প্রকাশ্যে) বেশ, সে যদি আপনার কন্যা না হয়, যখন তাকে ভালবেসেছি, তখন সে ভালবাসার আর অতিক্রম হবে না।

ব্রহ্ম। শুনে আশ্বস্ত হলুম দেবকুমার! চতুরা কিন্নরীর কথায় বিশ্বাস ক'রে তুমি দেবত্বেরই মর্য্যাদা রেখেছ। তা হ'লে এস আমার সঙ্গে। তোমার হাতে আমার কন্যাকে সমর্পণ করে ধন্য হই।

দে, কু। (স্বগত) প্রতারিত হইনি—প্রতারিত হইনি। ঠিক ধরেছি।

চতুর্থ দৃশ্য

[রাজান্তঃপুর]

বিতস্তা ও সুপ্রভা

বিতস্তা। ভয় কি মা! তোর কথা শুনে আমার আনন্দ শতগুণে

বেড়ে উঠেছে। এক দেবতাকে জামাতা দেখ্‌তে আমরা স্বামী স্ত্রীতে ব্যাকুল হয়েছিলুম, এখন দুই দেবপুত্র হবে কিন্নররাজের জামাতা। দুই কন্যাকে দিয়ে দেবতাকে কিন্নরপুরে বাঁধবো। কিন্নরলোক স্বর্গে পরিণত হবে। তুই ভদ্রাকে নিয়ে আয়। যেখানে থাকে, সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে আয়। সে যখন স্বয়ংবরা হতে চেয়েছে, তখন রাজার ক্রোধ কর্‌বার কি আছে! যে সুখে দু'দিন পরে সে নিজে সুখী হবে, আগে ভাগে সেই সুখে তোকে সুখী ক'রেছে। তোরা দু'টী পরস্পরের মর্ম্মসখী—আমার দুটি কন্যা। ভালবাসার এই ত উপযুক্ত উপহার; নিয়ে আয়—তার লজ্জা কর্‌বার, ভয় কর্‌বার কিছু নেই—তাকে ধ'রে নিয়ে আয়। কালই আমি তার স্বয়ংবরের উদ্যোগ ক'রব। একদিনে দুই বিবাহ দিয়ে কিন্নরলোকে এমন উৎসবের আয়োজন কর্‌ব যে, দেবতারাও তা কখন চক্ষে দেখেনি।

। সুপ্রভার প্রস্থান।

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপ। এই যে মা। তোমার কন্যা?

বিতস্তা। অমন ব্যাকুলভাবে কন্যার সমাচার নিতে এলে কেন উপগুপ্ত?

উপ। তুমি পারবে—একমাত্র তুমি পার্‌বে, কন্যাকে তোমার স্বামীর ক্রোধ থেকে রক্ষা কর্ত্তে।

বিতস্তা। কেন? আমার কন্যার পরিবর্ত্তে সুপ্রভা দেবপুত্রকে বরণ ক'রেছে বলে? তাতে যদি রাজার ক্রোধ হয়, তাহ'লে বুঝব রাজা এক-চক্ষু।

উপ। সব বুঝ্‌তে পার্‌ছি—রাজা এক-চক্ষু ন'ন্‌ তাতো জানি।

তবু রাজার মুখ দেখে আমার কেমন আতঙ্ক হ'চ্ছে ওই দেখ—ওই দেখ। মা! রাজার কোপ দৃষ্টি থেকে কন্যাকে রক্ষা কর।

ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ

বিতস্তা। মহারাজ। আজ আমাদের কি আনন্দ।

ব্রহ্ম। বিশেষ আনন্দ রাণী!

বিতস্তা। সুপ্রভার পরিবর্তে ভদ্রা যদি দেবপুত্রকে পতিরূপে লাভ ক'রত, তাহ'লে বুঝি আমাদের এত আনন্দ হ'ত না।

ব্রহ্ম। তাতে আর সন্দেহই নাই। কিন্তু এরূপ আনন্দের কার্য্যে তোমার কন্যা যোগদান না ক'রে,—চোরের মত লুকিয়ে রয়েছে কেন?

উপ। যোগদানের সময় আছে ত মহারাজ!

ব্রহ্ম। এখন না ক'রলে আর নেই।

বিতস্তা। কেন? তাকে শাস্তি দেবেন নাকি?

ব্রহ্ম। নিশ্চয়। এখন এলে শাস্তি অল্প হবে। এর পর এলে গুরুতর শাস্তি।

বিতস্তা। তার অপরাধ?

ব্রহ্ম। ছিঃ রাণী, তার অপরাধের কথা তুমি জিজ্ঞাসা ক'রছ! মমতায় নিজের সদ্‌বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'র না।

বিতস্তা। আমি বুঝতে পারছি না মহারাজ।

ব্রহ্ম। সুপ্রভা সদ্‌ভাবে দেবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি—প্রতারণায় ক'রেছে। আর সে প্রতারণায় তোমার কন্যার যোগ আছে।

বিতস্তা। তাকে কি একান্তই শাস্তি দেবেন?

ব্রহ্ম। তাকে নিয়ে এলেই জানতে পারবে। * যাও—নিয়ে এস। বিলম্ব ক'রলে স্থির জানবে শাস্তির মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে।

বিতস্তা। কেন, দেবতা তো প্রসন্ন হ'য়েছেন।

ব্রহ্ম। বুদ্ধদেবতা প্রসন্ন হ'য়েছেন। কিন্তু এ প্রতারণার কথা শুন্'লে দেবকুল প্রসন্ন হবে না। আগে থাক্তেই তারা কিন্নরকুলকে হীন মনে করে। এ প্রতারণার কথা শুনলে আমাদের তারা আরও হীন মনে ক'রবে। তোমার কন্যাব জন্য—সমস্ত কিন্নরকুলকে আমি কলঙ্কী হ'তে দেবো না। দেবপুত্র আসছে। আব দাঁড়িয়ো না রাণী! কন্যাকে নিয়ে এস।

বিতস্তা। দোহাই মহারাজ। তাহ'লে লঘু শাস্তির বিধান করুন।

ব্রহ্ম। তবে বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন! আমি মিথ্যা কইনি রাণী! এখন আমি তোমার শুধু স্বামী নই—রাজা। বিলম্বে তার বেশী অনিষ্ট ক'রছ জেনে রাখ।

[বিতস্তার প্রস্থান।

ব্রহ্ম। উপগুপ্ত। শীঘ্র যাও। সুপ্রভাকে ধ'রে আনো।

উপ। মহারাজ!—

ব্রহ্ম। প্রশ্ন পরে ক'র মূর্খ, সুপ্রভাকে ধ'রে আনো। আমি দেখছি লজ্জায় সে আর আমার কাছে আসতে পার্‌ছে না।

উপ। মূর্খ আমি নিশ্চয়,—কিন্তু এ আনন্দের দিনে—

ব্রহ্ম। তবে আমাকেই যেতে হ'ল।

[প্রস্থান।

উপ। তাইত! হর্ষে বিষাদ ঘটলো। যখন জান্‌বে, তখন হত-ভাগিনীগুলো কি ক'রবে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমি ত থাক্‌তে পা'রবো না। [প্রস্থান।

একদিক দিয়া দেবকুমারের প্রবেশ এবং অন্যদিক দিয়া সুপ্রভাকে লইয়া ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ।

ব্রহ্ম। লজ্জা কি সুপ্রভা! পরম ভাগ্যবতী তুমি। দেবকুমার

তোমাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ ক'রতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন। দেবপুত্র! এই নাও—আমার এক কন্যাকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রলুম। দেখো বালিকার প্রতি সামান্য মাত্রও অবজ্ঞা দেখিয়ে যেন দেবতার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ ক'র না।

দে, কু। ও কথা বার বার কেন মুখে আন্‌ছেন মহারাজ! দেবতার সুখাভিলাষের যা অবশিষ্ট ছিল, আপনার কন্যাকে পেয়ে তা পূর্ণ হ'ল। —ওকি। আহা! ও কি অপূর্ব্ব রূপ!

ভদ্রাকে লইয়া বিতস্তার প্রবেশ

ব্রহ্ম। ওই আমার এক কন্যা। তবে এ কন্যা আমার বাধ্য আর ও কন্যা আমার অবাধ্য। ভদ্রা! তোমারই অবাধ্যতার কল্যাণে আজ সুপ্রভা দেব-স্বামী লাভ ক'রেছে। কিন্তু—তুমি—তুমি—মতিহীনে! নিজের মর্য্যাদা বুঝ্‌তে যখন তুমি অপারগ, তখন তার যথোপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ কর। তোমাকে সপ্তাহ সময়ের জন্য আমি নরলোকে নির্ব্বাসিত ক'রব।

চক্ষে অঞ্চল দিয়া রাণীর প্রস্থান।

তোমার প্রতারণায় তুমি কিন্নরকুলকে অপরাধী ক'রেছ। এ তোমার শাস্তি নয়—কার্য্যের পুরস্কার। গুরুপাপে লঘুদণ্ড—পুরস্কার। যদি বেঁচে ফিরে এস তখন তোমাকে আবার কন্যা ব'লে গ্রহণ ক'রব।

সুপ্রভা। মহারাজ! আমরাও ত অপরাধ ক'রেছি—আমাদেরও শাস্তি দিন।

ব্রহ্ম। ভদ্রার সঙ্গে সপ্তাহ বিচ্ছেদই তোমাদের যোগ্য শাস্তি।

[প্রস্থান।

সুপ্রভা। হে দেব! আমাকে পরিত্যাগ করুন। আমি আপনাকে প্রতারণা ক'রেছি।

দে, কু। ভদ্রা, তুমি এত সুন্দর! তোমার রূপ-খ্যাতি দেবলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। তোমার এ দেবতা-দুর্লভ সৌন্দর্য্যের কথা শুনে তোমাকে দেখ্‌তে আমি ব্যাকুল হ'য়ে এখানে এসেছিলুম।

সুপ্রভা। তারপর এই কপটচারিণীর কুহকে পড়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছেন। দেবকুমার! আমি সবিনয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা ক'রছি, আপনি এই প্রতারিকা কিন্নরীকে পরিত্যাগ করুন।

দে, কু। না—না, তা কোন? তুমি ত আমায় প্রতারণা করনি আমার অদম্য রূপ-লালসাই আমাকে প্রতারিত ক'রেছে। তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তোমারও এ রূপ দেবভোগ্য। সেই জন্য তোমাকে দেখে আমি তোমার পরিচয় নেবারও অবসর গ্রহণ করিনি। সুপ্রভা! সেজন্য মনে সামান্য মাত্র তুমি ক্ষোভ ক'র না। আমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য পেয়েছি তুমিই আমার প্রিয়তমা দেবী।

ভদ্রা। দেবতা, আপনাকে প্রণাম। আপনার এই উক্তি দেব-মহত্বেরই অনুরূপ। নির্ব্বাসনে যাবার যা দুঃখ তা উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হ'ল। যাবার সময় জেনে চল্‌লুম, আমার প্রিয়সখী তার বাসনার অনুরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হ'য়েছে।

দে, কু। বেশী কথা ক'বার সময় নেই। ওই রাজসহচর ফিরে আসছেন! মাথা হেঁট ক'রে আস্‌ছেন। বুঝলুম রাজা আদেশ প্রত্যাহার ক'রলেন না। না করুন ভয় নেই রাজকুমারী। এই নাও (বক্ষঃস্থল হইতে মণি গ্রহণ) এই মণি নাও। শীঘ্র শীঘ্র কবরীর ভিতরে একে আবদ্ধ কর। যে আকরে বিষ্ণু-বক্ষঃস্থলাশ্রয় কৌস্তভ হয়েছে, এ মণিও সেই আকরে উৎপন্ন। এ মণি মাথায় থাকলে ত্রিলোকের মধ্যে তুমি যেথানে ইচ্ছা বিচরণ ক'রতে পারবে।

সুপ্রভা। দেবতার আশ্রয় পেয়েও আমি মরেছিলুম—এইবারে জীবন ফিরে এলো।

দে, কু। তোমার সঙ্গে যাবার হ'লে আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ ক'রতুম। মনুষ্য-নিশ্বাস-কলুষিত বায়ু স্পর্শে দেবদেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। গিয়ে কোনও ফল হবে না। তোমাকে দেহধারীর ন্যায় সাহায্য ক'রতে পারব না। সেই জন্য যাব না রাজকুমারী।

সুপ্রভা। সে বিষাক্ত নিশ্বাস-বায়ুতে সখী আমাদের বাঁচবে কি ক'রে?

দে, কু। এই মণিই হ'বে জীবনরক্ষক।—এই নাও রাজকুমারী (মণি প্রদান) আমার ভাগ্যের যোগ্য রত্ন আমি লাভ ক'রেছি। তোমাকে যে ভাগ্যবান লাভ ক'রবে, ত্রিভুবনের মধ্যে যেখানেই সে লুকিয়ে থাক্, সে ব্যক্তি যেই হ'ক—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ যেই হ'ক—এমন কি যদি মানুষও হয়, তাকে আমি এইখান থেকেই প্রণাম করি।

সুপ্রভা। না—না—ও আশীর্ব্বাদ ক'রবেন না, নিকৃষ্ট জীব মানুষ—

দে, কু। মানুষ নিকৃষ্ট বটে সুপ্রভা! কিন্তু এই জরামরণশীল নিকৃষ্ট জীব যদি উৎকৃষ্ট হইতে চায়, তা হ'লে সে এমন স্থান অধিকার ক'রতে পারে যে, দেবরাজ পর্য্যন্ত সে স্থানের সন্ধান জানেন না। মানুষ নিকৃষ্ট,—মানুষ আবার শ্রেষ্ঠ। মানুষ মর—মানুষ আবার অমর। সুতরাং রাজকুমারী! তুমি নরলোকে যাবার কথায় ভয় পেয়ো না।

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপ। রাজকুমারী!

ভদ্রা। এই যে ঠাকুর, আমি প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি।

উপ। তোমার পিতার ক্রোধ নিবারণ ক'রতে পা'রলুম না। রাণী অল্প দূরে গিয়েই মূর্চ্ছিতা হ'য়েছেন।

ভদ্রা। মাকে ব'ল সুপ্রভা! আমি প্রফুল্লচিত্তে নিকৃষ্ট অপবিত্র মানুষের দেশে পা দিতে চল্লুম।

ভদ্রার গীত

সখীরে সজল চোখে চেয়ো না।
মরম লয়ে সাথে যাব সুদূর পথে,
বিষাদে মরম ভেঙে দিয়ো না।
মন সে অচেনা দেশে,
আগে যে গেছে ভেসে,
বিরলে ব'সে ব'সে গাহিছে গান,—
এ দূর হ'তে শুনে আমারি আকুল প্রাণ—
রোদনে সে গানে বাধা দিয়ো না।
(মোরে) ভুলে যাও সেও ভালো,
স্মরণে মরণ-গাথা গেয়ো না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মর্ত্ত্যলোক—বিন্ধ্যাচল]

উপগুপ্ত ও ভদ্রা

উপ। ভয় নেই মা! তোমাকে এমন স্থানে রেখে যাচ্ছি, যেখানে মানুষের সমাগম নেই। সম্মুখে বিন্ধ্যাচল। এই বিন্ধ্যাচলের অধিত্যকা। পৃথিবীর মধ্যে হ'লেও এস্থান কিন্নরলোকেরই মত সুন্দর। অদূরে নাগভবন। নাগরাজ চিত্র তাঁর পুত্রকন্যা নিয়ে সেই বিশাল জলাশয়ের ভিতরে বাস করেন। তার ভয়ে কোনও মানুষ এমন কি একটীও হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত এই জলাশয় ভবনের চতুঃসীমার এক ক্রোশের ভিতর আস্‌তে পারে না। নানা জাতীয় ফুল ও ফলের গাছে এস্থান পরিপূর্ণ। তুমি ইচ্ছামত তার ব্যবহার ক'র। কেউ এখানে তোমার স্বচ্ছন্দ বিচরণে বাধা দেবে না।

ভদ্রা। আমার চরণ মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রেছে। আপনার কার্য্য শেষ। আর বিলম্ব ক'রবেন না প্রভু। আপনি আমাকে এইখানে পরিত্যাগ ক'রে চলে যান।

উপ। মা! পরিত্যাগের কথা ব'লে আমাকে মর্ম্মবেদনা দিয়ো না। এ নিষ্ঠুর কার্য্য তোমার পিতা আমাকে দিয়েই নিষ্পন্ন করালেন, এইতেই আমার মর্ম্মভেদ হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রা। • আপনার দুঃখ ক'রবার কারণ নেই। কন্যা হয়ে পিতার ইচ্ছামত কার্য্য ক'রতে না পেরে আমি তাঁর চক্ষে অবাধ্য হয়েছি। সে অবাধ্যতার শাস্তি পেয়েছি। আপনি মাত্র প্রভুর আদেশ পালন ক'রেছেন। তাতে দুঃখ করা আপনার মত বিজ্ঞের কোনও মতে উচিত হয় না।

উপ। মা! এখনও যদি তোমার মনের পরিবর্ত্তন হয়, যদি যোগ্য বরের গলায় মাল্য দিয়া পিতা মাতাকে সুখী ক'রতে চাও, আমাকে বল। আমি এখনি কিন্নরপুরে গিয়া তোমার পিতার ক্ষমার কথা নিয়ে ফিরে আসি।

ভদ্রা। আপনি যান। বিবাহ-বন্ধনে প'ড়ে চিরদিনের জন্য স্বাধীনতা নষ্ট করার চেয়ে এ অবস্থা আমার শতগুণে ভাল।

উপ। বেশ, তাই যদি এখনও মনে কর, তা হ'লে আমি চল্‌লুম।

ভদ্রা। আসুন।

উপ। আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

ভদ্রা। সে আপনার দয়া।

উপ। দয়া নয়, মমতা। ভদ্রা! তুমি আমার কন্যারই মত প্রিয়। তোমাকে একলা এই বিজনদেশে ফেলে রেখে যাব, এই কথা মনে উঠ্‌তেই আমার পা অচল হয়ে আস্‌ছে। কিন্তু কি ক'রব, আমার থাক্‌বার অধিকার নেই। তোমার মা তোমার সঙ্গে থাক্‌তে আমাকে গোপনে অনুরোধ ক'রেছিলেন। কিন্তু তোমার পিতার আদেশ, তোমাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ ক'রেই আমি কিন্নরপুরে ফিরে যাব। পিতা রাজা—শাসনকর্ত্তা। সুপ্রভা তোমার সঙ্গে আস্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিল। সখীরাও আস্‌বার জন্য ব্যাকুল ছিল। কেবল তারা তোমার পিতার শাসনের ভয়ে আস্‌তে পারলে না।

ভদ্রা। কারও আস্‌বার প্রয়োজন নেই। আপনি পিতার আদেশ পালন করুন।

উপ। যদি মনে তোমার কোনও অভিলাষ লুকানো থাকে, আমাকে বল্‌তে পার। এখানে কেউ নেই,—শুধু তুমি আর আমি। যদি তোমার মনের সে বাসনা পূর্ণ করা আমার সাধ্য হয়, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি।

ভদ্রা। আমার কোনও লুকানো বাসনা নেই।

উপ। আমার ওপর কোন অভিমান ক'র না। যদি থাকে আমাকে বল্‌তে সঙ্কোচ ক'র না।

ভদ্রা। আমার কারও উপর কোনও অভিমান নেই।

উপ। ত্রিলোকের মধ্যে যদি কোনও পুরুষকে ভালবেসে থাক—

ভদ্রা। আমি কাউকেও ভালবাসিনি।

উপ। ও কথার অর্থ নেই—সঙ্কোচ ক'র না। যদি কোনও মানুষকে—

ভদ্রা। আমি আজ পর্য্যন্ত মানুষ দেখিনি। দেখতেও আমার অভিলাষ নেই।

উপ। তোমার কথায় আমি আশ্বস্ত হলুম। দেখনি তখন দেখোও না। তোমার পিতা তোমার প্রতি এই কঠোর আদেশ দিয়েছেন মনে ক রে তাঁকে কঠোর মন ক'র না। তোমাকে চির জীবনের জন্য সুখী দেখ বার ইচ্ছাতেই তিনি একটু কঠোরতা দেখিয়ে এ মানুষের দেশে পাঠিয়েছেন। ইচ্ছা তুমি মানুষকে একবার দেখ। দেখে বোঝ আমাদের জাতির সঙ্গে তাদের কত প্রভেদ। বুঝে যখন তোমার মনে মানুষের উপর ঘৃণার উদয় হবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদির উপর তোমার শ্রদ্ধা আসবে। তিনি সত্যনিষ্ঠ। মুখ থেকে তাঁর আদেশ বেরিয়েছে

বলে, তিনি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আদেশ দেওয়ার পর থেকেই তিনি কাতর হয়েছেন। এখন বোধ হয়, তিনি তোমার শোকে শয্যাগত। মা! তোমার স্নেহময় পিতার উপর ক্ষোভ ক'রনা। সপ্তাহ—সপ্তাহ সময় কোনও রকমে এইখানে ধৈর্য্য ধ'রে থাকো। এখানে তোমার কোনও আশঙ্কা নেই। তুমি কিন্নরী। ইচ্ছাপূর্ব্বক ধরা না দিলে, মানুষ তোমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। হিংস্র জন্তু তোমাকে হিংসা ক'র্‌বে না। দুঃখের মধ্যে তুমি একা। এই অপরিচিত দেশে তোমার সঙ্গী হবার যোগ্য একটাও প্রাণী পাবে না। এক সঙ্গী গাছের পাখী, আর সঙ্গী মৃগ। কিন্তু তুমি কিন্নর-রাজকন্যা—জীবনের মধ্যে সাতটা দিন তুমি এই সঙ্গীগুলিকে নিয়ে কালক্ষেপ ক'র্‌তে পার্‌বে না?

ভদ্রা। খুব পার্‌ব।

উপ। একটু তেজস্বিতা! রমণীর পক্ষে একটু বিশেষত্ব!

ভদ্রা। খুব পার্‌ব।

উপ। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হই?

ভদ্রা। নিশ্চিন্ত হ'ন।

উপ। তা হ'লে আমি চললুম।

ভদ্রা। পিতামাতাকে প্রণাম জানিয়ে ব'লবেন, আমি কিছু মাত্র দুঃখিত অথবা ভীত হইনি।

উপ। বল্‌ব রাজকুমারী!

[প্রস্থান।

ভদ্রা। দুঃখ? কিসের দুঃখ এই ত বেশ—সোণার দেশ। তাতে আমি একা! না না একা হ'তে যাব কেন?

গীত

ওই যে কুঞ্জের মাঝে আমার সেটী লুকিয়ে
আছে।
মন চায় তারে আন্‌তে ধ'রে, রাখ্‌তে
বেঁধে বুকের কাছে।
আছি আমি একা শুনে, সে হাসে মনে মনে,
সে আর আমি দুটী প্রাণী আছি এ বিজনে,
এসো হে নিরাশ বঁধু এসো মোর কাছে।
একা থাকা আর ভাল নয়,
ঘরে এসো বেলা গেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজবাটী]

রামাদেবী ও সুধন

রামা। তা'হলে আমি রাজাকে কি বলি ?

সুধন। আমি ত পিতাকে যা বল্‌বার ব'লেছি, আবার তোমাকে ব'ল্‌তে হবে কেন ?

রামা। পুত্রবৎসল রাজা, তোমার মনঃক্ষোভ উৎপাদনের ভয়ে তোমাকে কিছু ব'ল্‌তে পারেন নি। কিন্তু তোমার অসাক্ষাতে তিনি আমাকে ব'লেছেন।

সুধন। কিছু বল্‌তে পারেননিত নয়। তিনি যা বল্‌বার আমাকে সমস্তই ব'লেছেন। যুক্তিতর্কে আমাকে পরাস্ত ক'র্‌তে পারেননি ব'লে তিনি শেষে আমাকে অনুরোধ ক'র্‌তে ক্ষান্ত হ'য়েছেন।

রামা। সে তিনি জানেন, আর তুমি জান। আমাকে যা ব'ল্তে ব'লেছেন, আমি তোমাকে ব'ল্তে এসেছি। বিবাহে অমত ক'র না।

সুধন। মা! বিবাহ ক'রতে আমার কোন মতেই ইচ্ছা হচ্চে না।

রামা। সে কথা তোমার পক্ষে খাটে না। তুমি আমাদের একমাত্র পুত্র। আর যদি আমাদের পুত্র, এমন কি একটী কন্যাও থাক্তো, তা'হলে তোমাকে এত অনুরোধ ক'রতুম না।

সুধন। মা! অতি স্বচ্ছন্দে মনের পরম শান্তিতে কালাতিপাত ক'র্ছি।

রামা। তা আমি বুঝ্তে পারছি। তুমি এটা বেশ জেনো সাধারণ মায়ের মত আমি নই। নিজের সুখের জন্য তোমার শান্তিতে ব্যাঘাত দিতে আমার একটুও ইচ্ছা নাই। পরমাসুন্দরী পরম গুণবতী পুত্রবধু ঘরে আন্‌বো, এনে আমার কন্যাশূন্য গৃহে তাকে মায়ের স্নেহ ঢেলে আদর কর্‌বো, এ আমার বড়ই সাধ ছিল। কিন্তু তুমি যদি তাতে নিজেকে অসুখী মনে কর, নাই বা পূরলো আমার সে সাধ। আমার জন্য নয় সুধন, তোমার জন্য! রাজা তোমা হ'তে তাঁর বংশলোপ দেখতে ইচ্ছা করেন না। তাঁর পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য অন্যের ভোগ্য হবে, এ তিনি কিছুতেই হ'তে দেবেন না। দৃঢ়ভাবে সে কথা তিনি আজ আমাকে ব'লেছেন।

সুধন। বুঝতে পেরেছি মা, তিনি বংশরক্ষার জন্য এই বয়সে আবার বিবাহ ক'র্‌বার অভিলাষ ক'রেছেন।

রামা। তুমি বিবাহ না ক'র্‌লে তিনি বিবাহ ক'র্‌বেন।

সুধন। সপত্নী হ'লে এ পুরীতে তোমার আর এখনকার মত মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

রামা। সুধু মর্য্যাদা কেন সুধন, এ বয়সে তিনি যদি বিবাহ করেন,

তা'হলে স্থির জানি আমি তাঁর সকল স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হব। কিন্তু তাতেও আমার তত দুঃখ হবে না। তোমার বিমাতা হ'লে তোমার প্রতিও আর রাজার স্নেহ থাকবে না। বিশেষতঃ যেদিন থেকে তে বিমাতা পুত্রবতী হবে, সেদিন থেকে স্থির জানবে, সে তোমার এখনকার এই শান্তিময় গৃহে চির-অবস্থিতা কাল-সাপিনী।

সুধন। বুঝেছি। পিতাকে বল—

রামা। বলি তুমি বিবাহ ক'রতে ইচ্ছুক হ'য়েছ? বল সুধন! তুমি সত্যবাদী। তুমি একবার ব'ল্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সুধন। মা! বাবার সঙ্গে আর একবার দেখা ক'র্‌ব। তারপর বক্তব্য ব'ল্‌ব।

রামা। তা'হলে এখনও আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রতে পার্‌লে না?

সুধন। তাইত! পিতা যদি আবার বিবাহ করেন, তাহ'লে তোমার লাঞ্ছনার ত শেষ থাক্‌বে না! তবে একটা কথা! হাঁ মা! পিতার মনোনীত কন্যা যদি আমার মনোমত না হয়?

রামা। তাহ'লে আমিই সে বিবাহে আপত্তি ক'র্‌ব। তাতে যদি তাঁর কোপনয়নে প'ড়ে তোমাকে নিয়ে আমাকে বনে যেতে হয়, তাও আমি যেতে প্রস্তুত আছি।

সুধন। যাও পিতাকে গিয়ে বলগে, আমি বিবাহ ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়েছি।

রামা। সর্ব্বপ্রকারের রত্নের আধার বলেই এই পৃথিবীর নাম বসুন্ধরা। সমস্ত পৃথিবীর ভিতরে তোমার মনোমত একটীও নারীরত্ন পাওয়া যাবে না? তা যদি না পাওয়া যায় তাহ'লে তুমি যদি প্রব্রজ্যা অবলম্বনেও ইচ্ছা কর, আমি সন্তুষ্ট মনে তাতেও তোমাকে অনুমতি দিতে প্রস্তুত রইলুম। [রামাদেবীর প্রস্থান।

সুধন।., তোমার মত করুণাময়ী মায়ের মনে ব্যথা দিতে আমার হৃদয়বলে কুলিয়ে উঠছে না। তোমাকে বিপদ হ'তে মুক্তি দিতে আমিই বিপদকে বরণ করতে বুক বাঁধলুম। বিপদ কি সহজ। শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ ক'রে ভববন্ধনে বদ্ধ হব। শুনেছি বিবাহ কালে হোমের ধূমে চোখের যে জল পড়ে, সেই সময় থেকেই চোখের জল পড়া আরম্ভ হয়। উভয়ে পরস্পর হাতে হাত দিয়ে যে সত্য-গ্রন্থি বাঁধা হয়, তাই হয় বিপদের পথে অগ্রসর হবার সত্যপাঠ স্বরূপ। কিন্তু মাকে—চোখে জল পড়া থেকে, তাঁকে বিপদে পড়া থেকে রক্ষা ক'রতে হ'লে আমার এ বিপদ নিমন্ত্রণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

ধনপতির প্রবেশ

ধন। সুধন! বিবাহে তোমার মত হয়েছে শুনে যেমন সন্তুষ্ট হয়েছি, সেই সঙ্গে তোমার আর একটা কথা শুনে আমি ভীত হয়েছি। আমি যে কন্যা মনোনীত করে দেবো, তা তোমার মনোমত হবে না ?

সুধন। হবে না, এ কথাতো বলিনি। যদিই না হয় ?

ধন। এ কথার মানে কি ?

সুধন। পিতঃ! আপনি বিজ্ঞ নরপতি। এ কথার অর্থ বোঝাত আপনার পক্ষে কঠিন নয়!

ধন। তা বুঝেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভেবেছি যে, যত কন্যাই আমি ভাল মনে ক'রে তোমার জন্য আন্‌বো, সে সমস্তই যদি তোমার চোখে ভাল ব'লে বোধ না হয় ?

সুধন। তা না হ'তে পারে।

ধন। তাহ'লে ?

সুধন। তাহ'লে কি বলুন।

ধন। তাহ'লে কার্য্যতঃ তোমার বিবাহ না কর্‌বার অভিরুচির সমান হচ্ছে। একটা করে মেয়ে আন্‌বো, আর তুমি দেখে ব'ল্‌বে পছন্দ হ'ল না। আমার মরণ কাল পর্য্যন্ত তুমি এই রকম ক'র্‌তে থাক—কেমন? চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না!—আমি বংশলোপ দে'তে পার্‌ব না। আমি তোমার মুখে আজ স্পষ্ট কথা শুন্‌তে চাই। কি ব'ল্‌বে বল।

সুধন। আপনি কি আর একটা বৎসর অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন না?

ধন। কেন অপেক্ষা ক'র্‌ব বল।

সুধন। আমি একবার নিজে অনুসন্ধান ক'রে আসি।

ধন। অনুসন্ধান ক'রে যদি তোমার মনোমত সুন্দরী না পাও?

সুধন। তা'হলে আপনি যাকে বিবাহ ক'র্‌তে বল্‌বেন, তাকেই বিবাহ ক'র্‌ব।

ধন। এক বৎসর! বড় দীর্ঘ সময়।

সুধন। কিন্তু আমার পক্ষে এ অতি অল্প সময়। এ সময় মধ্যে আমি পৃথিবীর শতাংশও ভ্রমণ ক'র্‌তে পার্‌ব কি না সন্দেহ।

ধন। পৃথিবী ভ্রমণ ক'র্‌বে কি!

সুধন। আমার ঘরের পার্শ্বে কে সুন্দরী আমার অপেক্ষায় বসে আছে পিতা!

ধন। কেউ থাক্ না থাক্, তোমাকে পৃথিবী ভ্রমণ ক'র্‌তে দিতে পার্‌ব না।

সুধন। তাহ'লে কি ঘরে ব'সে অনুসন্ধান ক'র্‌তে বলেন?

ধন। তা যদি ক'র্‌তে পার তা হ'লে ত আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

রামাবতীর প্রবেশ

সুধন। মা! তোমার ভাবী দুর্ভাগ্যের প্রতিকার মানসে আমি বিবাহ ক'র্‌তে চেয়েছিলুম। কিন্তু—

রামা। আমি শুনেছি। মহারাজ! এক বৎসর সময় কি আপনি পুত্রকে ছেড়ে দিতে পারেন না?

ধন। ও! তুমি কি নিষ্ঠুরা! এক বৎসর? এক মাস পারি না। সপ্তাহমাত্র সময় দিতে পারি। এর অতিরিক্ত সময় আমি কোন মতেই দিতে পারি না। শোন সুধন—তোমার গর্ভধারিণী এসেছেন ভালই হয়েছে—আমি ওঁরই সম্মুখে তোমাকে বলছি, সাতদিন মাত্র সময় আমি তোমাকে দিলুম। এই সময়ের মধ্যে তুমি যাকে ভালবাস নিয়ে আস্‌বে, তাকেই আমি পুত্রবধূ ক'রে নেব। না পার, যাকে আমি বিবাহ ক'র্‌তে বলব, তাকেই তোমাকে স্ত্রী ব'লে নিতে হবে। না নাও, আমার যা কর্‌বার তা আমি কর্‌বই। কারও চোখের জলে আমি এই সাধের রাজ্য যাকে তাকে দিয়ে যেতে পার্‌ব না।

[প্রস্থান।

সুধন! মা! শুন্‌লে?

রামা। আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। তোমাকে আর বলবার কিছু নেই।

সুধন। আমি এখন কি কর্‌ব?

রামা। তোমার যা অভিরুচি।

সুধন। বল্‌তে বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি সব দেখ্‌তে পাচ্ছি, পিতার মনে দুর্ব্বাসনা জেগেছে।

রামা। আমিও তাই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। সুতরাং সুধন! তোমাকে আমি প্রতিশ্রুতির সকল দায় থেকে নিষ্কৃতি দিলুম।

সুধন। না—না—তা হতেই পারে না। এতকাল পরে তুমি সপত্নীর জ্বালায় জর্জ্জরিত হবে ?

রামা। আমার অদৃষ্টে যদি তাই থাকে, তুমি কি তা রোধ কর্‌তে পার্‌বে ? আমার নিজের জন্য তত দুঃখ নেই। বাপ ! আমার বিশেষ দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্য। তুমি তোমার পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে। আজই তার নিদর্শন দেখতে পেলুম। এর পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে তিনি কখন এরূপ নির্দ্দয়ভাবে কথা কন নি।

সুধন। আমার জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তা ক'র না। আমি ক্ষত্রিয়-পুত্র। নিজেকে সঙ্গী ক'রে আমি পৃথিবী পর্য্যটন কর্‌তে সমর্থ। সুখ দুঃখ তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সমান জ্ঞান করি। আমার চিন্তা তোমার জন্য। সহসা পিতার মনোভাবের এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হ'ল বল্‌তে পারি না। তবে যে কারণেই হ'ক না কেন, আমি সহজে তাঁকে দারুণ গর্হিত কাজ করবার অবকাশ দেব না। পিতা সপ্তাহ সময় দিয়ে গেছেন তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সপ্তাহের ভিতরে যদি আমার মনোমত ভার্য্যা না পাই, সপ্তাহ পরে পিতা যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চাইবেন, তাকেই আমি বিবাহ কর্‌বো। সে যদি কুরূপা গুণহীনা হয়, তবু আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ কর্‌ব।

রামা। না—না সুধন ! আশৈশব বৈরাগ্যবান্ হয়েও শুধু জননীকে তার ভাবী দুরবস্থা থেকে রক্ষা কর্‌তে করুণাময়, তুমি নিজের পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্‌তে সঙ্কল্প কর্‌লে ! আমি কায়মনোবাক্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সর্ব্ব-সুলক্ষণা—তোমারই মত বৈরাগ্যবতী পত্নী লাভ কর। স্বর্ণশৃঙ্খল চরণে না জড়িয়ে রত্নমালার মত সে তোমার গলদেশ বেষ্টন করুক। সেই দেব-নিবেদ্য মালার উজ্জ্বলতায় তোমার সংসারের অন্ধকার দূর হ'ক।

সুধন। (প্রণাম) এই আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে বাহির হই—অনু-মতি কর মা।

রামা। এখনি যাত্রা ক'র্‌বে ?

সুধন। বৎসরের অংশ দিন। দিনের অংশ দণ্ড। মা সময় চলে যাচ্ছে।

রামা। স্বামী ও দেবতার আশীর্ব্বাদী পুষ্প নিয়ে যাও।

তৃতীয় দৃশ্য

[পার্ব্বত্য-পথ]

নাগরিকাগণ—গীত

সে নাকি বড়ই সুন্দরী শুনে এলেম
　　　　লোকমুখে।
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা (কেউ)
　　　　দেখেনি কো তবু চোখে।
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা
　　　　কিবা মুখ চোখ নাক্।
চোক চেয়ে দেখা পরের কথা
　　　　চোখ বুজে দেখে তাক্।
তার চলন বলন ধরণ ধারণ
　　　　বুঝে নেবে আঁচে আঁচে।

(যদি) চোখ দিয়ে শোন কাণ দিয়ে দেখ
তবু যেয়োনাকো কাছে ।
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা
দেখে কেউ ফিরেনাকো ।
আর 'আহা কিবা' কাজ নেই বাবা
মাথা গুঁজে ঘরে থাকো ॥

[গীতান্তে প্রস্থান ।

পথিকদ্বয়ের প্রবেশ

১ম, প । ঠিক শুনে এসেছ ?

২য়, প । আমাকে শুনার কথা বলছ কেন ভাই ? তুমিও একটু এগিয়ে যাও যাকে সুমুখে পাও, তাকেই জিজ্ঞাসা কর ।

১ম, প । তাহ'লে এ পথে চলা ফেরাত বড়ই বিপজ্জনক হয়ে পড়্‌লো ।

২য়, প । বিপজ্জনক কি ! একটু এগিয়ে দেখ, লোকে ঘর বাড়ী ছেড়ে সব নগরে পালিয়েছে । পথে একটা মানুষেরও চলাচল নেই

১ম, প । তাহ'লে এ পথে আর একটুও এগুনো ত উচিত নয় ।

২য় প । সে তুমি ত বোঝ আমি । এইখান থেকেই ফিরলুম !

তৃতীয় পথিকের প্রবেশ

৩য়, প । ওরে বাবা ! হাতি খাচ্ছে—হাতী খাচ্ছে ।

২য়, প । বল কি ! হাতী পর্য্যন্ত খেতে সুরু করলে ।

৩য়, প । সুরু কি—এতক্ষণে শেষ করলে । হাতীর সমস্তটা প্রায় পেটের ভিতর ঢুকে গেছে । বাকী কেবল শুঁড় । গো-বেচারী প্রাণের দায়ে কেবল সেই শুঁড় নেড়ে কাকুতি মিনতি ক'রছে ।

১ম, প । নিজের চোখে দেখেছ ?

৩, প। আঃ! তোদের বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু নেই। রাক্ষসীর কি গলা টলা থাকে! শুধু হাঁ করছে, আর হাতী, ঘোড়া, মোষ, বরা সব পেটের ভতর ঢুকে যাচ্ছে।

১ম, প। এ সব শোনা-কথা।

২য়, প। আরে মুখ্খু! কথা শোনাই হ'য়ে থাকে।

৩য়, প। তুমিই ঠিক বুঝেছ। বড় বড় ব্যাপার যত সব শোনা কথা। এ ওর মুখ থেকে শুনেছে, ও তার মুখ থেকে শুনেছে, সে আবার আর একটা মুখ থেকে শুনেছে।

৩য়, প। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ। কেবল যে দেখেছে, সেই বেঁচে নেই।

১ম, প। মানুষ খাবার কথা শুনেছ?

৩য়, প। এখনও শুনিনি বাবা! এইবারে শোনবার মত হয়েছে। তুমি যে রকম বুদ্ধিমান, রাক্ষসী হাতী খেয়ে এইবারে তোমাকে দিয়ে মুখশুদ্ধি করে দেখছি। কি ভাই! তুমিও মুখশুদ্ধি হ'তে চাও, না আমার মত পালাতে চাও।

২য়, প। না ভাই, আমি পালাতে চাই।

সুধনের প্রবেশ

সুধন। হাঁ বন্ধু, তোমরা বল্‌তে পার এইখানে আমার ঘোড়া ছিল, সেটি কোথায় গেল?

২য়, প। কি বল্‌লে?

সুধন। দারুণ পিপাসার্ত্ত হয়েছিলুম। তাই ওই বৃক্ষতলে ঘোড়া বেঁধে আমি নিকটস্থ এক জলাশয়ে জলপান কর্‌তে গিছ্‌লুম। ফিরে এসে দেখি ঘোড়া নেই।

৩য়, প। বাপ ! এই হাতী—সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘোড়া !

[পলায়ন।

(প্রথম ও দ্বিতীয় পথিকের তৃতীয়ের অনুসরণ)

সুধন। এ কি ! তোমরা এ কথা শুনে পালাচ্ছ কেন, ভাই।

২য়, প। আমাদের বাড়ীতে এসো—সেইখানে বল্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুধন। এ কি রকম হ'ল ! ঘোড়ার কথা শুনে পালালো কেন ? এত বড় রাজপথ—কিন্তু পথিকশূন্য। এরই বা মানে কি ? যা দু'একজনকে দেখ্‌লুম, তারা যেন কোন আসন্ন বিপদের ভয়ে একটা কথা কইতে না কইতে, এক রকম চোখের পালট না ফেল্‌তে ফেল্‌তে পালিয়ে গেল ! ওদের এরূপ আচরণের অর্থ কি ! যাক্‌, অর্থ বোঝবার আর সময় নাই। সময় থাক্‌লেও উপায় নেই। এ পথে লোক চলাচলের লক্ষণ দেখ্‌ছি না। আর ঘোড়া না পেলে আমারও চলা এইখান থেকেই শেষ। একদিনে ঘোড়ায় চ'ড়ে যতটা এসেছি, এইটুকু পদব্রজে ফিরতে আমার পাঁচদিনের কম লাগ্‌বে না। মাঝে শুধু একদিন। এই এক দিনের ভিতরে যদি আমার মনোমত কোন কুমারীর সন্ধান পাই, এবং আমি যদি তার মনোমত হই, তবেই আমার গৃহত্যাগ সার্থক হয়। দুরাশা—দুরাশা। এ কি ! এ কি ! অদ্ভূত ব্যাপার ! এ অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধ্বনি কোথা থেকে উঠ্‌লো !

[নেপথ্যে সঙ্গীত।

উৎপল ও মকরীর প্রবেশ

মকরী। আশা মিটলো ত—এইবার ঘরে চল। ভগবান না খাইয়ে মার্‌বে না। যেমন ক'রে হ'ক পেটের খোরাক মিল্‌বেই।

উৎ। আর মিলছে। তুই ঘরে যা।

মকরী। আর তুই ?

উৎ। আমি আর ঘরে যাবো না। ওই রাক্ষসীর মুখে মাথা দেবো।

মকরী। বলিস্ কি ! তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখ্‌তে পাই।

সুধন। হাঁ ভদ্রে ! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব ?

মকরী। এ কি ! সোনার বরণ ননীর দেহ নিয়ে—এ সর্ব্বনেশে স্থানে কে তুমি বাছা ?

সুধন। কে আমি ত বলব না মা !

মকরী। আর ব'ল্‌তে হবে না বাবা, বুঝেছি—উঠে পড়, উঠে পড়।

সুধন। কেন উঠ্‌বো ?

মকরী। এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে ! এ মিন্‌সের মত তোমাকেও টেনেছে দেখছি।

সুধন। কিসে টেনেছে ?

মকরী। সে আর এখানে জান্‌তে হবে না। জানবার ইচ্ছা হয়, আমাদের সঙ্গে এসো। পথে বল্‌তে বল্‌তে যাই। ও হাড়হাভাতে—ওর হাড়ে মাস নেই, বাড়ে মাটি নেই। মাসের অর্দ্ধেক দিন ওর পেটে অন্ন জোটে না। আজ তিন দিন ত একরূপ অনাহার। ও মনের ক্ষোভে মরণের মুখে যেতে পারে। তুমি সোনার চাঁদ—তোমার চেহারায় লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠ্‌ছে। তোমার মনে ওরূমত মরবার সাধ হয়েছে কেন ? উঠে এসো—উঠে এসো।

সুধন। আমার মর্‌বার সাধ হয়েছে এ কথা তোমাকে কে ব'ল্লে ?

মকরী। চোখে দেখ্‌ছি, আবার ব'ল্‌বে কে ? চোখে দেখ্‌ছি তুমি ব'সে আছ ; ফেল ফেল ক'রে পথের পানে চেয়ে আছ—উঠ্‌তে বল্‌লে

উঠ্‌ছ না—এ কি আর কাউকে ব'ল্‌তে হয়? উঠে এস—এস। নে হতভাগা! তুইও আয়।

উৎ। নারে মাকুড়ী, আমাকে আর ফির্‌তে বলিস্‌ নি। ঘরে গিয়ে না খেয়ে দগ্ধে মরার চেয়ে রাক্ষসীর মুখে মাথা পূরে দিয়ে মরা ভাল।

সুধন। না খেয়ে মর্‌বে কেন বাপু!

উৎ। কেন বলতে আর দম নেই প্রভু! তোমাকে দেখে কোনও ভাগ্যবানের পুত্র ব'লে বোধ হচ্ছে।

সুধন। তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। আমি ভাগ্যবানের পুত্র বটে, কিন্তু নিজের ভাগ্যটা ভাল কি মন্দ আমি এখনও বুঝতে পার্‌ছি না।

মকরী। আমার কথা শুনে যদি উঠে এস, তাহ'লেই তোমার ভাগ্য ভালো! না এস ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে।

সুধন। কেন আমাকে বুঝিয়ে বল।

মকরী। না উঠ্‌লে এ ননীর অঙ্গ রাক্ষসীর পেটে যাবে।

সুধন। রাক্ষসীর পেটে যাবে! মানে কি? আমি একটু আগে এক অদ্ভুত গান শুন্‌লুম।

উৎ। শুনেছ?

সুধন। এমন সুমিষ্ট গান আমি কখন শুনিনি।

উৎ। তবে আর কি আমার সঙ্গী জুটেছে—বউ। তুই একা পালিয়ে যা।

মকরী। না না! আমি প্রাণ থাকৃতে তোকে যেতে দেবো না।

উৎ। না দিবিনি—বাড়ীতে গিয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌ব? তার চেয়ে একেবারে রাক্ষসীর পেটে ঢুকে নিশ্চিন্ত হই। নাও প্রভু, মর্‌ত্তে ইচ্ছা আছে? তাহলে আমার সঙ্গে এসো।

সুধন। মরতে ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা না ক'র্‌লেও যে আপনি আসে তাকে আবাহন ক'র্‌তে নেই।

উৎ। তা হ'লে তুমি আমার পরিবারের সঙ্গে যাও।

সুধন। আর তুমি ?

উৎ। আমি রাক্ষসীর মুখে যাই।

সুধন। যার গান শুন্‌লুম ওই কি রাক্ষসী ?

উৎ। ভয়ঙ্কর রাক্ষসী। দিন দুই তিন বনে এসেই বনের সমস্ত হরিণগুলো খেয়ে ফেলেছে।

সুধন। মিছে কথা, তোমরা অজ্ঞ। কোন দুষ্ট ব্যক্তি তোমাদের এই কথা শুনিয়েছে।

মকরী। তবে ও রাক্ষসী নয় ?

সুধন। রাক্ষসী কি ? এ যুগে রাক্ষসীর অস্তিত্ব নেই।

উৎ। মিছে কথা ? তিন দিনের মধ্যে সে বনের সমস্ত জন্তু পেটে পূরে বন উজোড় ক'রে ফেল্‌লে।

সুধন। ও সব মিছে কথা। আর যদি থাকে, তার গলা থেকে, এমন অদ্ভুত সু-স্বর বাহির হয় না।

উৎ। আর আমি যে তিন দিনের ভিতর একটা জন্তু শিকার কর্‌তে পার্‌লুম না। শিকার দূরে থাক্‌, এ তিন দিনের ভিতরে হরিণের একটা পায়ের দাগও দেখ্‌তে পেলুম না।

সুধন। হরিণ সঙ্গীতপ্রিয়। ওই গান শুনে তারা সব সেইখানে উপস্থিত হয়েছে।

মকরী। সে তবে কি ?

সুধন। কি তা জানি না। তবে জান্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো। এখন বল দেখি, তোমরা খেতে পাওনি, কি বল্‌ছিলে ?

উৎ। কেন প্রভু, তুমি কি আমাদের দুঃখ দূর ক'র্‌বে?

সুধন। যে যার দুঃখ নিজে না দূর ক'র্‌লে, অন্যের সাধ্য নাই। আমি তোমাদের কিছু অর্থ সাহায্য ক'র্‌তে পারি মাত্র।

উৎ। তা হ'লে একে দাও।

সুধন। আর তুমি?

উৎ। আমি অদ্যাবধি কারও কাছে ভিক্ষা নিই নি।

সুধন। না নাও, নিকটে কোনও বিনিময়ের দ্রব্য থাকে দাও। আমিও যখন জেনেছি, তখন ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তোমাদের আমার কাছ থেকে যেতে দেবো না। কাছে কোন বস্তু থাকে আমাকে দেখাও। আমি তার মূল্য তোমাকে দান করি।

মকরী। এত দয়াবান্ তুমি কে?

উৎ। (থলির ভিতর হইতে ক্ষুদ্র জাল বাহির করিয়া) প্রভু এক বেচ্‌বার জিনিষ এই আছে।

সুধন। ও কি?

উৎ। কি তা জানি না! তবে এ আমার বাপের কাছে পাওয়া সম্পত্তি।

সুধন। বেশ, ওই সামগ্রীই আমাকে বিক্রয় কর।

উৎ। এ জালের দাম কি দেবে?

সুধন। আমি ত এর মূল্য জানি না। তুমি কি চাও বল।

উৎ। তা হ'লে এর ইতিহাসটা যে তোমাকে শোনাতে হয় প্রভু! তাইতে তুমি নিজেই একটা দাম ঠিক করে দাও।

সুধন। বল।

মকরী। আবার ইতিহাস! যে ক'খানা হাড় গুঁড়ো হ'তে বাকি আছে, এইবারে তা যায়।

উৎ। আরে না করুণাময়ের মুখ দেখে বুঝ্তে পার্‌ছিস্ না? এখানে লাঞ্ছনার ভয় নেই।

সুধন। কোনও ভয় নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

উৎ। আমাদের দয়াবান্ রাজার রাজ্যে চিত্র ব'লে এক নাগরাজা বাস করেন। তিনি থাকার দরুণ রাজ্যে কখনও অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হয়নি। এই জন্য প্রজাদের কখন শস্যহানি হয় নি। কিন্তু এ রাজ্যের পাশে আর এক রাজ্য আছে। সেখানে সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষ লেগে আছে। সে রাজ্যের রাজার নাম মহেন্দ্রসেন। নাগরাজ থাকবার জন্য এখানকার প্রজারা সুখী আছে জেনে, ঈর্ষায় তিনি তাকে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করেন। এখান থেকে বেশী দূর নয়, এই বিন্ধ্যাচলের গায়ে প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। নাগরাজ সেই হ্রদের মধ্যে বাস করেন। রাজা মহেন্দ্রসেন তাকে ধ'রে মেরে ফেলবার জন্য সাপ ধরবার মন্ত্র জানা এক সাপুড়েকে সেই হ্রদের ধারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে এসেই নাগরাজকে মন্ত্র দিয়ে আকর্ষণ ক'রে দলবল সমেত নাগরাজকে উপরে তুলে এনেছিল। ভাগ্যবশে সেই সময় আমার বাপ সেইখানে এসে উপস্থিত হয়। সাপুড়ে নাগরাজের গলা ধ'রে যেমন তাকে মেরে ফেল্‌তে যাবে, অমনি বাবা পিছন থেকে এক তীর ছুঁড়ে সাপুড়েকে মেরে ফেলেছিলো।

সুধন। এ যে অদ্ভুত ইতিহাস শোনালে ভাই!

উৎ। প্রাণের বদলে নাগরাজ বাবাকে এই জাল দিয়েছিল।

সুধন। এর নাম কি বলেছিলে?

উৎ। বলেছিল অমোঘ-পাশ।

সুধন। এ পাশের গুণ কিছু বলেছিল?

উৎ। বাবাকে হয় ত বলেছিলে। কিন্তু বাবা আমাকে বলেনি।

মৃত্যুকালে বাবার বাক্যি হ'রে গিয়েছিল। বাবা ইসারা ক'রে কি বলেছিল আমি বুঝ্‌তে পারি নি।

মকরী। গুণের কথা আর বলবার দরকার নেই বাবা। এ পোড়া মাকড়সার জালের অশেষ গুণ। শুন্‌লে তুমি ভয় পাবে।

উৎ। তুই চুপ কর। আমাদের কথাবার্ত্তা এখন গম্ভীর হচ্ছে।

মকরী। আর তোর গম্ভীর হ'য়ে কাজ নেই। ও পোড়া জালের কথা আর বেশী কইলে দয়াময়েরও মেজাজ গরম হ'য়ে উঠ্‌বে। এখানেও কি ঠ্যাঙ্গানি খেয়ে মরবি ? এই ত এক প্রস্তুত খেয়ে এলি। খেয়ে অভিমানে রাক্ষসীর মুখে মাথা দিয়ে মর্‌তে যাচ্ছিলি ! ও বাবা, তুমি জাল গাছটা নাও। নিয়ে দয়া করে কিছু দিতে হয় দাও।

সুধন। না না, এর গুণের কথা কিছু বল। শুন্‌তে আমার কৌতূহল হচ্ছে।

উৎ। তুমিও যেমন প্রভু, ও হাড় হাভাতে বেদের মেয়ে—ও এর গুণ কি জান্‌বে ?

মকরী। খুব জানি। যেদিন থেকে ওই পোড়া জাল ঘরে এসেছে, সেইদিন থেকে বাড়ী থেকে মা লক্ষ্মী চলে গেছে। চালে খড় নেই, দোরে বাতা নেই, বাড়ে মাটী নেই ; আর পেটে—কি অবস্থা বাবা, তা এই মুখ-পোড়ার চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছ ! গুণের কথা আর বেশী কি বল্‌ব—আজকে রাজবাড়ীতে ওই জাল বেচতে গিয়ে (উৎপল মকরীর মুখ চাপিয়া ধরিল) বাবা এই (হস্তদ্বারা প্রহারের ইঙ্গিত)।

উৎ। আরে ম'ল—থাম্।

সুধন। বুঝতে পারছি—তোমার স্বামী রাজবাটীতে লাঞ্ছনা পেয়েছে।

মকরী। লাঞ্ছনা ? সেকি যেমন তেমন ? ওই পোড়া জালের জন্ত মার্। মার্ খেয়ে মুখপোড়া অভিমানে মর্‌তে যাচ্ছিল। তুমি যে এখনও

এ জালের গুণ কেন বুঝিয়ে দিচ্ছ না, এইতেই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্চি বাবা! তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে তুমি মানুষ নও।

সুধন। কি অপরাধে তোমাকে প্রহার ক'র্‌লে?

উৎ। ওর কথা শোনেন কেন? ওর মাথা খারাপ হয়ে আবল-তাবল ব'কছে।

মকরী। আমি কি মিছে কইলুম? বল্, দেবতার পা ছুঁয়ে বল্।

উৎ! যে ইতিহাস তোমাকে বল্লুম, এই ইতিহাস শুনে—

সুধন। বুঝেছি, রাজা বিশ্বাস ক'র্‌লেন না।

মকরী। আমার শ্বশুর, একটা নীচ বেদে, দেশকে আকাল থেকে বাঁচিয়েছে, একথা কি কোন মানুষে বিশ্বাস ক'রতে পারে দেবতা?

সুধন। তুমি এর কত মূল্য ঠিক ক'রেছ?

উৎ। লাখ টাকা হয় দিতে পারি।

সুধন। বড়ই অল্প মূল্য—

উৎ। আর অল্প। ঐ পেলেই এখন খেয়ে বাঁচি।

সুধন। তোমার এ পাশ অমূল্য। এ হ'তে একদিন সারা দেশের কল্যাণ হয়েছে। এর যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া আমার সাধ্য নাই। রাজারও নাই।

উৎ। ও বউ! এ দেবতা বলে কি!—

মকরী। মার্ দেবার সূচনা করছে! গতিক ভাল নয়—পালিয়ে আয় মিন্‌সে পালিয়ে আয়। একজন এর দাম কাণাকড়ি দিতে চেয়েছিল। কেবল এক জেলে এক সের পুঁটিমাছ দিতে চেয়েছিল। তার পর কেউ কাণ মলা দিয়েছে, কেউ ঠোনা, কেউ চড়—রাজার বাড়ী বেদম মার। দেবতা এইবার গলাটিপে মেরে ফেল্‌বে। পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।

সুধন। না মা, চঞ্চল হয়ো না। তারা কেউ এর মূল্য জান্‌তো না।

অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে তোমার শ্বশুর এই পাশ পেয়েছিল। সত্য সত্যই এ অমূল্য। আবার গান! হ্যাঁ—এর জন্য তোমাদের আমি লক্ষ টাকা দিতেই প্রতিশ্রুত হচ্ছি। আপাততঃ এই নাও। (মুদ্রার থলিয়া প্রদান)।

উভয়ে। য়্যাঁ!

সুধন। সম্পূর্ণ দিতে এখনও আমি অশক্ত। আমি চললুম। যতদিন পর্য্যন্ত না অবশিষ্ট অর্থ দিতে পারি, ততদিন ও সামগ্রী তোমার কাছেই রইল।

উৎ। লাখ টাকা কি এর চেয়ে বেশী।

সুধন। আর নিরেনব্বুইটে এই রকম থলে হ'লে তবে লাখ টাকা হবে।

উভয়ে। য়্যাঁ! (ভূমিতে উপবেশন)।

সুধন। আবার গান! এ কি মধুর গান! কে গাইছে? কোথায় গাইছে? (নেপথ্যে গীত)

উৎ। দেবতা! দেবতা! একবার দাঁড়াও—একবার দাঁড়াও। আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মকরী। আমারও গুলিয়ে গেছে।

উৎ। দেবতা! তুমি যদি সুমুখে না দাঁড়িয়ে থাকতে তা হ'লে আমি পাগল হ'য়ে যেতুম। বল করুণাময় তুমি কে?

সুধন। সে কথা জান্‌বার প্রয়োজন কি? বেশ জানতে হয়, যেদিন তোমাকে অবশিষ্ট মুদ্রা দেব, সেই দিন জানাবো, ভাল কথা, ভুলে যাচ্ছিলুম তোমাদের নাম ও স্থান আমাকে বলে দাও।

উভয়ে। ঐ চরণ—নাম ধাম—আমাদের যা কিছু—উঃ লাখ টাকা এত?

সুধন। নাম ধাম বল্‌বে না?

উৎ। এই রকম আর নিরানব্বইটি থলে? হি হি হি—

সুধন। নাম ধাম বল্‌বে না?

উৎ। মাকুড়ী তোর নাম ধাম মনে আছে? হি হি হি—

মকরী। নাম লাখ, ধাম টাকা। উঃ! হি হি হি—

সুধন। (স্বগতঃ) যাক্—আমি এর পর জেনে নেবো।

[প্রস্থান।

দ্বৈত্যগীত

উৎ। কাঁদি কি হাঁসি ও প্রেয়োসী
মাথাটা ঘুরে গেল॥

ম। তোমারি কি একা শুধু,
আমারও যে বঁধু
তোমারই দশা হোল।

উৎ। কি যে করি কোথা যাই
মাথায় আসছে না ছাই
মনে হয় ভুড়কি লাফ লাফাই।

ম। (তবে) হাত পা ভেঙে হওগে আড়
ভূতে এসে ধরুক ঘাড়
টাকা তোমার শয়ে দেব,
বলে কি এ—আরে মোল॥

উৎ। এস তবে মুখো-মুখি
প্রাণ ভরে যে যারে দেখি।

ম। এ কথাটা মন্দ কি
লাগ্‌লো কানে ভালো।

উভয়ে। (তবে) গুটি গুটি হাঁটি হাঁটি
ডেরায় ফিরে চলো॥

চতুর্থ দৃশ্য

[বিন্ধ্য-পর্ব্বত—পথ]

সুধন

সুধন। কই! কে কোথায়? চারিধারে বায়ুতরঙ্গে ঘুমের আবেশ মিশিয়ে, এই যে এখানে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস উঠ্‌ছিল। কিন্তু কই! এই বিপুল অধিত্যকা-প্রান্তরের মধ্যে কাউকেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। গান শুনেছি, মিছে নয়। চারিদিকে মৃগ নিষ্পন্দ দাঁড়িয়ে সে সঙ্গীতের প্রস্রবণ পানে চেয়েছিল—দেখেছি ত মিছে নয়! কে তুমি? অধিত্যকা-শরে অপূর্ব্ব সুরে দিগন্ত ভাসাচ্ছিলে কে তুমি?

বঙ্কলায়নের প্রবেশ

গীত

"অভয়ার অভয় পদ কর মন সার।
ভবভয় সব দূরে যাবেরে তোমার॥
অকর্ম্ম জনিত ভয়
যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হারা তারা নামে পাইবে নিস্তার।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন
হেলায় হারালে দিন
এখন, কর বিধান মন রে আমার।
আদিভূতা সনাতনী চরণ কররে ধ্যান
না হইও অকিঞ্চন, আকিঞ্চনে বদ্ধ আর!"

বল্ক। কে তুমি বৎস! মানুষের অগম্য এই বিন্ধ্য বনভূমিতে, এই ভীষণ নাগভবনের সমীপে একাকী বিচরণ কর্ছ?

সুধন! (প্রণাম) হে সাধু! আমি জন্মাবধি কখন হিংসা করিনি সুতরাং কোন জীব হ'তে আমারও হিংসার ভয় নাই।

বল্ক। তা হ'লে হে ছদ্মবেশী মহাপুরুষ—(প্রণামোদ্যোগ)।

সুধন। না—না মহাভাগ। এ ভৃত্য আপনার দাসানুদাস। আমি রাজা ধনের পুত্র। আমার নাম সুধন।

বল্ক। এখানে একাকী এমন অবস্থায় কেন এসেছ কুমার?

সুধন। হে মুনি, আপনি সর্ব্বজ্ঞ!

বল্ক। গানের আকর্ষণে এসেছ?

সুধন। অপূর্ব্ব সঙ্গীত—জীবনে কখনও শুনিনি।

বল্ক। মানবীর নয়।

সুধন। তা হ'লে এখানে এসে তার আনন্দ সম্ভোগে ব্যাঘাত দিয়ে অন্যায় করেছি।

বল্ক। তোমার আগমনেই তার গানের গতি রোধ হয়েছে।

সুধন। অন্যায় করেছি—

[প্রণামান্তর প্রস্থান। উৎপলের প্রবেশ।

বল্ক। আজীবন কঠোর তপস্যায় এখনও পর্য্যন্ত আমি যে সম্পত্তি সম্যক্ অর্জ্জন করতে পারিনি, সেই অহিংসাবৃত্তি জন্মের সঙ্গে তুমি অর্জ্জন ক'রেছ। হে যুবকবেশী মহাপুরুষ। আমিও প্রণাম করি।

উৎ। ও হরি! বাবাঠাকুর—তুমি?

বল্ক। কেও—উৎপল?

উৎ। আজ্ঞে—চিন্তে পারছো না? তুমি এইখানে ব'সে ব'সে শাঁকচুর্ণীর গান ধ'রে পৃথিবীর লোককে ভয় দেখাচ্ছ?

বঙ্ক। কি রকম?

উৎ। আর রকম! তোমার গানের ঠেলায় দেশের লোক ঘর বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে।

বঙ্ক। বল কি! আমার গানে?

উৎ। একবার নীচেয় নেমে গ্রামে ঢুকে দেখে এসো না। তোমার যে বাঁধা সুর আছে, তাইতেই গাও—মাঝখান থেকে শাঁকচুরণীর সুর ধরেছিলে কেন?

বঙ্ক। সে গান আমি গাইনি উৎপল!

উৎ। তুমি নও?

বঙ্ক। না—নরকণ্ঠ থেকে সে মধুময়ী স্বরলহরী বাহির হয় না।

উৎ। কে তবে প্রভু?

বঙ্ক। কিন্নরী।

উৎ। কিন্নরী!—

বঙ্ক। কিন্নরী শুনে শিউরে উঠ্‌লে কেন উৎপল। কিন্নর নিরীহ দেবযোনি। কিন্নর-কামিনী আরও নিরীহ। শুধু রূপ আর সুকণ্ঠ তার সম্বল।

উৎ। বটে—বটে! তাকে ধরা যায় না?

বঙ্ক। নিরীহ শুনেই বুঝি ধর্‌তে ইচ্ছা হল?

উৎ। (হাস্য) বাবাঠাকুর! তুমি অন্তর্যামী। তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন ক'র্‌লে কেন? আমি হীন ব্যাধ। কিন্নরী ধরবার কথা আমি কি স্বপ্নেও মনে আন্‌তে পারি! আমার জান্‌বার ইচ্ছা, মনুষ্য-লোকে কেউ কি কিন্নরী লাভ ক'র্‌তে পারে না?

বঙ্ক। অমোঘ নামক পাশ যার হস্তগত আছে, সেই কিন্নর কন্যাকে লাভ ক'র্‌তে পারে।

উৎ। বাবাঠাকুর—বাবাঠাকুর!—এখানে তুমি কতক্ষণ থাক্‌বে?

বল্ক। হঠাৎ অমন উল্লাসের ভাব দেখালে কেন?

উৎ। আজ্ঞে বাবাঠাকুর, তোমার পদসেবা করা আমার পৈত্রিক বৃত্তি। একবার ব'স—অনেক দিন এ অভয় চরণের কাছে ব'স্‌তে পারিনি। আজ একবার তার প্রাচিত্তির ক'রে নি।

বল্ক। তোমার উল্লাস দেখে আমার বোধ হচ্ছে অমোঘ পাশ তোমার কাছে আছে।

উৎ। (পদ ধরিয়া) বাবাঠাকুর! আকাশে যেমন কিন্নরী আছে, মাটিতেও তেমনি মানুষের মূর্ত্তি ধ'রে দেবতা আছে।

বল্ক। আমি তাকে দেখেছি।

উঃ। দেখেছ—দেখেছ? বাবাঠাকুর দেবতা এখানে এসেছিল?

বল্ক। এসেছিল। কিন্নরীর সঙ্গীতাকর্ষণে এসেছিল। আমার কাছে প্রকৃত কথা শুনে, হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

উৎ। বাবাঠাকুর! করুণাময় দেবতা আমাকে অনাহারে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছে। আমি বেঁচে কিন্তু দেবতার পায়ে একটি ফুল পর্য্যন্ত অঞ্জলি দিতে পারি নি। এই—এই—একে কানা কড়িতেও কেউ কিন্‌তে চায়নি। তবু একে রেখেছিলুম। নাগ রক্ষা ক'রে বাবার উপার্জ্জন। না খেয়ে একে ঘরে রেখেছিলুম। আজ—আজ—আজ এ আমার সর্ব্বস্ব—(পাশ বাহির) এতে একবার চরণস্পর্শ করিয়ে দাও

বল্ক। তুমি সফলকাম হও।

পঞ্চম দৃশ্য

[হ্রদতীর]

ভদ্রা

গীত

কেন এমন কোরে লুকায়ে রয়েছ সখা।
সারা-জীবন-ভোর কি হেতু দিলে না দেখা॥
প্রভাত হইতে খুঁজে করিলাম দিন শেষ
ঘর হোতে বাহিরিয়া ঘুরিলাম সারা দেশ,
আঁখি জলে ধুয়ে গেল প্রকৃতি-আশ্বাস লেখা!
দেখা দাও নাহি দাও
লুকাইয়া ব'লে যাও,
মোর মত আজীবন তুমি কি র'য়েছ একা,
মোর মত তোমারো কি জীবন বিরহ-মাখা॥

ভদ্রা। (দূরে সুধনকে দেখিয়া) একি! এ কে? এই মানুষ? না দেবপুত্র? মানুষের কি এত রূপ! না দেবপুত্র? কিন্তু দেবতা ত নরলোকে এমন ক'রে চলা ফেরা করে না! এমন ক'রে পাহাড়ের গা বেয়ে অতি কষ্টে অধিত্যকায় ওঠে না! মানুষ—মানুষ! এই দিকেই আস্‌ছে—তাইত এ আমার কি রকম হ'ল! দেখেই হৃদয় এমন কেঁপে উঠ্‌লো কেন? এই না—না! দেখেত বোধ হল না! মন ত একথা শুন্‌লে না! ছি কিন্নরী ছি মা বল্‌লে অধম, সখী বল্‌লে অধম, দেবতা বল্‌লে অধম—সমস্ত জেনে তোর অধমে দৃষ্টি টানে কেন? না—না—এদেশে আর থাক্‌বো না।

পশ্চাতে উৎপলের প্রবেশ

উপগুপ্ত ঠাকুর এলেই ঘরে ফিরে যাবো। ছি কিন্নরী ছি! মন তোর এত দুর্ব্বল! মনকে না জেনে তুই কি সঙ্কল্প করেছিলি! ফিরে যাব—বাবা যার হাতে আমাকে সঁপে দেবেন. রূপগুণ বিচার না ক'রে তাকেই আমি আত্মসমর্পণ করব। রূপের অনুযায়ী গুণ নয়, গুণের অনুযায়ী রূপ নয়—মন! ফিরে চল্, ফিরে চল্,—নিজের দেশে ফিরে চল্। কিন্তু যদি রূপের অনুযায়ী গুণ হয়? বড়ই বিপদে পড়লুম ত! কি রূপ! কি মুখ! কি চক্ষু—যদি রূপের অনুযায়ী গুণ হয়? দেবতা বলেছিল—মানুষ যদি উচ্চ হ'তে চায় ত এমন স্থানে পৌছিতে পারে যে, আজও পর্য্যন্ত দেবরাজও তার সন্ধান জানেন না। হায় অমি যদি কিন্নরী না হয়ে মানবী হ'তুম।

[উৎপল পশ্চাৎ হইতে ভদ্রাকে জাল দ্বারা আবৃত করিল]

ভদ্রা। গেছি গেছি! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—কে আছ রক্ষা কর। বাবা! বাবা! রক্ষা কর। দেবতা! দেবতা! রক্ষা কর!

উৎ। হুঁ! হুঁ!—জীবন সার্থক। ধরেছি ধরেছি ধরেছি। (নৃত্য)

ভদ্রা। জ্বলে মলুম—জ্বলে মলুম—বড় যন্ত্রণা, খুলে দাও—বন্ধন খুলে দাও।

উৎ। আর অমনি ভোঁ করে উড়ে যাও!

ভদ্রা। যাব না—যাব না! এই আমার মাথার মণি নাও—তা হ'লে আর উড়্‌তে পার্‌ব না। বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা। মুক্ত কর—মুক্ত কর।

উৎ। দাও। (ভদ্রার মণি প্রদান। উৎপলের জাল গ্রহণ) দাঁড়াও মা! ভয় নেই শোক ক'র না।

সুধনের প্রবেশ

সুধন। কে আর্ত্তনাদ ক'র্‌লে? দেবতা রক্ষা কর ব'লে চীৎকার ক'র্‌লে?

উৎ। আজ্ঞে দেবতা! ধরেছি—ধরেছি।

সুধন। একি, লুব্ধক! এ মূর্ত্তিমতী চন্দ্রের কান্তিক কোথা থেকে ধরে আন্‌লে?

উৎ। এই—আপনার জন্যই এনেছি।

সুধন। তাইত লুব্ধক, এত রূপ—এত রূপ! রূপ আপনাকে আপনি আলিঙ্গন কর্‌ছে—গলে যাচ্ছে। বিন্ধ্যাচলের সমস্ত উপত্যকা রূপস্রোতে প্লাবিত হ'ল! লুব্ধক! এত রূপ ত মানুষের হয় না।

উৎ। না প্রভু, মানুষ নয়। মানুষীর রূপ ব্যাধের জালে ধরা পড়ে না। সে রূপ ধর্‌তে পারে, কেবল তোমার ওই পদ্মপলাশ-লোচনের দৃষ্টি। করুণাময়! তোমার অহেতুক দয়া আজ বেদে বেদেনীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। যে জালকে অতি তুচ্ছ মনে ক'রে, হাটে কেউ এক কড়া কাণাকড়িতেও কিন্‌তে চায়নি, সেই বস্তুকে তুমি লক্ষ মুদ্রা দিয়ে কিনেছ। তোমাকে বদল দেবার ইহজগতে কিছু নেই। তাই বিধাতা স্বর্গ থেকে তোমার জন্য এই স্বর্ণকমল ফেলে দিয়েছে। তোমার জাল, তোমার ধন, তুমি নাও—আমাকে কেবল চরণ-ধূলো দিয়ে মুক্তি দাও।

সুধন। কি বল্‌লে ব্যাধ, স্বর্গের? না—না। এরূপ নারী দেব-লোকেও দুর্ল্লভ। যদি স্বর্গের হয়, স্বর্গেও এরূপ লাবণ্যের নূতন সৃষ্টি হয়েছে, বিধাতা নব তিলোত্তমা নির্ম্মাণ করা অভ্যাস কর্‌ছিলেন। এই মুখখানি চিত্র কর্‌তে তাঁর সমস্ত বিদ্যার শেষ পরিচয় দিয়েছেন। দেবি!

উৎ। মা! মুখ তোলো। অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু মা আমার জন্য দিই নি। যিনি দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর—সকলের রূপের গর্ব্ব খর্ব্ব করেছেন পৃথিবীর চলন্ত চাঁদ সেই এই রাজপুত্রের জন্য দিয়েছি।

সুধন। দেবি! মাথা তোলো।

উৎ। (স্বগত) বোধ হচ্ছে, আমি থাকতে কিন্নরী ভয়ে মাথা তুল্‌বে না। আর আমার এখানে থাকা উচিত হচ্ছে না। (প্রকাশ্যে) প্রভু! বেদনী আমার জন্যে হয়ত এতক্ষণ ঘর বার ক'র্‌ছে। আর আমি থাক্‌তে পার্‌ব না। এই মণি নাও—যত্নে নিজের কাছে রাখ। কিন্নরীকে কিছুতেই দিয়ো না—হাজার কাকুতি মিনতি করলেও দিয়ো না, দিলেই উধাও হয়ে উড়ে যাবে। আর ওকে ধর্‌তে পারবে না।

[প্রস্থান

সুধন। দেবি! মাথা তোলো। নির্ভয়ে আমার সঙ্গে কথা বল। (ভদ্রা মাথা তুলিয়া সুধনের মুখের পানে চাহিল) এখনও কাঁপ্‌ছ কেন? এই যে আমি তোমাকে অভয় দিলুম। অমন ক'রে সভয় দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ো না। দেখে আমার হৃদয় ব্যাকুল হচ্ছে। দেখে যদি তোমার ভয় হয়, মুখ আবার আনত কর। আমার চলে যাওয়া যদি তোমার অভিপ্রায় হয়—বল—চলে যাই।

ভদ্রা। যেয়ো না।

সুধন। ওঃ। তুমি কি সুন্দর।

ভদ্রা। কে তুমি?

সুধন। আগে বল, তোমার ভয় গেছে।

ভদ্রা। কেমন ক'রে ব'ল্‌ব?

সুধন। তা যদি ব'ল্‌তে না পার, আমায় ফেরালে কেন? আমি ত চলে যাচ্ছিলুম।

ভদ্রা। কই চলে যাচ্ছিলে! আমি ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

সুধন। আবার যাচ্ছি—আর আমি এখানে না এলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ভদ্রা। হায়! আমার কি হবে?

সুধন। একি দেবি! দাঁড়াতেও দেবে না, চলে যেতেও দেবে না! আমি ত বড় বিপদে পড়্লুম!

ভদ্রা। হায়! আমি কোথায় যাব!

সুধন। আমি যে তোমার কথা কিছু বুঝ্তে পার্ছি না! কোথায় যেতে অভিলাষ কর বল—আমাকে ভৃত্য জেনে বল। আমি তোমাকে সেখানে রেখে আসি।

ভদ্রা। বাবা! বাবা! আর আমি তোমার অবাধ্য হব না। আমাকে নিয়ে যাও। আমি পথ চিনি না, ঘাট চিনি না—কেমন ক'রে ঘরে ফিরে যাব! মানুষে আমায় ছোঁবে—আমার প্রাণ যাবে।

সুধন। তাইত! আমি নরাধম—আমার মনে ছিল না। আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার রূপ দেখে আত্মহারা হয়েছিলুম। এই নাও।

ভদ্রা। এঁ্যা! মণি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ!

সুধন। ধর—ধর—শীঘ্র ধর। নইলে আত্মহারা হব। ভুলে মণি নিয়ে চলে যাব। তুমি কি সুন্দর!

ভদ্রা। কে তুমি?

সুধন। আর কথা কয়ো না—এবারে যদি ভুলে যাই, আর আমি নিজেকে অপরাধী বল্ব না। অপরাধী হবে তুমি। তোমার—তোমার এত রূপ! না—না—তুমি হবে না—রূপ তোমার অপরাধী হবে।

ভদ্রা। একটু দাঁড়াও।

সুধন। আর ব'ল না—দাঁড়াতে ব'ল না। দাঁড়াতে আমার সাহস হচ্ছে না। মণি গ্রহণ কর।

ভদ্রা। কর্ছি—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে গ্রহণ কর্ছি।

সুধন। মণি গ্রহণ না ক'র্লে, আমি আর তোমার কথার উত্তর দেবো না।

ভদ্রা। মণি তুমি তোমার কাছে রাখ। (সুধন মণি ভদ্রার পদপ্রান্তে রাখিয়া একবার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিল। প্রস্থানমুখে আর একবার মুখপানে চাহিল।)

সুধন। কি সুন্দর!

ভদ্রা। একবার দাঁড়াও—এই আমি মণি তুলে নিয়েছি—এইবারে ফেরো। (সুধন ফিরিলেন) তবে তুমি কেন আমাকে বন্দিনী ক'রেছিলে?

সুধন। আমি ত তোমাকে বন্দিনী করিনি!

ভদ্রা। জাল ত তোমার?

সুধন। ভাগ্যদোষে জাল আমার হয়েছে। পাশের গুণ জান্তুম না। জান্‌লে আমি ক্রয় করতুম্ না। লুব্ধকের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে তাকে লক্ষ মুদ্রা দিতে চেয়েছিলুম। সে দান নিতে অনিচ্ছুক জেনে মুদ্রার বিনিময়ে এই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ গ্রহণ ক'রেছিলুম। সমস্ত মুদ্রা শোধ ক'র্‌তে অবসর পাইনি; সেই জন্য এখনও পাশ লুব্ধকের কাছে রেখেছি। দেবি! আজও পর্য্যন্ত আমি কোনও হিংসার কাজ করিনি। (ভদ্রা চক্ষে অঞ্চল দিল)—আবার তুমি কাঁদছ কেন? এইবারে তুমি স্বচ্ছন্দে এই অধিত্যকায় বিচরণ কর। কেঁদো না—কেঁদো না—আর তোমাকে কেউ আবদ্ধ কর্‌বে না। তবু তুমি কাঁদছ? দেবি! তোমার রোদনের কারণ আর যে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! তুমি কি আমার কথায় অবিশ্বাস কর্‌ছ?

ভদ্রা। না। (পুনঃ চক্ষে অঞ্চল দান)

সুধন। তবে তুমি আবার কাঁদছ কেন? কেন? ও! বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমার বন্ধনের কারণ পাশ এখনও পড়ে রয়েছে। এই দেখ—একে আমি শতখণ্ডে ছিন্ন করি। (ভদ্রা সুধনের হাত ধরিল।

সুধনের হাত হইতে জাল পতিত হইল) ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। আর আমি আত্মহারা হ'তে পারবো না—ছেড়ে দাও। এ কোমল স্পর্শ আমি স্বপ্নেও কখন অনুভব করিনি। ছেড়ে দাও। (ভদ্রা সুধনের কপোল স্পর্শ করিল ও চক্ষু মুদ্রিত করিল) আমায় মৃত্যু দিয়ো না—মৃত্যু দিয়ো না।

ভদ্রা। একটু দাঁড়াও। একটি কথার উত্তর দাও।

সুধন। বল :

ভদ্রা। তুমি কি দেবতা ?

সুধন। না—মানুষ।

[প্রস্থান।

ভদ্রা। এইত আমাকে ফেলে চলে গেল ! আর ত ফিরেও চাইলে না ! আমার বুক এত কাঁপছে কেন ! সখী বলেছিল মানুষ ছুঁলেই মরে যাব। সেই মৃত্যু বুকের পথ দিয়ে আসছে নাকি !

উৎপল ও মকরীর প্রবেশ

উৎ। এই—দেখবার জন্য হেদিয়ে মরছিলি—এই দেখ্।

মকরী। বা ! বা ! এ কিরে ! এ কি দেখালি ! এ রূপ দেখে যে তোকে ভুলে যাচ্ছি !

উৎ। তবে ত ভারি দেখ্‌লি। আমি দেখে নিজের জাতের নাম ভুলে যাচ্ছি ! বাণ ছোঁড়া ভুলে যাচ্ছি। আর এ হাতে হরিণ মারা চল্‌বে না। এ কি ! তুমি যে একা দাঁড়িয়ে আছ ? আমাদের দেবতা ?

ভদ্রা। এইত দেখছি মানুষী ! হাঁগা ! তুমিও কি তাকে দেবতা বল ?

মকরী। দেবতার উপরে আর কি নাম আছে জানি না। যা ! সেইজন্য আমরা তাকে দেবতা বল্‌ছি।

ভদ্রা। তুমি কাছে এস মা—কাছে এস। আবার আমার গা কাঁপছে।

উৎ। ধর্ মাকুড়ী ধর্। তুমি একা দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ভদ্রা। কি করব?

উৎ। তোমাকে যে তার কাছে রেখে গেলুম!

ভদ্রা। তিনি আমাকে ফেলে চলে গিয়েছেন।

উৎ। না—না! তা হবে কেন! তা হলে দেবতা তোমাকে মুক্তি দিয়েছে?

ভদ্রা। না।

উৎ। তা হ'লে প্রভু এইখানে কোথায় আছে।

ভদ্রা। না।

উৎ। কোথায় গেছে বলে যায় নি?

ভদ্রা। না।

উৎ। সে মাণিক?

ভদ্রা। এই।

উৎ। তা হ'লে ত মুক্তি পেয়েছ!

ভদ্রা। না।

[উৎপল হতভম্বের মত মকরীর মুখের পানে চাহিল]

মকরী। মুখের দিকে দেখ্‌ছিস্ কি। কি মা! এক পাশ থেকে মুক্ত হ'তে গিয়ে অষ্ট-পাশে বাঁধা পড়েছ?

ভদ্রা। হাঁ মা! তুমি এটা নেবে?

মকরী। নিয়ে কি করব?

ভদ্রা। এই মণি মাথায় রাখ্‌লে ত্রিলোকের যেখানে ইচ্ছা উড়ে যেতে পারবে।

মকরী। না মা, আমার এ মিন্‌সের জন্য এক পা নড়্‌বার যো নেই—আমার উড়ে যাওয়া চল্‌বে না।

উৎ। আরে মর্। কার সঙ্গে কি কথা কইছিস্?

মকরী। তুই থাম্। হরিণ মেরে খাস, কখন কি তার চোখের পানে চাস্? তুই একথা বুঝ্‌বি কি!—বলি থাক্‌তে চাও, না উড়ে যেতে চাও?

ভদ্রা। কি কর্‌ব আমি ত বুঝতে পারছি না!

মকরী। আমি বুঝিয়ে দেব?

ভদ্রা। মানুষী মা! আমাকে আশ্রয় দাও।

মকরী। ওকথা বল' না—ওকথা বল' না। মা লক্ষ্মী! ওকথা বল্‌লে পাগল হয়ে যাব। তা হ'লে তো কোন কাজ কর্‌তে পার্‌ব না। এখনও হাঁ করে চেয়ে আছিস্!

উৎ। এইবারে মুখ বুজলুম।

মকরী। আর এক লহমা দেরি করিস্‌নি। রাজপুত্তুর ঘরে ফির্‌তে না ফির্‌তে মাকে যদি রাণীর হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌তে পারিস্, তবেই তোকে বল্‌ব বাহাদুর।

উৎ। রাজবাড়ীর দেউড়ীতে গিয়ে একপিঠ মার খেয়ে এসেছি। রাণীমার মহলের ত্রিসীমায় ব্যাধ কি স্বপ্নেও পৌঁছিতে সাহস করে?

মকরী। কেন, পৌঁছিলে কি হবে?

উৎ। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

মকরী। আরে হতভাগা, এই ভয়ে তুই সতীকে পতির ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌বি না!

উৎ। তাই ত রে হতভাগা! মরণের ভয়ে তুই সতীকে পতির ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌বি না!

মকরী। মা! তুমি আমার সঙ্গে এসো।

উৎ। না মা! তুমি আমার সঙ্গে এসো।

ভদ্রা। কি বল্‌লে—পতি?

মকরী। তুমি কি বলতে চাও মা?

ভদ্রা। পতি—পতি। পতির আশ্রয় ভিক্ষা করতে আম তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ ক'রলুম।

উৎপল ও মকরীর দ্বৈতগীত

উভয়ে। কি ব'লে দিব তোমারে সান্ত্বনা।
চাহিতে মুখের পানে বুকে যে বজর হানে
দু নয়নে ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরে ঝরণা॥

উৎ। তোমারে প্রবোধ দিতে তোমারি মরম ওই

মকর। তোমার সঙ্গিনী হ'তে কেহ নাই তোমা বই

উভয়ে। কথা আসে অধরে—যায় ফিরে—বুকের সে লুকানো ঘরে;
ভয় জাগে পাছে মনে লাগে যাতনা।
ঠাঁই দিলে রাঙা পায় রেখে দিবগো মাথায়
আর তোমা ছাড়া রবো না—রবো না—রবো না!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজবাটী]

ধনপতি

ধন। ক্রোধের বশে একটা কথা ব'লে কি সর্ব্বনাশ করলুম! ছেলেটাকে রাক্ষসীর মুখে ধরে দিলুম? কেউ ত এখনও তার কোন সংবাদ নিয়ে আস্‌তে পার্‌লে না! কি সংবাদ?

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। কি মাথা মুণ্ড খবর আপনাকে শোনাব মহারাজ!

ধন। তা হ'লে খবর পেয়েছ?

মন্ত্রী। একরকম পাওয়াই বই কি।

ধন। তাহ'লে ছেলে বেঁচে নেই?

মন্ত্রী। ধৈর্য্যবান পুরুষ ব'লে যার খ্যাতি, সেই আপনি এত আত্মহারা হলেন যে, সন্তানকে একাকী ঘর থেকে বেরুতে আদেশ ক'র্‌লেন!

ধন। তিরস্কার ক'র্‌তে তোমায় মন্ত্রী রাখিনি। স্পষ্ট ক'রে বল, ছেলে বেঁচে আছে কিনা।

মন্ত্রী। বেঁচে আছেন কেমন করে ব'ল্‌ব—ঘোড়া ফিরে এসেছে।

ধন। য়্যাঁ! (উপবেশন) শুধু ঘোড়া—সওয়ার নেই?

মন্ত্রী। ব্যাকুল হবেন না। ব্যাকুল হ'য়ে কোনও লাভ নেই।

ধন। নিজেই জোর করে নিজের বংশ লোপ করলুম!

মন্ত্রী। আবার ব'লছি ব্যাকুল হবেন না। ঘোড়া ফিরে আসায় যদিও আমার মনে দারুণ সংশয় জেগেছে—

ধন। সংশয় কি—সে রাক্ষসীর পেটে গেছে। তাতে আর সংশয় নেই। যে ঘোড়া সুধনের গলার শব্দ শুনলে দড়ী ছিঁড়ে ছুটে আসতো, সেই ঘোড়া সওয়ার না নিয়ে ফিরে এলো।

মন্ত্রী। তবু বলছি ব্যাকুল হবেন না।

ধন। সে গেছে—রাক্ষসীর পেটে গেছে। আর আমাকে স্তোক-বাক্যে ভুলিও না।

রামাদেবীর প্রবেশ

রামা। কেও?

মন্ত্রী। আপনার ভৃত্য।

রামা। মন্ত্রী মশায়? আপনি এত রাত্রে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

মন্ত্রী। আমি একা নই মা। মহারাজাও এখানে আছেন।

রামা। মহারাজ? কই? একি! মাথায় হাত দিয়ে মাটীতে বসে? ছি মহারাজ! পুত্রের জন্য এত অন্যায় মমতা দেখিয়ে আপনি কি বিজ্ঞের কাজ ক'রেছেন।

মন্ত্রী। বলত মা! আপনি মহারাজকে বুঝিয়ে বলুন। আমার কথা উনি কাণেও তুলছেন না।

ধন। আর আমি কারও কথা কাণে তুলবো না, সে জীবিত নেই।

রামা। বালাই! কেন সে জীবিত থাকবে না।

ধন। যদি বেঁচে থাকতো, তাহ'লে সে ফিরে আসতো।

রামা। এখনও কি তার আস্‌বার সময় গেছে!

মন্ত্রী। ঠিক কথা! এখনও ত মহারাজ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়নি!

রামা। সপ্তাহ পূর্ণ হ'তে এখনও প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সময় আছে। এই রাত্রির মধ্যে আমিও তার ফের্‌বার অপেক্ষা ক'র্‌ছি। শুধু তার নয়। সঙ্গে সঙ্গে তার নববধূরও এ গৃহে প্রবেশের প্রতীক্ষা করছি।

ধন। আর বধূ কাজ নেই। সে ফিরে আসুক। বিবাহ ক'র্ত্তে না চায়, আর তাকে বিবাহ ক'র্ত্তে অনুরোধ ক'র্ব্বো না সে ফিরে আসুক।

রামা। মন্ত্রী ম'শায়! সুধনের ফিরে না আস্‌বার কি সন্দেহের কোন কারণ হয়েছে?

ধন। রাক্ষসী--রাক্ষসী। কারণ সেই রাক্ষসী।

রামা। কোথায় রাক্ষসী। কতকগুলো গণ্ডমূর্খের কথায় আপনি বিশ্বাস ক'রে বসে আছেন?

ধন। দেখেছে—দেখেছে—মেনকার রূপ ধরে বিন্ধ্যাচলের অধিত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—দেখেছে!

রামা। আপনিও কি এই গাঁজাখুরী কথায় বিশ্বাস ক'রেছেন?

মন্ত্রী। আগে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু শেষে মুনি বল্কলায়নের মুখে শুনে বিশ্বাস ক'রেছি।

রামা। তিনিও ব'লেছেন রাক্ষসী?

মন্ত্রী। না। তিনি ব'লেছেন কিন্নরী।

রামা। কিন্নরী আবার কি?

ধন। রাক্ষসীর মাসী—আবার কি। তার ঘোড়ার মত মুখ, তাতে করাতের মত দাঁত। রাক্ষসী বরং ভাল। কোঁৎ কোঁৎ ক'রে গিলে খায়। মর্‌বার যন্ত্রণা বুঝ্‌তে দেয় না! এ কড়মড় ক'রে মাথার খুলি চিবিয়ে খায়।

রামা। আর হ'লেই বা রাক্ষসী। সে কি দেশশুদ্ধ লোককে খেয়ে বেড়াচ্ছে ?

ধন। কপ্ কপ্। যাকে সামনে পাচ্ছে।

রামা। তা' হোক আপনার ছেলের কোন ভয় নেই।

ধন। ঘোড়া ফিরে এসেছে।

মন্ত্রী। আমিও ত সেই কথা ওঁকে বারংবার বল্‌ছি।

রামা। সুধনের ঘোড়া ?

ধন। ওই—জিজ্ঞাসা কর। সুধনের ঘোড়া—কিন্তু সুধন নেই।

মন্ত্রী। সেইজন্য মা আমাকেও কিছু চিন্তিত ক'রেছে। ঘোড়া ফিরে আস্‌বার কারণ কিছুতেই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না।

ধন। আমি ঠিক ক'রেছি।

মন্ত্রী। কিন্তু মা, তবু আমি হতাশ হইনি।

ধন। আমি হয়েছি! রাণী! সুধন নেই।

রামা। বালাই।

ধন। আর বালাই। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কিন্নরী তাকে খেয়ে ফেলেছে। রাণী! আমি নিজে জোর ক'রে আমার বংশ নির্ম্মূল ক'র্‌লুম।

রামা। ওরূপ অলক্ষণে কথা কইবেন না।

ধন। মেনকা সেজে গান ধরেছে। যুবা ছেলে কাছে গেছে। আর অমনি সে ভীষণা করাল-বদনা—আমার অদৃষ্ট জানা—রাণী। সমস্ত জানা হয়ে গেছে।

রামা। আপনি কাঁদ্‌তে হয় কাঁদুন। তথাপি আমি কাঁদবো না। আপনার সত্যাশ্রয়ী পুত্র। জন্মাবধি আমি তাকে কখন মিথ্যা কইতে শুনিনি। যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে উপস্থিত না হয়, তখন আমি

আপনার সঙ্গে শোক ক'র্‌ব। সূর্য্যোদয়ের পরেও যদি সে ফিরে আসে, তবু শোক ক'র্‌ব। জান্‌বো জীবনে প্রথম আমার পুত্র সত্যভ্রষ্ট হ'ল। মহারাজ মাথা তুলুন—আপনার পুত্র ফিরে আস্‌ছে।

মন্ত্রী। মাথা তুলুন মহারাজ, মাথা তুলুন। এমন গর্ভধারিণী যার, ত্রিজগতের ভিতরে কাউকে তার আশঙ্কা ক'রবার কিছু নেই। মাথা তুলুন।

সুধনের প্রবেশ

ধন। ফিরে এসেছে—ফিরে এসেছে? (উঠিয়া সুধনকে ধরিবা) সুধন! বাপ! আর আমি তোমাকে বিবাহে অনুরোধ ক'র্‌ব না।

সুধন। তা যদি না করেন, তাহ'লে ধন্য হই। কিন্তু যদি করেন, শ্রীচরণে সন্তানের প্রার্থনা, কোন সুন্দরী কন্যা বিবাহ কর্‌তে আমাকে অনুরোধ ক'র্‌বেন না। কুৎসিতা—কুৎসিতা—এ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কোনও কুৎসিতা কন্যা যদি আপনি আমার জন্য নিয়ে আসেন, আমি তাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ কর্‌তে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ কর্‌ব না।

ধন। হুঁ! তাহ'লে তুমি রাক্ষসীকে দেখেছ?

সুধন। রাক্ষসী নয় পিতা—কিন্নরী।

ধন। ওই হ'ল—একই কথা। তুমি তাকে দেখেছ?

সুধন। দেখেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ ভৃত্যের অনুরোধ—আজ আর ও-সম্বন্ধে কোনও কথা কইবেন না। কুমারকে বিশ্রাম নিতে অবকাশ দিন। কথা বলবার প্রয়োজন হয়, কাল ব'ল্‌বেন। দেখে বুঝতে পার্‌ছেন না—অশ্ব শূন্য অবস্থা—শুধু বাক্য রক্ষার জন্য কুমার এই রাত্রিকালে ঘরে ফিরে এসেছেন। পথশ্রমের কষ্ট রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রেও কুমারের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। রাজকুমার ঘোড়া ছিল না, না।

সুধন। না, পাঁচদিন ক্রমাগত পদব্রজে আস্‌ছি।

ধন। বিশ্রাম নাও—বিশ্রাম নাও। তোমায় ফিরে পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট! এর পর কথা কইবার যথেষ্ট সময় আছে। (স্বগতঃ) দেখেছে! ঘোড়া ভুল হয়ে গেছে—সুতরাং দেখেছে। কিন্তু ঘোড়া সে মুখে মেনকার মুখ দেখেনি—ঘোড়ার মুখই দেখেছে—আর গানের ভিতর থেকে চিঁহি চিঁহি আওয়াজ শুনেছে,—শুনেই পালিয়ে এসেছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সুধন! ঘোড়া থাক্‌তে পদব্রজে এলে কেন?

সুধন। ঘোড়াকে একটা গাছে বেঁধে রেখে, পিপাসা শান্তির জন্য এক পার্ব্বত্য নদীতে জলপান ক'র্‌তে গিয়েছিলুম। এসে দেখি ঘোড়া নেই।

ধন। ঠিক—ঠিক!

মন্ত্রী। আর ওসব কথা এখন কইছেন কেন? ক্লান্ত পুত্রকে বিশ্রাম-গ্রহণে অবকাশ দিন।

সুধন। কেন, তা ব'ল্‌তে পারি না। ঘোড়া রাশ ছিঁড়ে চলে এসেছে।

ধন। আমি বুঝেছি সুধন—সেও কিন্নরীকে দেখেছে।

মন্ত্রী। মা! পুত্রের জন্য সত্বর বিশ্রামের ব্যবস্থা করুন।

ধন। কিন্নরী আজও আছে?

সুধন। বোধ হয় স্বরাজ্যে চলে গেছে।

ধন। বোধ হয়? ভাল—রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর।

[ধনপতি ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

রামা। সুধন! তুমি বড়ই ক্লান্ত?

সুধন। কই মা! ক্লান্ত একথা ত বলিনি। যা ক্লান্তি ছিল, বাক্য

রক্ষা ক'র্‌তে পেরেছি জেনে তোমার চরণ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তা মিলিয়ে গেছে।

রামা। কিন্নরী কি ?

সুধন। সে যে কি, কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাব ?

রামা। সেকি এতই সুন্দর ?

সুধন। সে কি সুন্দর ! তার সৌন্দর্য্যের কথা প্রকাশ করবার কথাও যদি ভাষাতে থাক্‌তো, তাহ'লে সেই কথা দিয়ে তার রূপের বিশেষণ দিয়ে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌তুম সে কি সুন্দর ?

রামা। তোমার কুৎসিতা বিবাহ কর্‌বার অভিরুচিতেই তা বুঝেছি। সে রূপ দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপসীও আর তোমার চোখে লাগ্‌বে না। কিন্তু সুধন ! যা মানুষের অপ্রাপ্য তার জন্য তোমাকে আত্মহারা দেখ্‌লে যে আমার কষ্ট হবে।

সুধন। দেখেছি ভাগ্যবশে। দোষে কি গুণে তা জানি না। দেখ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে হারিয়েছি। এ আপনাকে আর ত আমি কুড়িয়ে আন্‌তে পার্‌ছি না।

রামা। তাইত সুধন ! তোমার কথা শুনে আমি যে সুখী হ'তে পারলুম না। তোমার অদর্শনে আমি যত কাতর হয়েছিলুম, তোমাকে এই অবস্থায় দেখে আমি যে চতুর্গুণ কাতর হলুম ! তুমি আমার নরসিংহ পুত্র। যাকে জীবনে কখন স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না জানো, তাকে দেখে তুমি আত্মহারা হয়ে এলে !

সুধন। শুধু দেখিনি মা—তাকে স্পর্শ ক'রেছি।

রামা। এ কি বলছ ?

সুধন। তার সঙ্গে কথা ক'য়েছি।

রামা। সুধন—সুধন ! তুমি যে সত্যবাদী !

সুধন। ভুল হয়েছে—আমি স্পর্শ করিনি—সে ক'রেছে। হাতে হাত দিয়েছে—আমার কপোল গণ্ড ছুঁয়েছে। কথায় বীণার ঝঙ্কার তুলে আমার কর্ণকে অন্য শব্দের কাছে বধির ক'রে তুলেছে। এখনও সে ঝঙ্কার আমি সমভাবে শুনতে পাচ্ছি। তার দিব্য কুসুম-গন্ধ-ভরা দীর্ঘশ্বাস এখনও আমার বক্ষের দুরন্ত স্পন্দনকে নিয়ে সমভাবে ক্রীড়া ক'র্‌ছে।

রামা। নিশাচরী তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে আয়ত্ত ক'রে শুধু এই জড় দেহটা নিক্ষেপ ক'রে চলে গেল?

সুধন। না মা, সে যায় নি। আমিই চলে এসেছি।

রামা। আবার বল। শুনে আশ্বস্ত হই।

সুধন। না, আশ্বাস দেবার কিছু নেই। যতই তাকে ছেড়ে দূরে চলে এসেছি, ততই আমার প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা একে একে আমার দেহ-সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে তার পদপ্রান্ত আশ্রয় ক'র্‌তে চলে গেছে। মা! সুমুখে দাঁড়িয়ে শুধু তোমার পুত্রের দেহ। এর জীবন-স্পন্দন বিন্ধ্যাচলের আকাশ-তলে নৃত্য ক'র্‌ছে।

রামা। না না। যখন তোমার সত্য আছে তখন তোমার সব আছে। কিয়ৎক্ষণের জন্য নিশাচরীর রূপ তোমাকে মোহাচ্ছন্ন ক'রেছে এই মাত্র।

সুধন। নিশাচরী নয় মা কিন্নরী।

রামা। কিন্নরী কি আমি তা জানি না। কিন্তু নিশাচরীর সঙ্গে তার কতটা প্রভেদ আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। যদি তাতে দেবত্বের সামান্য মাত্রও অংশ থাক্‌তো, তা হ'লে তুমি যেমন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছ, সে তোমাকে দেখে ততোধিক মুগ্ধা হ'ত। সে কেমন রূপ তাও আমি অনুমানে আন্‌তে পার্‌ছি না। তবে তোমার মনের অবস্থা দেখে বুঝেছি, সে রূপ মানুষীর দেহে অসম্ভব। তবু আমি বল্‌ছি, সে যদি নিশাচরী না

হ'ত, তা হ'লে যখন তার রূপ-রাশি পশ্চাতে ফেলে তুলি চলে এসেছ, সে তখনই তোমার অনুসরণ কর্‌তে এখানে আস্‌তো।

ভদ্রার প্রবেশ

ভদ্রা। আমি এসেছি।

সুধন। মা-মা—ওই এসেছে !

রামা। একি অপূর্ব্ব রূপ! সুধন! আমি রমণী হয়েও এ বিশালাক্ষীর দৃষ্টিমোহে আত্মহারা হচ্ছি। তুমি এখনি এ স্থান ত্যাগ কর। যদি তোমাকে ডাকি, তখন এসো। নইলে এসো না। চলে যাও—চলে যাও—চলে যাও।

[সুধনের প্রস্থান।

ভদ্রা। আবার চলে গেলে ?

রামা তুমি দাঁড়াও। আগে আমার কথার উত্তর দাও। নইলে এর অধিক আর তোমাকে অগ্রসর হ'তে দেবো না। বল—কে তুমি ?

ভদ্রা। তুমি কে ?

রামা। আগে আমার কথার উত্তর দাও। (ভদ্রা রামাদেবীর দিকে অগ্রসর হইল) ওকি কর্‌ছ—এত কাছে আস্‌ছ কেন ? আমার কথার আগে উত্তর দাও। আরে ম'ল—নিশাচরী আগে আমাকেই গ্রাস কর্‌বে নাকি! না, পেছুবো না। পেছিয়ে ভীতার পরিচয় দিতে পার্‌ব না। (ভদ্রা করদ্বারা রামাদেবীর কপোল গণ্ডাদি স্পর্শ করিল) এ কি কোমলতা! করাঙ্গুলি-স্পর্শের এ কি মাদকতা!

ভদ্রা। ঠিক তুমি মা।

রামা। কি ক'রে বুঝ্‌লে ?

ভদ্রা। (রামাদেবীর হস্ত লইয়া নিজ বক্ষে স্থাপন) এই দেখ—সব ভয় ঘুচে গেছে।

রামা। তুমি কি বড় ভয় পেয়েছিলে ?

ভদ্রা। বড্ড। বড্ড ভয়। সখা বলেছিল, মানুষ ছুঁলেই আমি মরে যাব। ওই ওকে ছুঁয়েছিলুম, মরিনি। তবে বুকের কাঁপুনিতে মর মর হয়েছিলুম। তোমাকে ছুঁয়ে আবার বেঁচে গেলুম। আমার বড্ড উল্লাস হচ্ছে।

রামা। মা! তুমি কে ?

ভদ্রা। আমি কিন্নর-রাজ ব্রহ্মদত্তের কন্যা। আমার নাম ভদ্রা।

রামা। এ মর্ত্ত্যভূমে কেন এসেছিলে ?

ভদ্রা। বাবা এক দেবতাকে বিবাহ ক'রতে আমাকে আদেশ ক'রেছিলেন—আমি করিনি। সেই জন্য ক্রোধে তিনি আমাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছেন।

রামা। এখানে এসেই আমার পুত্রকে দেখেছ ?

ভদ্রা। ওই তোমার পুত্র ?

রামা। আমার একমাত্র পুত্র। (ভদ্রা প্রণাম করিল) তুমি দেবী—আমি মানুষী। তুমি আমাকে কেন প্রণাম ক'রছ ?

ভদ্রা। যে মানুষ দেবতা হ'তেও শ্রেষ্ঠ, তুমি তার মা।

রামা। জ্যোতির্ম্ময়ী! এক মুহূর্ত্তের রূপ-জ্যোতিতে আমার কন্যাশূন্য গৃহ আলোকিত ক'রে, তাকে আবার চিরকালের জন্য কি ঘনান্ধকারে ডুবিয়ে দিতে এসেছ ?

ভদ্রা। তোমার কথা বুঝ্‌তে পারলুম না।

রামা। শুধু দেখা দিতে এসেছ, না থাক্‌তে এসেছ ?

ভদ্রা। থাক্‌তে এসেছি।

রামা। তোমার পিতার ক্রোধ দূর হয়ে গেলে, যখন তিনি তোমাকে নিতে আস্‌বেন ?

ভদ্রা। আমি যাব না।

রামা। এ স্থান যদি এর পর কোনও কারণে তোমার অপ্রিয় ব'লে বোধ হয় ?

ভদ্রা। তুমি আমাকে পরিত্যাগ না ক'র্‌লে আমি যাব না।

রামা। তুমি আকাশচরী—সুতরাং ইচ্ছাগতি। এরপর কখনও তোমার স্থান-ত্যাগের অভিরুচি হয়, আমি কেমন ক'রে তোমাকে ধ'রে রাখবো ?

ভদ্রা। যার বলে আমি আকাশচরী, সেই বস্তু এই তোমার হাতে সমর্পণ করি। (মণি দান)।

রামা। তোমার কথাতেই আমি বিশ্বাস কর্‌ছি। কিন্তু স্নেহ সর্ব্বদা বিরহ আশঙ্কা করে! সেই জন্যই এ মণি আমি গ্রহণ ক'র্‌লুম। মা! তোমাকে এইবারে পুত্রবধূ ব'লে সম্বোধন ক'র্‌তে পারি ?

ভদ্রা। তোমার পুত্র আমার স্বামী।

রামা। অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন বেটি! আমার বুকে আয়। (আলিঙ্গন) আমার এ আনন্দ দেখবার জন্য এ গভীর নিশীতে একটাও প্রাণী জেগে নাই ? একজন দেবতা ? একজন মানুষ ?

মকরীর প্রবেশ

মকরী। মানুষের অধম—একটা চণ্ডালিনী জেগে আছে।

উৎপলের প্রবেশ

উৎ। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডালটাও আছে।

রামা। কে তোমরা ?

ভদ্রা। ওরাই এ মর্ত্ত্যভূমে আমার বাপ মা। ওদেরই কৃপায় আমি তোমার বুকে আশ্রয় পেয়েছি।

রামা। কে তোমরা ?

উৎ। মিছে বলিনি মা! আমরা সত্য সত্যই চণ্ডাল।

রামা। তবে আমার মা কি মিথ্যা ব'ললে ?

উৎ। তোমার মা তো এখানকার জাতের খবর জানে না।

মকরী। আমরা বেদে-বেদেনী।

রামা। তবু মিথ্যা কথা!—তোমরা ব্যাধের পত্নী ও ব্যাধের মূর্ত্তিতে আমার পরম ভাগ্যদাতা লক্ষ্মী-নারায়ণ। এস—সঙ্গে এস। আজ থেকে তোমাদের আমি আমার সংসারের অঙ্গ ব'লে স্বীকার করলুম।

[ভদ্রা ও রামার প্রস্থান।

উভয়ের গীত

মকরী। কথা কই কই কই
মুখে আসে কই,
কথা ক'বনা ক'বনা ক'বনা।
উৎ। কথা না কই না কই
প্রাণ চুপ থাকে কই,
চুপ র'ব না র'ব না র'ব না।
মকরী। আহ্লাদে নেচে উঠেছে বুক,
বেদের কপালে ছিল এত সুখ!
উৎ। তবে কোন মতে
ক'রে ভোঁতা মুখ
চুপটী দাঁড়ায়ে র'ব না।
মকরী। এই যদি তোর মনের কথা
কেন তোর প্রাণে জাগাই ব্যথা,
উভয়ে। ভেঙে গেছে ঘুম, এ রাতি নিঝ্‌ঝুম,
যেতে দেবো না দেবো না দেবো না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রাসাদ কক্ষ]

ধনপতি ও পারিষদবর্গ

ধন। মন্ত্রীর কথা আমার কানেই লাগছে না।

১ম, পা। আমাদেরও লাগ্‌ছে না।

ধন। কেবল বলে আপনি ব্যাকুল হবেন না। আরে মূর্খ আমি বাপ আমি ব্যাকুল হব না! ব্যাকুল হবে তুমি?

১ম, পা। আপনি ব্যাকুল হ'ন। কারও কথা শুন্‌বেন না। রাজ্যের কথা হয়, সন্ধি বিগ্রহের কথা হয়—

ধন। তখন তার পরামর্শ গ্রাহ্য। এ কঠিন ব্যাপার—দৈব। এতে তার পরামর্শে মন স্থির থাক্‌বে কেন?

১ম, পা। কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌বে না। আপনি ব্যাকুল হ'ন—আমরাও আপনার সঙ্গে ব্যাকুল হচ্ছি।

ধন। মন্ত্রীর প্রয়োজন মন্ত্রণায়। আর পারিষদের প্রয়োজন—কিসে বল না হে?

১ম, পা। যন্ত্রণায়।

ধন। ঠিক বলেছ। যন্ত্রণা, বিষম যন্ত্রণা। একমাত্র ছেলে—খাইয়ে দাইয়ে এত বড় ক'রে তুল্‌লুম—সেটা শেষকালে কিন্নরীর পেটে চলে যাবে?

সকলে। (দীর্ঘশ্বাস)।

ধন। চলে যাবে ব'ল্‌ছি কি—অর্দ্ধেক চলে গেছে। (সকলের দীর্ঘশ্বাস) দেখলুম সে সুধন আর নেই। আমাকে দূর থেকে দেখ লেও

যে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম ক'রত, সেই ছেলেকে জড়িয়ে ধ'রলুম। সে বুঝতে পারলে না। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

১ম, পা। আগেই ভক্তি খেয়ে ফেলেছে। (সকলের দীর্ঘশ্বাস)

ধন। তা যা হ'ক—ও কথা কইলে কেন? বলে—পৃথিবীর মধ্যে সবার চেয়ে কুৎসিত মেয়ে যদি এনে দেন তবেই বিবাহ ক'রব। এ কথা কেন ব'ল্‌লে?

১ম, পা। এ ত সর্ব্বনেশে কথা! (সকলে অস্ফুট ক্রন্দন) এর ত মানে নেই।

ধন। কেন ব'ল্‌লে? এখন বুঝেছি কথার মানে আছে। গভীর অর্থ। কিন্নরী অর্দ্ধেক খেয়েছিল মনে ক'রেছিলুম, এখন বুঝ্‌ছি সম্পূর্ণ খেয়েছে। (সকলের দীর্ঘশ্বাস) দুঃখ কর, দুঃখ কর। মর্ম্মান্তিক দুঃখ—গভীর শোক প্রকাশ কর। (সকলের শোক প্রকাশ) কিন্তু নীরবে। (সকলের তথাকরণ) কেননা কিন্নরীর প্রকাণ্ড কান আছে। যদি শুনতে পায় আমরা শোকার্ত্ত হয়েছি, তা হ'লে সে আগে থাক্‌তে সাবধান হবে। কেননা আমার বেশ মনে নিচ্ছে, কিন্নরী রাজপুরীতে আসবে। (সকলের ভীতি প্রদর্শন) এখন ভীতি প্রদর্শন কেন? সে কার্য্য পরে। কিন্নরী যদি আসে, তা'হলে ত বাঁচবার একটা চেষ্টা ক'রতে হবে। ছেলেটার যদি এতটুকুও প্রাণ অবশিষ্ট থাকে তা হ'লেও ত তাকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। কুৎসিত বিয়ে ক'র্‌তে চায় কেন বুঝেছ? কিন্নরী শিখিয়ে দিয়েছে। (সকলের ইঙ্গিতে স্বীকার) সুন্দরী সেজে সে রাজকুমারের মনোহরণ করেছে। সে এলেই কুমার তাকে বধূ ক'রতে চাইবে। তার রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হব, রাণী মুগ্ধ হবে। কাজেই বিবাহ দিতে আর কারও আপত্তি থাকবে না। আর যেমন বিবাহ, অমনি—

সকলে। আসল রূপ প্রকাশ।

ধন। এই এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ। অমনি আসল রূপ প্রকাশ। তখন এই এত বড় মুখ, এই এমন এমন দাঁত, এই লটপটে কান! আগে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে। জানে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা। একবার হাঁ বল্‌লে আর না ব'লতে পারব না। একবার পুত্রবধূ ব'লে স্বীকার করিয়ে নিয়েই আসল রূপ প্রকাশ। সে রূপ যেমন দেখা অমনি আমি, রাণী, ছেলে, তোমরা, তারা—যে যেখানে যে অবস্থায় থাকবে, সে সেখানে সেই অবস্থায়—

সকলে। বাপ। (কাত্‌ হইল)

ধন। ওই 'বাপ' ব'লেই কাত্‌। এখন বুঝতে পারছ বিপদ কি?

সকলে। মহারাজ! বড়ই বিপদ।

ধন। মন্ত্রী বলে কি না ব্যাকুল হয়ো না।

১ম, পা। আর ব্যাকুল না হলে উপায় নেই। (সকলের ব্যাকুলতা প্রদর্শন)

পুরোহিতের প্রবেশ

ধন। পুরোহিত—পুরোহিত বড়ই বিপদ। পুরোহিত বড়ই বিপদ।

সকলে। পুরোহিত বড়ই বিপদ।

পুরো। কুমার কি ফিরে আসেন নি?

ধন। এসেছে।

পুরো। তবে? এই-ত মহারাজ স্বস্ত্যয়নের ফল ফলেছে। আপনি যে পুত্রের জন্য শোকাতুর হয়েছিলেন, সেই পুত্র স্বস্ত্যয়নের ফলে ফিরে এসেছে, তবে আবার বিপদ কি?

ধন। এবার বড় বিপদ!

১ম, পা। যদি এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, তবেই বুঝবো আপনি পুরো—হিত।

পুরো। আমি কে,—আমি উদ্ধার কর্‌বার কে? উদ্ধারকর্ত্তা ওই ওখানে—একমাত্র (উর্দ্ধ-হস্ত)। আমার যেরূপ জ্ঞান বুদ্ধি তদনুরূপ মহারাজের জন্য যজ্ঞ স্বস্ত্যয়ন ক'র্‌তে পারি মাত্র। এখন ঘটনা কি বলুন দেখি।

ধন। তৎপূর্ব্বে বল দেখি—কিন্নরী কি?

পুরো। কিন্নরী—কিম্‌ ছিল নরী—কিন্নরী।

ধন। শোন।

পুরো। কুৎসিতা নারী বিশেষ।

ধন। শোন—শোন (সকলের উৎকর্ণ অবস্থিতি)

পুরো। স্বর্গ-গায়িকা—

ধন। এই ভাল করে শোন—

পুরো। অশ্বমুখী।

ধন। তবে আর শোনাশুনি নেই—এবারে দিব্যচক্ষে দেখা।

পুরো। হরিণ-নর্ত্তকী—

ধন। তবে আর সর্ব্বনাশের বাকি কি!

পুরো। এখন ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বলুন দেখি। কিন্নরীর কথা জান্‌তে চাইলেন কেন?

ধন। আর বুঝিয়ে বল্‌বার সময় নেই! আস্‌বে বল্‌ছিলুম—এতক্ষণে এসেছে।

পুরো। কে এসেছে?

ধন। হরিণ-নর্ত্তকী! শুধু অশ্বমুখী নয়—আবার হরিণ-নর্ত্তকী। সে কি আর তাকিয়া হেলান দিয়ে বিন্ধ্যাচলে বসে আছে—তড়াক তড়াক লাফ মেরে এতক্ষণে এসেছে। [সকলের কম্পন।

পুরো। কে ? সেই বিন্ধ্যাচলের কিন্নরী এই রাজপুরীতে এসেছে ?

ধন। যদি আসে তা হ'লে কি তাকে বধ কর্‌বার মন্ত্র-তন্ত্র তোমাব জানা আছে ?

পুরো। বলি, আসেনি ত মহারাজ ?

ধন। না। আসা অনুমান ক'র্‌ছিলুম।

পুরো। তাই বলুন। আমি যে গৃহের পুরোহিত সে গৃহে কিন্নরী আস্‌বে কি ? আসবার পথেই ছু'টো সরষে পড়া দিয়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেল্‌ব।

ধন। আর যদি এসে পড়ে ?

পুরো। তখনি ভস্ম। একটু সমন্ত্র ঘিয়েয় ছিটে—কিন্নরী অমনি দাউ দাউ করে জ্বলে যাবে।

রামা। (নেপথ্যে) মহারাজ !

ধন। ওই—ওই পুরোহিত ! বড় বিপদ ! অনুমান মিথ্যা হ'ল না। কিন্নরী এসেছে।

পুরো। কি সর্ব্বনাশ ! কিন্নরী এসেছে কি ! বড় জোর সে বিন্ধ্যাচলে আস্‌তে পারে। এখানে আস্‌বে কি ! এখানে বড় জোর সে পুঁথির পাতায় লেখা থাকবে।

রামা। (নেপথ্যে) মহারাজ ! (ধনপতি সকলকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিলেন) মহারাজ ! (দ্বারে করাঘাত) বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি—একবার গা-তুলুন—(সকলের ইঙ্গিতাভিনয়)—হাঁরে ! মহারাজ কি ঘরে নেই ?

দ্বারী। (নেপথ্যে) আছেন ত জানি মা !

রামা। (নেপথ্যে) তবে এত ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না কেন ?

দ্বারী। (নেপথ্যে) এইমাত্র শুয়েছেন। তাই বোধ হয় অগাধে ঘুমিয়েছেন! এ কি রাণী মা! সঙ্গে আপনার কে?

রামা। (নেপথ্যে) কে অনুমান কর দেখি!

দ্বারী। (নেপথ্যে ভীত সূচক শব্দ।)

রামা। (নেপথ্যে) ভয় কিরে—ভয় কি! তোদের ভবিষ্যৎ-রাণী। (পারিষদবর্গের নীরব ভীত প্রকাশ)।

ভদ্রা। (নেপথ্যে) ও পালিয়ে গেল কেন মা? (পুরোহিতের ভীতি প্রকাশ, পারিষদগণ তাহার মুখ হস্তদ্বারা আবৃত করিল)

রামা। (নেপথ্যে) ওর কোন অপরাধ নেই মা! এত রূপ—ও ক্ষুদ্র ভৃত্য—দেখা সইতে পার্‌বে কেন? মহারাজ দোর খুলুন।

ধন। আর ত নীরব থাক্‌লে চল্‌বে না। দোর খোল পুরোহিত দোর খোল।

পুরো। কিন্নরী দেবযোনি—অশ্ব-বদনী--সে ঘরে প্রবেশ কর্‌বে কি (কম্পনের সহিত) মহারাজ!

রামা। (নেপথ্যে) কার কথা যেন শুন্‌তে পাচ্ছি।

ধন। আচ্ছা আমিই দোর খুলি! (পারিষাদবর্গের ধনপতিকে ধারণ। পুরোহিতের পলায়ন। ধনপতির ইঙ্গিতে পারিষদবর্গের পলায়ন।) মৃত্যুই হ'ক, আর যাই হ'ক, আমি ত পালাতে পারি না। কিন্নরীর ভয়ে গৃহ ত্যাগ করাই আমার মৃত্যু।

রামা। (নেপথ্যে) এ রকম ঘুম ত কখন দেখিনি! মহারাজ!

ধন। কে—কি—কেন?

রামা। (নেপথ্যে) জেগে ঘুমুচ্ছেন না কি?

ধন। (দ্বার উন্মোচন) কি জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত কর্‌তে এলে?—এ কি রূপ।

রামাদেবী ও ভদ্রার প্রবেশ

রামা। এই তোমার শ্বশুর প্রণাম কর। দেখছেন মহারাজ!

ধন। (স্বগত) এ অপূর্ব্ব কমনীয় কান্তির ভিতর বিভীষিকার লুকিয়ে থাক্‌বার স্থান কোথায়? (ভদ্রা ধনপতির পদ বারংবার কর দ্বারা মার্জ্জিত করিতে লাগিল) হয়েছে হয়েছে, এত কোমল! স্পর্শানুভূতি সহ্য করিতে পারি এমন মস্তিষ্ক বল আমার নেই মা, হয়েছে মা! হয়েছে—চরণ সেবায় ক্ষান্ত দাও। ধিক্ আমাকে—ধিক্ আমাকে।

রামা। কেন মহারাজ! সহসা আপনার এরূপ আত্মগ্লানি কেন?

ধন। ধিক্ আমাকে—ধিক্ আমাকে। কে তুমি মা?

রামা। পরিচয় পরে শুন্‌বেন। আগে বলুন—আত্মগ্লানি ক'র্‌ছেন কেন?

ধন। আমি কিন্নরী জ্ঞানে এই অপূর্ব্ব-দৃষ্ট কাঞ্চন-লতায় বিনাশোপায় চিন্তা কর্‌ছিলুম!

রামা। তবে ত বালিকাকে আপনার কাছে এনে ভাল ক'র্‌লুম না, মায়ের আমার বিভীষিকা ত দূর হ'ল না!

ধন। সত্য কি তুমি কিন্নরী?

ভদ্রা। আমি কিন্নররাজ ব্রহ্মদত্তের কন্যা।

ধন। কিন্নরী ত শুনেছি অতি কুৎসিতা, তবে তোমার এই জগন্মোহিনী মূর্ত্তি কেমন ক'রে হ'ল মা?

ভদ্রা। আমি সুন্দর কি কুৎসিত তা আমি জানি না।

ধন। কখন কি তুমি নিজের রূপ দেখনি?

ভদ্রা। নিজের রূপ কি দেখা যায়?

[ধনপতি ও রামাদেবী পরস্পরের মুখের পানে চাহিলেন]

ধন। কেউ তোমাকে দেখে কিছু বলেনি?

ভদ্রা। এক দেবতা আমাকে দেখে ব'লেছিল—"ভদ্রা! তুমি কি সুন্দর!" আর তোমার পুত্র আমাকে দেখে ব'লেছে আমি সুন্দর।

ধন। সুন্দর কখন কোথাও দেখেছ?

ভদ্রা। আমার মা সুন্দর, বাবা সুন্দর, আমার সখী সুন্দর, দেবতাকে দেখেছি সুন্দর—এই মা সুন্দর, তুমি সুন্দর।

ধন। তা হ'লে ত সারা সংসারই তুমি সুন্দর দেখছ মা! আমার পুত্রকে ত দেখেছ!

ভদ্রা। দেখেছি।

ধন! কই, তার কথা ত কিছুই কইলে না?

ভদ্রা। প্রথম যখন তাঁকে দেখেছিলুম তখন খুবই সুন্দর লে মনে হয়েছিল।

ধন। তারপর?

ভদ্রা। তারপর আর বুঝতে পারিনি।

রামা। সে কি মা?

ভদ্রা। তাকে দেখলেই নিজের ভিতরে কেমন ক'রে ঢুকে যাই। চোখ বুজে আসে। আর কিছুই মনে ক'রে বাইরে আন্‌তে পারি না।

ধন। ধিক্ আমাকে—শত ধিক্! এই সরলতার সুবর্ণ-প্রতিমাকে আমি নিশাচরী কল্পনা ক'রেছিলুম!

রামা। কোন দোষ করেন নি মহারাজ! আমিও ওইরূপ ভ্রমে পড়েছিলুম। অজ্ঞান মানুষ না জেনে ব্রহ্মময়ীর রূপেরও নিন্দা করে।

ধন। কল্যাণি! নিজের রূপ তুমি দেখ্‌তে চাও?

রামা। একেবারে পুত্রের পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে দেখাবেন মহারাজ!

রামা। ঠিক—ঠিক। সেই আমার মহা অপরাধের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত। ভাল কথা—এ মরণের দেশে তুমি কি ক'র্‌তে এসেছিলে মা?

রামা। হাঁ—সে কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। যে দেবতার কথা শুনলেম, বালিকা তাকে বিবাহ ক'র্‌তে চায়নি ব'লে কিন্নররাজ ওকে মর্ত্তালোকে নির্ব্বাসিত ক'রেছেন!

ধন। বটে! চিরদিনের জন্য?

ভদ্রা। না—সপ্তাহের জন্য। আজ রাত্রি শেষে সপ্তাহ পূর্ণ হবে। প্রাতঃকালে আমাকে নিয়ে যেতে কিন্নর রাজ্য থেকে লোক আস্‌বে।

ধন। তার পর?

রামা। তার পর যে সব কথা, আমি তার মীমাংসা করে নিয়েছি।

ধন। তুমি কি মীমাংসা করে নিয়েছ?

রামা। মা আর আমাদের গৃহ পরিত্যাগ ক'র্‌বে না। পাছে কখনও কোনও কারণে তার এ গৃহত্যাগের অভিরুচি হয়, সেই জন্য এই মণি আমাকে দিয়ে বালিকা তার আকাশে ওঠ্‌বার শক্তি লোপ ক'রেছে।

ধন। পুত্রস্নেহে তুমি মুগ্ধ। সুতরাং তুমি আমার প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারবে না। হাঁ মা! তুমি কি বুঝতে পেরেছ?

ভদ্রা। তুমি কি বাবা, কিন্নররাজের কোপানলের ভয় ক'র্‌ছ?

ধন। না মা—আমি ক্ষত্রিয়—মৃত্যুকে আমি কখনও ভয় করিনি।

ভদ্রা। এইবারে বুঝেছি।

ধন। বুঝেছ?

ভদ্রা। পিতার অজ্ঞাতসারে তুমি আমাকে নিতে চাও না।

ধন। নিলে আমি চোর হব—আমার পুত্র চোর হবে।

ভদ্রা। মা! আমার মণি দাও।

রামা: তুমি কি চলে যাবে?

ভদ্রা। এ কথা শোনবার পর আর ত আমি থাক্‌তে পারি না।

ধন। কিন্নরনন্দিনী! যখন দেখিনি, তখন তোমার স্মরণে বিভীষিকা দেখেছি! এখন দেখে মুহূর্ত্তের বিয়োগ স্মরণেই আমি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখ্‌ছি।

ভদ্রা। কেন বাবা, আমি যাব আর বাপ্‌মার অনুমতি নিয়ে ফিরে আসব।

রামা। যদি না তোমার বাপ অনুমতি দেন?

ভদ্রা। ওকথা ব'ল না—ওকথা ব'ল না। আমি যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর—এমন কি দেবতা—সব দেখেছি। কিন্তু মানুষ দেখিনি। যখন দেখেছি, তখনি দেবতা গন্ধর্ব্ব আমার চোখে মলিন হ'য়ে গেছে। সেই তোমরা তাদের কাছে চোর হবে! অনুমতি না দেয় আমি স্বামীর দোহাই দিয়ে চলে আস্‌ব। আবদ্ধ করে—চিরজীবন কাঁদ্‌বো। আর সমস্ত আকাশ ভ'রে মানুষের জয়গান ক'রব। মণি দাও মা, মণি দাও।

রামা। এর ওপরে আর আমার কোনও কথা বল্‌বার নেই। এই মণি নাও।

ধন। তোমায় পুত্রবধূ পেয়ে আমার কুল ধন্য। বুঝ্‌তে পার্‌ছি যদি তুমি আর না ফির্‌তে পার, আমার পুত্র জীবিত থাক্‌বে না। তথাপি মা চোর পুত্রক চেয়ে অপুত্রক হওয়া আমার শতগুণে ভাল।

ভদ্রা। মা! বিদায় দাও—বাবা বিদায় দাও।

রামা। একবার পুত্রের সঙ্গে দেখা ক'রবে না?

ভদ্রা। ও কথা আর ব'ল না। তাহ'লে তোমরা চোর হবে। আবার তাঁকে দেখ্‌লে আর এখান থেকে যেতে পারব না। সপ্তাহ মধ্যে ফিরে আস্‌বার সঙ্কল্পে চললুম্। যদি সপ্তাহের মধ্যে ফিরতে না পারি তাহ'লে বুঝবে, আর আমি ফির্‌তে পারলুম না।　　[প্রস্থান।

রামা। মহারাজ!—

ধন। রাণী। সম্বোধনের অতিরিক্ত আর একটাও কথা কয়ো না। ধৈর্য্য ধ'রে পুত্রবধূর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা কর। যদি না আসে, তাহ'লে বুঝবো আমাকে সবংশে নিধন করতেই কিন্নরী মাটিতে পা দিয়েছিল। যদি আসে, তাহ'লে বুঝব রত্নভাগ্যে কুবেরও আমার তুলনায় দরিদ্র।

নেপথ্যে ভদ্রার গীত

উত্তর উত্তর চলে এস নরবর,

তুঙ্গ হিম গিরিবর শিরে।

রামা। ওই গেল! মহারাজ! পেয়ে হারালুম!

ধন। বুঝি হারালুম! রাণী! এই দর্শন—এই অদর্শন—মনে হচ্ছে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি—স্বপ্নের কথা শুনছি। কিন্নরী? এত সুন্দর। এত মধুর! ধিক্ আমাকে শতধিক। এই অপূর্ব্ব বস্তু না দেখে ঘৃণায় তার বধোপায় চিন্তা ক'রেছিলুম!—আমাকে ধিক্—শতধিক্ আমাকে।

সুধনের প্রবেশ

সুধন। কই মা—ভদ্রা? ভদ্রা কোথা গেল?

ধন। সুধন! এসেছ? বেশ করেছ। কিন্নরীকে দেখেছ, পেয়েছ—আবার হারিয়েছ। আর একটিবার মাত্র দেখার ভাগ্য এখনও তোমার অবশিষ্ট আছে। তোমাকে দেখার লোভ সংবরণ ক'রতে পারছে না ব'লে বুঝি কিন্নরী এখনও মেঘান্তরালে লুকোয়নি। শুধু দেখতে চাও, এখনও আছে—দেখে এসো। যদি পেতে চাও—যাও কিন্নরলোকে। কিন্নররাজের নিকট থেকে ও অপূর্ব্ব মণির দানপত্র নিয়ে ফিরে এস।

সুধন। কিন্নর-লোক কোথায় তাতো জানি না।

ধন। আমিও জানি না। কে যে জানে তাও জানি না।

রামা। চুপ। ওই কিন্নরী পথের কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যাচ্ছে।

ধন। ঠিক—যাও—শোন, পারো—কিন্নরীর অনুসরণ কর।

সুধন। আপনাদের চরণ স্পর্শ ক'রে এই স্থান থেকেই আমি কিন্নরীর অনুসরণ ক'রলুম।

তৃতীয় দৃশ্য

[হিমালয়]

উজ্জ্বল দৃশ্য-মধ্যে শূন্যে অবস্থিতা ভদ্রা

গীত

উত্তর উত্তর—চলে এস নরবর,
　　তুঙ্গ হিম-গিরিবর শিরে।
উত্তর উত্তর—মুনিজন-মনোহর
　　মানস সরোবর তীরে ;
সেথা হ'তে দূরে আরও দূরে উত্তরে
একাধার-ভূধর-বিগলিত-কান্তি,
হিমকণ-ধারা　　ছুটেছে আপনহারা
　　পরশে করিও দূর শ্রান্তি,
দুর্গম পথ-রেখা　　সাবধানে চ'ল সখা
উত্তর হ'তে যেন আঁখি না ফিরে।
ধীরে—ধীরে—ধীরে—
বিধুখণ্ডিত মণিমণ্ডিত সেই পুরে।　　(অন্তর্ধান)

সুধনের প্রবেশ

সুধন। ওই মিলিয়ে গেল! ভদ্রা! আর একটু অপেক্ষা কর। আর একবার দেখি। কই আমার কথা ত শুনতে পেলে না! ওই দূরে—অতিদূরে নব কাদম্বিনীকে কাছে পেয়ে ভদ্রা বিদ্যুল্লতার আলিঙ্গনে তাকে বেষ্টন ক'রলে। ভাল যাও। আর পিছু ডাক্‌বো না। যদি তোমার পিতৃভবনে উপস্থিত হ'তে না পারি, তা হ'লে হীন পুরুষত্ব নিয়ে কোন্ মুখে আমি তোমাকে আমার ব'ল্‌বো! যাও ভদ্রা—যাও। দূরে—যতদূরে পার যাও। সারা পথ প্রলয়ের মেঘেও যদি আচ্ছন্ন হয়, তবু আমি তোমার অনুসরণে বিরত হ'ব না।

[প্রস্থান।

উৎপল ও মকরীর প্রবেশ

উৎ। তুই রাণীমায়ের পায়ের তলায় পড়ে থাক্। ও ভাগ্য আমার সইল না। আমি দেবতার সঙ্গে চল্‌লুম।

মকরী। একটু দাঁড়া।

উৎ। দাঁড়াতে গেলে আর রাজপুত্রকে ধরতে পারব না। দেখছিস্ না দেবতা পাগলের মত ছুটেছে। আকাশ পানে চেয়ে—মাটিতে কোথায় কি আছে দেখতে পাচ্ছে না! এখনি কোথাও পড়ে মারা যাবে।

মকরী। তুই কি রাজপুত্রকে ফেরাতে যাচ্ছিস?

উৎ। ও কি আর ফিরবে?

মকরী। তা হ'লে ওর সঙ্গে কতদূর যাবি?

উৎ। যতদূর দেবতা যাবে।

মকরী। পারবি?

উৎ। না পারি আর ফিরব না।

মকরী। তাতে তো আমার ভারি লাভ! দেবতারই বা তাতে লাভ কি? যদি বরাবর সঙ্গে যেতে পারিস, যা—না পারিস যেখান থেকে এসেছিস, সেই আমাদের কুঁড়ে ঘরে ফিরে চ'।

উৎ। যেতে কি পারবো না?

মকরী। দাঁড়া দাঁড়া। এ কথার জবাব, ঠোঁট থেকে কথা বেরুতে বেরুতে দেওয়া যায় না। এর উত্তর দিচ্ছি!

গীত গাহিতে গাহিতে বল্কলায়নের প্রবেশ

নগেন্দ্র হারায় ত্রিলোচনায়
ভস্মাঙ্গ রাগায় মহেশ্বরায়
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়
তস্মৈ "ন"কারায় নমঃ শিবায়।
মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চ্চিতায়
নন্দীশ্বরায় প্রমথনাথ-মহেশ্বরায়
মন্দার-পুষ্প-বহুপুষ্প-সুপূজিতায়
তস্মৈ "ম" কারায় নমঃ শিবায়।
শিবায় গৌরী বদনাব্জবৃন্দ-
সূর্য্যায় দক্ষাধ্বর-নাশকায়
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়
তস্মৈ "শি" কারায় নমঃ শিবায়।
বসিষ্ঠ কুম্ভোদ্ভব-গৌতমার্য্য
মুনীন্দ্র দেবার্চ্চিত শেখরায়
চন্দ্রার্ক বৈশ্বানর লোচনায়
তস্মৈ "বা" কারায় নমঃ শিবায়।
যজ্ঞ-স্বরূপায় জটাধরায়

পিণাক-হস্তায় সনাতনায়
দিবায় দেবায় দিগম্বরায়
তস্মৈ “রুদ্র” কায়ায় নমঃ শিবায় ॥

মকরী। হাঁ ঠাকুর, এদিকে কি মনে করে এসেছ?

বল্কলা। কিন্নরীকে দেখতে।

মকরী। কিন্নরী উড়ে গেছে।

বল্কলা। উড়ে গেছে? আপদ গেছে!

মকরী। এ কথা কইলে কেন ঠাকুর?

বল্কলা। তোর স্বামীকে কিন্নরী ধরবার আশীর্ব্বাদ ক'রেছিলুম। সেইজন্য কিন্নরীটাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'য়েছিল।

মকরী। সে এখন কেমন ক'রে দেখবে?

বল্কলা। উড়ে গেছে, আর কেমন ক'রে দেখব?

উৎ। আপদ গেছে বললে কেন?

বল্কলা। আমরা তপস্বী মানুষ। আমাদের মায়ার বস্তু দেখতে কৌতূহল হওয়া ভাল নয়। কিন্নরী দেখবার লোভ সংবরণ করাই আমার উচিত ছিল। কাজেই, কিন্নরী উড়ে গেছে—ভালই হয়েছে।

মকরী। এখনও ইচ্ছা করলে কি দেখতে পার?

বল্কলা। এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করলি কেন মা?

মকরী। তুমি বল না বাবাঠাকুর?

বল্কলা। কিরে বোকা, তুই কিন্নরীকে দেখ্‌তে কিন্নর-লোকে যাচ্ছিস্ নাকি?

উৎ। তুমি পার কিনা বল না।

বল্কলা। আমি কি—কোনও মানুষে কখন পেরেছে কিনা শুনিনি।

মকরী। কিরে মিনসে শুন্‌ছিস?

উৎ। কিন্তু বাবাঠাকুর, মানুষ তাকে দেখতে গেছে।

বল্কলা। কে গেছেরে? কে এমন বদ্ধ পাগল? রাজপুত্র?

উৎ। রাজপুত্র।

বল্কলা। ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্। যারা বল বীর্য্য, উপায়, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন, কিন্নরলোক তাদেরও অগম্য—ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্!

উৎ। কিন্তু কিন্নরীকে দেখব ব'লে যখন সে বেরিয়েছে, তখন ত রাজপুত্র তাকে না দেখে ফিরবে না!

বল্কলা। যদি পৃথিবীতে না দেখা হয়, তাহ'লে কি সে কিন্নরলোক পর্য্যন্ত যাবার সঙ্কল্প করেছে?

উৎ। এখানে দেখা পায়, যাবে না। না পেলে ফিরবে না।

বল্কলা। সে পথ হিমালয়ের পার—কত পাহাড় কত গহ্বর, কত নদী—বড় দুর্গম।

মকরী। হাঁ বাবাঠাকুর! রাজপুত্তুর কি যেতে পারবে না?

বল্কলা। বড়ই বিষম প্রশ্ন মা। আমি ত এর উত্তর দিতে পার্‌ব না। কৈলাস দর্শনের সঙ্কল্পে আমি একবার সে পথে গিয়েছিলুম। কিন্তু পৌঁছিতে পারিনি। সে সব পর্ব্বতের কথা আমি জানি। একাধার ব'লে এক পাহাড়। গায়ে গজাল মেরে সে পাহাড় উঠ্‌তে হয়। আমি উঠেছিলুম। যন্ত্র নামে এক পর্ব্বত। তার বক্ষভেদ ক'রে নাবড় অন্ধকারময় সর্প রাক্ষস ভরা এক প্রচণ্ড গুহা। সে গুহাও ভেদ ক'রেছিলুম কিন্তু তারপরে অতি খরস্রোতা রোদিনী নামে এক নদী। কিন্নরী-চেড়ীরা সেই নদীর তীরে কান্নার সুরে দিন রাত গান ক'র্‌ছে। নদী পার হবার সময় সেই গান শুনে একটু অন্যমনস্ক হলেই নদী মানুষকে ভাসিয়ে একবারে পৃথিবীর সমতল ভূমিতে এনে উপস্থিত করে। আমিও পার

হ'তে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। সেই জন্য আর সে নদী পার হ'তে পারিনি। শুনেছি, তার পরে আরও একটা নদী আছে! তার নাম হাসিনী নদী। এই নদীর পুলিনে কিন্নরী-কামিনীরা এক মধুর হাসিতে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে। সেই নদী পারে কৈলাস পর্ব্বতের কান্তিতে শুভ্রবর্ণ পথ।—সেই পথ ধ'রে কিছুদূরে গেলে স্ফটিক-ময়-মন্দির-মণ্ডিত কিন্নরপুরী। সে পুরী আমার ভাগ্যে দেখা ঘটেনি।

মকরী। তাই ত রে মিন্‌সে! রাজপুত্তুর কি তবে প্রাণ হারাতে চলে গেল!

উৎ। আচ্ছা বাবাঠাকুর, রাজপুত্তুর যদি যেতে পারে, তাহ'লে আমিও কি যেতে পার্‌ব না?

বল্কলা। এরও উত্তর আমি দিতে পার্‌ব না। আমি পারিনি। আর কেউ কখন পেরেছে কি না শুনিনি। [প্রস্থান।

উৎ। কি বলিস্ মাকুড়ী?

মকরী। কিন্তু যেতে হবে।

দ্বৈতগীত

উৎপল। যেতে হবে যেতে হবে,
হোক না সে দেশ যত দূরে।
মকরী। যেতে হবে যেতে হবে,
যেতে যদি হয় যমপুরে।
উৎ। যেতে হবে যেতে হবে,
আন কথা নাই আর মনে।
মকরী। যেতে হবে যেতে হবে,
দেবতা যেথায় যাবে,
চা'ব নাকো আর পাছু পানে।

উৎ। তুই গেলে যাওয়া হবে না,
পথে যেতে রমণী মানা,
মকরী। তবে যাব না যাব না,
পায়ে বাধা হব না,
আমি ঘরে ব'সে ডাকি দেবতারে।
উৎপল। বিদার বিদায়,
মকরী। নতি করি পায়
উৎপল। যদি আর না আসি ফিরে—
মকরী। এসো এসো—ফিরে এসো, জয় নিয়ে ঘরে॥

[উৎপলের প্রস্থান।

মকরী। তাইত, একি করলে! জাল ফেলে চলে গেল! (জাল লইয়া) যাঃ কি করি, কি করি, কি করি?

চতুর্থ দৃশ্য

[কিন্নরলোক—প্রাসাদ]

ব্রহ্মদত্ত, উপগুপ্ত ও বিতস্তা

ব্রহ্ম। আরে মূর্খ, আমার কন্যাকে মানুষে ধ'রে নিয়ে গেল কি? একে কিন্নরী, তায় আমার কন্যা—মানুষ তাকে দেখ্‌তেই পাবে না, তাকে কি না ধ'রে নিয়ে যাবে। যাও—ফের যাও। বোধ হয় অভিমানে তোমাকে দেখা দেয় নি। সে বিন্ধ্যাচলের কোন কন্দরে লুকিয়ে আছে।

বিতস্তা। আর লুকিয়ে আছে! যে দণ্ডে আপনার মুখ থেকে নিষ্ঠুর বাক্য বেরিয়েছে। সেই দণ্ডেই বুঝেছি ভদ্রাকে হারিয়েছি।

উপ। বিন্ধ্যাচলের প্রতি রন্ধ্র অন্বেষণ করেছি, নাগ সরোবর আলোড়ন করেছি তাকে দেখতে পাইনি।

ব্রহ্ম। আবার যাও,—সুপ্রভাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। বিন্ধ্যগিরির কোথাও না কোথাও সে লুকিয়ে আছে।

উপ। না মহারাজ, কোথাও নেই।

ব্রহ্ম। নিশ্চয় আছে। তবে কি তোমার—এই উন্মত্তের কথায় বিশ্বাস কর্‌ব ?

উপ। যখন কোথাও তাকে খুঁজে পেল্‌ম না, তখন "ভদ্রা, ভদ্রা" বোলে উচ্চৈঃস্বরে তাকে ডাক্‌তে লাগলুম। সেই কথা শুনে বল্কল-পরা এক মানব সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। তারই মুখে শুন্‌লুম মানুষে আপনার কন্যাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

ব্রহ্ম। কিছু ভেবো না রাণী। আমি নিজেই তোমার কন্যাকে খুঁজে নিয়ে আস্‌ছি।

নেপথ্যে গীত

তুলে লও ঘরে, আদর ক'রে তোমার নয়ন মণি।
মুছাও চঞ্চল, তার আঁখি জল, অঞ্চল দিয়ে রাণী॥

বিতস্তা। আর যেতে হবে না মহারাজ, ওই ভদ্রা আস্‌ছে!

ব্রহ্ম। তোমাকে মূর্খ বল্‌লুম ; এখন বুঝলুম, মূর্খ ব'ল্‌লে তোমার মান বাড়ানো হয়। তুমি অপোগণ্ড মূর্খ।

বিতস্তা। থাক্‌, কন্যা যখন ফিরে এসেছে, তখন আর ওকে তিরস্কার কর্‌বেন না।

ব্রহ্ম। কন্যাকে খুঁজে পাইনি বল্‌লে ত ও তিরস্কার বাক্য শুন্‌তো না ও কেমন ক'রে ব'ল্‌লে আমার কন্যাকে মানুষে ধ'রে নিয়ে গেছে!

সুপ্রভা ও কিন্নরীগণ বেষ্টিত ভদ্রার প্রবেশ

গীত

তুলে লও ঘরে, আদর ক'রে, তোমার নয়ন মণি।
মুছাও চঞ্চল, তার আঁখিজল, অঞ্চল দিয়ে রাণী।
ছিল সে যে দেশে—সেখানে আকাশে ঝরে না এমন আলো।
সমীরের ঘায়, প্রাণ যায় যায়, বরণ হইল কালো।
দেখিতে নয়ন করে আকিঞ্চন চাহিলে জ্বলে গো আঁখি।
বুঝিতে নারিনু কেমনে বাঁচিনু, বাঁচিল কমলমুখী।

উপ। কোথায় ছিলে রাজকুমারী?

ভদ্রা। তুমি আমাকে অনেক খুঁজেছিলে?

উপ। খুঁজেছিলুম? খুঁজেছিলুম ব'ল্‌ছ কি! অচলের প্রতি পাথর উল্‌টে দেখেছিলুম। নাগসরোবরের প্রতি তরঙ্গ চূর্ণ ক'রেছিলুম।

ভদ্রা। আমি ছিলুম না, আমাকে কেমন ক'রে পাবে।

ব্রহ্ম। কোথায় ছিলে?

ভদ্রা। আমাকে মানুষ ধ'রে নিয়ে গিছ্‌লো।

ব্রহ্ম। সত্য ব'ল্‌ছিস্ ভদ্রা?

ভদ্রা। তোমার কাছে মিছে কইব কেন বাবা!

বিতস্তা। ক্ষুদ্র, ঘৃণিত, দুর্ব্বল মানুষ—কিন্নর-রাজ-কন্যাকে ধ'রে নিয়ে গিছ্‌ল? মিথ্যা কথা।

ভদ্রা। নিয়ে গিছ্‌লো ব'ল্‌ছি কেন, এখনও ধ'রে রেখেছে। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

বিতস্তা। বিদায় নিতে এসেছিস্ কি?

ভদ্রা। মা! আমি আমার স্বামী পেয়েছি।

ব্রহ্ম। স্বামী পেয়েছিস! কোথায়?

ভদ্রা। মর্ত্ত্যলোকে।

ব্রহ্ম। মর্ত্ত্যলোকে কি দেবতা বিচরণ করে ?

ভদ্রা। দেবতার অধিক মানুষ বিচরণ করে।

ব্রহ্ম। সেই মানুষই তোমার স্বামী ?

ভদ্রা। সেই আমার স্বামী।

বিতস্তা। কি বললি অভাগিনী।

ভদ্রা। অভাগিনী নই মা, আমি ভাগ্যবতী।

ব্রহ্ম। এ বলে কি রাণী ?

বিতস্তা। এ বলার জন্য অপরাধী তুমি রাজা। সাত দিন মনুষ্য-লোকে বাস ক'রে দুঃখে ভয়ে কন্যা আমার পাগল হ'য়ে গেছে।

ভদ্রা। মিথ্যা কইনি মা। সেখানে এক রাজকুমার—নাম সুধন, তাকে আমি পতিত্বে বরণ করেছি !

ব্রহ্ম। চোপ্ !

ভদ্রা। একথা শুনে তোমার ক্রোধ হবে জেনে আমি আর এখানে আস্‌ব না মনে ক'রেছিলুম। কিন্তু সেই কুমারের বাপ আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে। বলে দিলে—"ঘরে ফিরে তুমি তোমার বাপের অনুমতি নিয়ে এ'স। তাঁর অজ্ঞাতসারে তোমাকে নিলে আমাদের চোর হ'তে হবে।" তাই আমি তোমাদের অনুমতি নিতে এসেছি।

ব্রহ্ম। এই যে অনুমতি দিচ্ছি। সুপ্রভা! উন্মাদিনীকে ঘরে নিয়ে যাও।

ভদ্রা। ঘরে আর আমি যাব না মহারাজ।

ব্রহ্ম। তাহ'লে চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যা সুপ্রভা।

সুপ্রভা। সেটা আপনারা কর্‌লেই ভাল হয় মহারাজ।

ভদ্রা। মা, অনুমতি দাও।

বিতস্তা। চলে আয় উন্মাদিনী। তোর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে রাজার ক্রোধ বেড়ে উঠ্‌ছে। এর পর কেন লাঞ্ছনা খাবি—চলে আয়।

ভদ্রা। মা, মানুষ মনে ক'রে ঘৃণা কর' না। তেমন রূপ আমি কখন দেখিনি, তেমন মিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি কখন শুনিনি।

ব্রহ্ম। বটে বটে।

ভদ্রা। সে আমার মুখের উপর নিজ মুখপদ্ম সন্নিবিষ্ট ক'রে, নিজ বাহুদ্বয় দিয়ে আমার দেহ নিপীড়িত করে, মন্ত্রজপ দ্বারা আমার অধর প্রস্ফুটিত ক'রে এক অপূর্ব্ব আনন্দজনক স্পর্শসুখ আমাকে শিক্ষা দিয়েছে।

ব্রহ্ম। তবে রে নির্লজ্জা নীচগামিনী! (ভদ্রার কেশ ধরিতে উদ্যত)।

সুপ্রভা। করেন কি মহারাজ! (ব্রহ্মদত্তের হস্ত ধারণ) আপনিও পাগল হলেন না কি ?

বিতস্তা। চলে আয় অভাগিনী (ভদ্রাকে আকর্ষণ)।

ভদ্রা। আমাকে ধ'র না—ছেড়ে দাও। আমি অধীর হ'য়েছি। সেই অসাধারণ কমনীয় মানব কুমার ছাড়া আমি ক্ষণকালও এখানে থাক্‌তে পার্‌ছি না। আমার চক্ষু কেবল তাকেই দেখ্‌তে চাচ্ছে। আমার কর্ণ তার বাক্য না শুনে থাক্‌তে পার্‌ছে না। আমার বুদ্ধিবৃত্তি তারই চিন্তায় ক্লিষ্ট হচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা ত আমাকে ত্যাগ ক'রেছ, তবে কেন আমাকে ধর্‌ছ—ছেড়ে দাও।

সুপ্রভা। (ভদ্রাকে ধরিয়া) সখী আমার অনুরোধ এক মুহূর্ত্তের জন্য রাখবে ?

ভদ্রা। বল।

সুপ্রভা। একবার ঘরে চল। মা স্নেহময়ী, বাবা স্নেহময়। তুমি তাদের একমাত্র কন্যা।

ব্রহ্ম। না,—না সুপ্রভা। ওকে কন্যা ব'ল্‌তে এখন আমার ঘৃণা হচ্ছে। ও দেবতা গন্ধর্ব্ব সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট ক'রলে। কন্যা আমার তুমি।

সুপ্রভা। আপনিও যদি আত্মহারা হন, তাহ'লে সখীকে দোষ দেব কি। সখী একবার ঘরে চল, কি ঘটনা ঘটেছে আমাকে বুঝিয়ে বল। আমরা কেউ তোমার কথা বুঝতে পার্‌ছি না। যদি বুঝতে পারি,—তুমি তোমার অনুরূপ পাত্র মনোনীত করে এসেছ, তাহ'লে মানব হ'লেও তার জন্য আমরা সকলে মিলে বাবার পায়ে ধ'রে অনুরোধ ক'র্‌ব। আমার সঙ্গে এস।

[ভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান।

ব্রহ্ম। রাণী! সঙ্গে যাও। মনুষ্য-দেহ-স্পর্শ-গন্ধে অভাগিনীর মত্ততা এসেছে। যদি সুপ্রভার হাত ছিনিয়ে পালিয়ে যায়, তাহ'লে চিরকালের জন্য কন্যাটিকে হারাতে হবে।

[বিতস্তার প্রস্থান।

ব্রহ্ম। যা তোরা সকলে মিলে একাধার পর্ব্বতের গাত্র থেকে এক এক কলসী কান্তি-ধারা ধ'রে নিয়ে আয়। যতদিন না তার মোহ কাটে ততদিন তাকে সেই জলে নিত্য স্নান করাতে হবে।

[সখীগণের প্রস্থান।

ব্রহ্ম। উপগুপ্ত! তুমি ইতিমধ্যে দেবগন্ধর্ব্বাদি লোকে গিয়ে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান কর। হতভাগা মেয়েকে পাত্রস্থা না ক'র্‌তে পার্‌লে আর আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

পঞ্চম দৃশ্য

[একাধার পর্ব্বত]

সুধন

সুধন। দেখে বোধ হচ্ছে, এই সেই একাধার পর্ব্বত। হে আকাশ-ভেদী উচ্চশির অচল-রাজ! বহু বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে, আমি তোমার তলদেশে উপস্থিত হয়েছি,—আমার চিত্ত লক্ষ্য ক'রে তুমি আমার প্রতি করুণা কর। আমি যেন নির্ব্বিঘ্নে তোমার চূড়ায় আরোহণ করতে পারি। বাঃ বাঃ পর্ব্বতের গাত্র বেয়ে এ কি অপূর্ব্ব কান্তিময়ী নির্ঝরিণী।

উৎপলের প্রবেশ

উৎ। দেবতা! দাঁড়াও। অধম দাসকে ফেলে যেয়ো না!

সুধন। কেও—উৎপল?

উৎ। আজ্ঞে।

সুধন। তুমি এখানে!

উৎ। আজ্ঞে, বরাবর সঙ্গে সঙ্গে আসছি, তুমি একবারও পিছনে ফেরনি, এই জন্য আমাকে দেখতে পাও নি। শুভকার্য্যে যাচ্ছ, পিছু ডাকা ভাল নয় ব'লে আমিও পিছু ডাকি নি। কিন্তু আর না ডাকলে চলে না। তুমি দেখছি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চলেছ। ফিরে এস,—তুমি বেঁচে থাকলে অমন অনেক কিন্নরী তোমার পায়ে লোটাতে আসবে।

সুধন। তুমি ফিরে যাও। তোমার আচরণ দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।

উৎ। তুমি এই পথে যাবে,—ননীর শরীর নিয়ে পাহাড়ে উঠবে, আর আমি আমার এই লোহার দেহ নিয়ে ফিরে যাব।

সুধন। কি ক'র্‌বে ? মানুষে যতদূর আস্‌তে পারে, তারও বেশী তুমি এসেছ।

উৎ। তুমিও ত এসেছ !

সুধন। আমি স্বার্থের আকর্ষণে এসেছি, তুমি আমার প্রতি ভাল-বাসার আকর্ষণে এসেছ। উৎপল ! তুমি আর আমি এক নই। আমার মনুষ্যত্ব তোমাকে এ দিকে আর একপদ অগ্রসর হ'তে ব'ল্‌তে পার্‌ছে না। আমি নিজেই বুঝতে পার্‌ছি না কেমন ক'রে এই পর্ব্বতমালা পার হব।

উৎ। এ ত মানুষে পার হ'তে পারে না দেবতা !

সুধন। মানুষের সাধ্য কি না পরীক্ষা ক'র্‌ব। উৎপল ! সঙ্কল্প ক'রেছি যতদিন না ভদ্রার কাছে উপস্থিত হ'তে পারি, ততদিন বাড়ীর দিকে মুখ পর্য্যন্ত ফেরাব না। আমার অনুরোধ তুমি আর আমার অনুসরণ ক'র না। যদি যথার্থ আমাকে ভালবাস তা হ'লে তোমার চিন্তায় আর আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিও না। যদি একান্তই ফিরে যাওয়া তোমার কষ্টকর হয়—

উৎ। দয়াময় ! একা ফিরে গেলে, মাকুড়ী আমাকে আর ঘরে ঢুকতে দেবে না।

সুধন। বেশ, তা হলে এইখানেই কিছুদিনের জন্য আমার অপেক্ষা কর। মনে হচ্ছে আমি কিন্নরপুরের অতি সন্নিকটেই এসেছি। এই মাত্র তার নিদর্শন দেখেছি। যদি সে নিদর্শন ঠিক হয়, তা হ'লে ফিরে আসতে আমার বেশী বিলম্ব হবে না।

[প্রস্থান।

উৎ। যাক্, মেজাজটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল! আর রাজপুত্রের পিছনে যাওয়াটা ঠিক নয়। আর যাবই বা কোথায়? এখান থেকে যে চড়াই, তাতে ওঠা দেবতা ছাড়া মানুষের বাপেরও সাধ্য নেই। ওপরেও উঠতে পার্‌ব না, নীচেও নাম্‌তে পার্‌ব না। এইখানেই একটা গুহা ফুহা দেখে বসে যাই। দেবতার কথা তো মিথ্যা নয়। মানুষে যতদুর আস্‌তে পারে, তার বেশি এসেছি। তাহ'লে এখানে মানুষের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হচ্চে না। যদি দেখা হয়, এক আধটা কিন্নরীর সঙ্গে। দেখা হ'লেই—যাঃ—কি সর্ব্বনাশ করেছি? জাল আনিনি? তাহ'লে পাগলের মত রাজপুত্রের পিছন পিছন ছুটে এসে ক'র্‌লুম কি! যদি রাজপুত্তুর বিপদে পড়ে? (নেপথ্যে সঙ্গীত) ওই ত কিন্নরীর গান। কি ক'র্‌লুম—কি ক'র্‌লুম—গাড়োলের মত এ কি ক'র্‌লুম! ওইত! এই পথে দুটো কি আসছে। ওদুটোকে ত মানুষ বলে বোধ হচ্চে না! কি ক'র্‌লুম, হায় আমি কি ক'র্‌লুম! (অন্তরালে গমন)।

কিন্নর রক্ষিদ্বয়ের প্রবেশ

১ম, কি, র। আজকের দিনটে গেলেই এই পথ আগলানোর যন্ত্রণা থেকে আমাদের নিস্তার হয়।

২য়, কি, র। আজ হ'লেই মেয়েদের জল নেওয়া শেষ হয়?

১ম, কি, র। আজ হ'লেই শেষ! রাজকুমারীর মাথা যা একটু আধটু গরম আছে তা আজকের জলেই ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। সেইজন্য পুরোহিত ব'লেছে আজ যেন জল তোলায় কোনও বিঘ্ন না হয়।

২য়, কি, র। বিঘ্ন হবে কে—মানুষ?

১ম, কি, র। পুরোহিতও তাই বলেছে। যদি কোনও রকমে

মানুষে কলসীর জল ছুঁয়ে ফেলে তাহ'লে আর রাজকুমারীর রোগ সারবে না।

২য়, কি, র। রাজার যেমন ভয়! এখানে কি কখন মানুষ আসতে পারে?

১ম, কি, র। আসতে পারে—আসুক না। মিছেমিছি ক'টা মাস ব্যাগার খেটে মর্‌ছি। মানুষকে যে দেখ্‌তে পেলুম না।

২য়, কি, র। দেখ্‌তে পেলে একেবারে তার মাথাটা চিবিয়ে খাই।

১ম, কি, র। ও কিরে!

২য়, কি, র। কিরে?

১ম, কি, র। ওই যে পাহাড়ের গায়ে—

২য়, কি, র। তাইত রে ভাই, খড়া বেয়ে উঠছে ওটা কি বল্‌ দেখি?

১ম, কি, র। মানুষ—মানুষ!

২য়, কি, র। চুপ চুপ চেঁচাসনি। পেয়েছি—পেয়েছি।

১ম, কি, র। চল্‌ পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলি।

২য়, কি, র। এখনি—এখনি—যদি কোনও রকমে কলসীর জল ছুঁয়ে ফেলে, তাহ'লে রাজকুমারীর রোগ আর সারবে না।

১ম, কি, র। চলে আয়—চলে আয়। ওই দিক্‌ দিয়ে ছুঁড়িগুলো নেমে আসছে। [উভয়ের প্রস্থান।

উৎ। হা গাড়োল! কি কর্‌লি—কি কর্‌লি!—কে তুই!—মাকুড়ী?

মকরীর প্রবেশ

মকরী। এখনও বেঁচে আছিস—মরিসনি? গাড়োল! তোর মরাই উচিত ছিল।—এই নে (জাল প্রদান)।

উৎ। এ কি করলি—এ কি করলি! তুই ঠিক মাকুড়ী—না কোন ছদ্মবেশী দেবতা এলি?

মকরী। তোমার যম এসেছি। যা—যা—আমি সব দেখতে পেয়েছি। চলে যা—চলে যা।

[উৎপলের প্রস্থান।

মকরী। যাক্—বড় ঠিক সময় এসে পড়েছি। মুনি ঠাকুর আমাকে জন্ম আয়তির আশীর্ব্বাদ ক'রেছে। আমার সিঁথের সিঁদুর মোছে কে?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নির্ঝরিণীর-তীর]

কিন্নরীগণের গীত

চলে চল্ চলে চল্ বেলা গেল বয়ে।
চলে চল্ চলে চল্ নদী করে কল্ কল্
চলে পাখী মালা হয়ে গান গেয়ে গেয়ে॥
চলে চল্ চলে চল্ এখনি ঢালিবে জল,
আকাশ পুকুর হ'ল দিক গেল ছেয়ে।
চলে চল্ চলে চল্ বেঁধে নিয়ে বুকে বল
পার ঘাটে এসেছে সে নবীন নেয়ে।
মাঠ হ'তে ফিরে এসে নায়ের উপরে বসে,
হাল ধ'রে আছে বসে পথ পানে চেয়ে॥

১ম, কি। আজ হ'লেই আমরা জল তোলা থেকে নিষ্কৃতি পাই।

রাণী বল্‌লে রাজকুমারীর গা থেকে সমস্ত মনুষ্য-গন্ধ ধুয়ে গেছে। আজই তার মুক্তি-স্নান।

২য়, কি। গন্ধ গেছে। কিন্তু তার মন থেকে সেই মানুষের ওপর ভালবাসাটাও ধুয়ে গেছে কি না বল্‌তে পারিস্‌?

৩য়, কি। তা কি যায়! মনের দাগ সে ধুয়ে দিতে পারে এমন জল ত্রিভুবনের ভিতর কোথাও নেই।

১ম, কি। ধুয়ে যাক্‌ আর নাই যাক্‌, রাজকুমারীকে ত মাথা হেঁট ক'রে বিবাহে রাজি হ'তে হ'ল। কালই রাজা স্বয়ম্বর সভা ক'রে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ক'র্‌বার ইচ্ছা ক'রেছেন।

২য়, কি। ত্রিভুবন কর্‌লে মানুষকেও ত নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে হয়।

১ম, কি। মানুষকে নিমন্ত্রণ করাই কি,—না করাই কি। সে কিন্নরপুরে আস্‌তে পার্‌বে কেন?

২য়, কি। যে মানুষ রাজকুমারীর মন আকর্ষণ ক'র্‌তে পারে,—তার অসাধ্য কিছুই নেই।

৩য়, কি। তোদের এত কথায় কাজ কি বাপু! জল নিতে এসেছিস্‌—জল নিয়ে চ'।

সকলে। তাই নে বাপু।

৩য়, কি। আজকের দিনটে কেটে গেলে বাঁচি। ক'মাস ধ'রে জল তুলে তুলে ঘাড় বসে গেল।

স্নধনের প্রবেশ

স্নধন। মাতঃ! কার জন্য তোমরা যত্ন ক'রে জল নিয়ে যাচ্ছ? এই মাত্র শুন্‌লুম, তোমরা জল তুলে তুলে কাতর হ'য়ে পড়েছ। কে সে যার প্রতি ভক্তি বশতঃ এত পরিশ্রম তোমরা গণ্য ক'র্‌ছ না? আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ো না। নির্ভয়ে উত্তর দাও। আমি কিন্নরপুরে যাবার

জন্য পর্ব্বতে আরোহণ ক'র্‌ছিলুম। উঠ্‌তে উঠ্‌তে দেখ্‌লুম, কলসী মাথায় ক'রে পর্ব্বতের শিখর দেশ থেকে তোমরা নেমে আস্‌ছ। দেখে তোমাদের সঙ্গে কথা ক'বার লোভ সংবরণ ক'র্‌তে পার্‌লুম না। তোমরা কে? তোমাদের দেখে বোধ হ'ল, যেন নির্ঝরিণীর জলোচ্ছ্বাস পুষ্পগুচ্ছের আকার ধ'রে পর্ব্বতের মাথা থেকে নিজের পায়েই অঞ্জলি হবার জন্য যেন গড়িয়ে আস্‌ছে।

১ম, কি। কে তুমি?

২য়, কি। বুঝ্‌তে পার্‌লি নি—বোকা কিন্নরী? চলে যাও—চলে যাও। হে মানব! এখনি—এখনি এ স্থান ত্যাগ কর। তোমাকে বধ করবার জন্য এই স্থানের চারিদিকে কিন্নর-রক্ষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিরে যাও—ফিরে যাও।

(নেপথ্যে)। সাবধান কিন্নরী—সাবধান। মানুষ—মানুষ—সাবধান।

সকলে। ফিরে যাও—ফিরে যাও। এখনি জীবন যাবে—ফিরে যাও।

সুধন। ক্ষুদ্র তরলজীবী কিন্নরের কাছে আমার মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। বল মাতঃ তোমরা ভদ্রার কে?

নেপথ্যে। খুঁজে পাচ্ছিনি যে রে কোথায় লুকুলো। এই—এই—ওরে এই খানে—পেয়েছি পেয়েছি—চলে আয়, চলে আয়। জল ছুঁয়ে ফেল্‌বে—মেরে ফেল্—মেরে ফেল্।

সকলে। পালাও পালাও।

প্রথম কিন্নর-রক্ষীর প্রবেশ।

১ম, কি, র। তবে রে দুষ্টবুদ্ধি মানুষ!

উৎপলের প্রবেশ

উৎ। তবে রে মিষ্টিবুদ্ধি কিন্নর!

(জাল দিয়া আচ্ছাদন)

১ম, কি,র। ওরে বাপ্—বাপ্—বাপ্। জলে মলুম—জলে মলুম।

[কিন্নরীগণের রোদন ও কলসীত্যাগ করিয়া পলায়ন]

কিন্নর-রক্ষিগণের প্রবেশ

রক্ষিগণ। ভয় নেই—ভয় নেই—(প্রথমকে সকলে মিলিয়া ধারণ ও পরস্পরে সংলগ্ন হইয়া চীৎকার) জ্ব'লে মলুম—জ্ব'লে মলুম।

মকরীর প্রবেশ

মকরী। ঠিক—ঠিক—ঠিক হয়েছে! দেবতা! তোমার গায়ে কেউ হাত দেয় নি?

[কিন্নরগণের চীৎকার]

সুধন। উৎপল! ওদের করুণ রোদন আমি সহ্য ক'র্তে পাচ্ছি না। শীঘ্র ওদের মুক্ত কর।

উৎ। সে কি! এরা যে তোমাকে মেরে ফেল্তে এসেছে দেবতা!

সুধন। ওদের কষ্টে আমার যে যন্ত্রণা হচ্ছে, এর চেয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা কত বেশী তা আমি জানি না। মুক্ত কর—মুক্ত কর। যদি আমাকে ভালবাসো—এখনি মুক্ত কর।

মকরী। মুক্ত ক'র্লে আর যদি মাকে না পাও দেবতা?

সুধন। তাতেও আমার দুঃখ নেই। লোককে উৎপীড়িত দেখে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।

মকরী। মুক্ত ক'র্রে মিনসে, মুক্ত কর্।

উৎ। নাঃ! এ দেবতার চরিত্র বোঝা আমাদের বেদের চোদ্দ পুরুষের সাধ্য নেই। [মুক্ত করণ]

সুধন। যাও ভাই, এইবারে তোমরা মুক্ত।

১ম, কি। তুমি দেবতা?

সুধন। না, মানুষ।—উৎপল! কিন্নরপুরে যেতে আর আমার উৎসাহ হচ্ছে না।

উৎ। আমাদেরই জন্য?

সুধন। নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি নিয়ে ভদ্রাকে লাভ করার চেয়ে, ভদ্রার বিরহে এই কান্তাতরঙ্গিণীর তীরে আমার মৃত্যু ভাল।

উৎ। (জাল জলে নিক্ষেপ) এই নাও। আর তোমার দুঃখ কর্‌বার কারণ আছে?

সুধন। সাধু দম্পতি! কিন্নরকে তোমাদের নিষ্ঠুর ব'ল্‌তে দেব কেন? তোমরা ধন্য। তোমরা ধন্য! তোমাদের স্পর্শে কিন্নর-কিন্নরী ধন্য হউক।

[প্রস্থান।

মকরী। যা কিন্নর! তোদের রাজাকে গিয়ে বলগে যা, এক করুণাময়ের কৃপায় তোদের কিন্নরপুর ধ্বংস থেকে বেঁচে গেল।

উৎ। তোদের কিন্নর রাজা যদি মানুষ হতে চায়, তাহ'লে তাকে—আমাদের দেবতাকে এইখানে থেকে আবাহন ক'রে নিয়ে যেতে বল্‌গে যা।

রক্ষিগণ। আমরা নিয়ে যাব—আমরা নিয়ে যাব। মাথায় ক'রে নিয়ে যাব। ওরে! এত করুণা এত করুণা।

[রক্ষিগণের প্রস্থান।

উৎ। কি রে মাকুড়ী?—কি কর্‌বি? ঘরে ফিরে যাবি?

মকরী। তা ছাড়া আর উপায় কি! কাঠবিড়ালী যতটুকু সাগর বাঁধতে পারে, তা বেঁধেছে—আমাদের কর্‌বার কাজ হ'য়ে গেছে।

উৎ। তোকে আর কেউ মাথায় ক'রে কিন্নরপুরে নিয়ে যাচ্ছে না। ঘরেই ফিরে যাই চল্।

সুপ্রভার প্রবেশ

সুপ্রভা। কেন ঘরে ফির্‌বে গো! তোমাদেরও মাথায় ক'রে নিয়ে যাবার লোক আছে।

মকরী। ওরে এ আবার কি রে—দেখ্ দেখ্!

সুপ্রভা। এস মা, তুমি আমার সঙ্গে এস। রাজকুমারীর মুখে তোমাদের কথা শুনেছি। তোমরা কে কি তা বুঝেছি! এস ব্যাধদম্পতি! রাজকুমারী ভদ্রার হ'য়ে আমি তোমাদের কিন্নরপুরে যাবার নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে এসেছি।

মকরী। মা মা! আমরা যে নিষ্ঠুর। তোমাদের কেবল যাতনা দিয়েছি।

সুপ্রভা। তোমাদের নিষ্ঠুরতা নয়—দয়া। ওই নিষ্ঠুরতায় অন্ধ-কিন্নরের চক্ষু ফুটেছে। সে মানুষ দেখেছে।

উৎ। না—না—মা! আমরা বড় নিষ্ঠুর। তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি, ওই জালের সঙ্গে আমাদের হিংসাবৃত্তি ইহজন্মের মত বিসর্জ্জন দিলুম।

সুপ্রভা। বেশ ক'রলে—করুণা একবারও তোমার হিংসার দান গ্রহণ ক'র্‌লে না। অথচ সে তোমাদেরই হিংসার কাঁধে পা দিয়ে আকাশের চেয়ে উঁচু হ'য়ে গেল। তোরা আয় গো—নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আয়! হিংসা প্রেমের নির্ঝরিণীতে গ'লে গিয়ে প্রেমের তরঙ্গিণীতে লহর হয়েছে। আয়—চ'লে আয়। জল নে। এই জলেই আজ রাজকুমারীর নবজীবনের অভিষেক হবে!

সপ্তম দৃশ্য

[কিন্নরলোক—প্রাসাদ]

ব্রহ্মদত্ত ও উপগুপ্ত

ব্রহ্ম। তোমায় চিরদিন মূর্খ ব'লে এসেছি, আজ তোমাকে পণ্ডিত বল্‌ব ?

উপ। তা না বলুন, একবার দেখে আসুন।

ব্রহ্ম। কি দেখ্‌ব—কি দেখ্‌ব ? আমি যা চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ব না, তোমার কথায় তাই বিশ্বাস ক'র্‌ব ?

উপ। বেত্রা নদীতটে সাক্ষাৎ মন্মথের ন্যায় কমনীয়—মহারাজ ! দেব গন্ধর্ব্বের ভিতরেও তার তুল্য রূপবান্ যুবা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি !

ব্রহ্ম। সে তোমার বল্‌বার আগেই আমি বুঝেছি। মূর্খ ! তাকে তুমি মানুষ বলতে চাও ? গরুড়ের পক্ষেও দুর্লঙ্ঘনীয় এতটা ভূমি অতিক্রম ক'রে মানুষ কখন এখানে আসতে পারে ?

উপ। আপনি তাহ'লে তাকে কি ব'লতে চান ?

ব্রহ্ম। সে কথা, তুমি মূর্খ, তোমাকে বলে কি হবে ? আমি তোমাকে বলি, তুমি রাণীকে গিয়ে বল, রাণী তার চাকরাণীকে বলুক,,—দেখতে দেখতে কথা সমস্ত কিন্নর কিন্নরীর কর্ণগোচর হ'ক, হাটে মাঠে সেই কথা নিয়ে একটা প্রচণ্ড হাসি তামাসা চলে যাক্—যাও, তুমি ভদ্রাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

[উপগুপ্তের প্রস্থান।

ব্রহ্ম। যা শুনলুম, তাতে এই বুঝলুম, নিশ্চয় সে কোন ছদ্মবেশী দেবতা। কখন সে মানুষ নয়—মানুষ কখন—কিন্নরীকে পাগল ক'রতে

সুপ্রভার প্রবেশ

পারে না। সে দেবতা—সে দেবতা—সে দেবতা। হাঁ সুপ্রভা! এতগুলো কিন্নর-প্রহরীর চোখের উপর দিয়ে একটা মানুষ কিন্নরপুরে চলে এলো?

সুপ্রভা। চোখের উপর দিয়ে কি মহারাজ, তাদের কাঁধের উপর চ'ড়ে এসেছে।

ব্রহ্ম। তা হ'লে এ তোমাদের ষড়যন্ত্র।

সুপ্রভা। না পিতা। আমি দেবতার গৃহিণী। দেবতা হ'তেও কোন উচ্চতর প্রাণীকে আমি ভগিনী ভদ্রার স্বামী দেখতে চাই। আমি ষড়যন্ত্র করব কেন?

ব্রহ্ম। শুনে সন্তুষ্ট হ'লুম। তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এস।

[সুপ্রভার প্রস্থান।

ভদ্রার প্রবেশ

ভদ্রা। আমাকে ডেকেছেন কেন বাবা?

ব্রহ্ম। তোমার স্নান হয়েছে?

ভদ্রা। হয়েছে।

ব্রহ্ম। তা হ'লে ব'লতে পারি, আজ তোমার মুক্তি-স্নান?

ভদ্রা। কি অর্থে ব'লছ বুঝিয়ে বল।

ব্রহ্ম। সে মানবপুত্রের জন্য তোমার লালসা ধুয়ে গেছে?

ভদ্রা। হাঁ, তাকে পাবার লালসা ধুয়ে গেছে।

ব্রহ্ম। তা হ'লে স্বয়ংবরের আয়োজন ক'রতে পারি?

ভদ্রা। যদি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ক'রতে পার—

ব্রহ্ম। মানে কি?

ভদ্রা। সেই রাজকুমারকেও নিমন্ত্রণ করতে হবে।

ব্রহ্ম। তা হ'লে এত প্রক্ষালনেও তুমি তার প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করতে পার্লে না? চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না। আজ আমি তোমার মুখ থেকে শেষ উত্তর শুন্‌তে চাই। বল—বল। নইলে ভাগ্য হারালে!

ভদ্রা। আর ভাগ্য চাই না।

ব্রহ্ম। ঠিক বলছ? বুঝে বল। ভাগ্য তোমার ঘরের দোর পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। যদি না চাও, তাকে দোর থেকেই বিদায় ক'রে দিই।

ভদ্রা। বিদায় ক'রে দাও। আমি ভাগ্যকে চাই না।

বিতস্তার প্রবেশ

বিতস্তা। মহারাজ! সেই মানবকুমার নাকি কিন্নরপুরে প্রবেশ ক'রেছে?

ব্রহ্ম। আর প্রবেশ ক'র্‌লে কি হবে। ভদ্রা তাকে বিদায় ক'রে দিতে বলেছে। সে ভাগ্য চায় না।

ভদ্রা। মানবকুমার? আমার স্বামী? সত্য কথা? বল—বল—আবার বল।

বিতস্তা। অভাগী! আবার ব'লছিস্ স্বামী। মুক্তিস্নানেও তোর মোহ গেল না? কালামুখী! তোকে ধিক্।

ব্রহ্ম। হাঁ হাঁ—গাল দিয়ো না। মোহ তোমার—তোমার কন্যার নয়! কন্যার মোহে তুমি তার সতীত্বের গৌরব অনুভব ক'র্‌তে পার্‌ছ না। যোগ্যই হ'ক, অযোগ্যই হ'ক একবার ও যাকে স্বামী ব'লে স্বীকার ক'রেছে, তাকে ছেড়ে ও কি এখন আর দেবরাজেরও গলায় মালা দিতে পারে? নিজেদের মর্য্যাদা ভুলে যাচ্ছ কেন রাণী? ভয় নেই ভদ্রা, আমি তাকে বিদায় ক'রে দেবো না। কিন্তু, শোন, আমায় যদি তাকে জামাতা ব'লে বরণ ক'র্‌তে হয়,

তা হ'লে পরীক্ষা না ক'রে বরণ ক'রব না! তোমার যদি তা অভিপ্রেত না হয়, তা হ'লে নিজে যাও! সে কিন্নরপুরে প্রবেশ ক'রবার পূর্ব্বেই তার কাছে উপস্থিত হও! সেইখান থেকেই তার সঙ্গে মনুষ্য-লোকে চ'লে যাও! আর কখন আমার এ নগরে ফিরে এসনা!

ভদ্রা। তা কেন বাবা! আমি ত মিছে কই নি! কান্তির জলে আমার রূপের নেশা ধুয়ে গেছে! তাকে পরীক্ষা কর। পরীক্ষা না ক'রে মণির মূল্য নির্দ্ধারণ হয় না! সে যদি উত্তীর্ণ না হয়, তোমরাই তাকে পথ থেকে বিদায় ক'রে দিও, আমি তার সঙ্গে আর দেখার কথা মনেও কখন আনবো না!

ব্রহ্ম। কি রাণী, এখনো কি কন্যাকে তিরস্কার ক'রবে?

বিতস্তা। না রাজা! তুমি পরীক্ষা কর।

অষ্টম দৃশ্য

[কিন্নরপুরীর সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্যপথ]

সুধন

সুধন। এই বারে আমি সুদীর্ঘ দুর্গমপথের শেষে এসেছি। ওই সম্মুখে কৈলাস পর্ব্বতের কান্তিতে সমুজ্জল শুভ্রবর্ণ পথ। পথের শেষে ওই স্ফটিক-মণ্ডিত অপূর্ব্ব সুন্দর কিন্নরপুর দেখা যাচ্ছে।

[নেপথ্যে রোদন সঙ্গীত]

সুধন। এ কি! হঠাৎ এখানে কেঁদে উঠলো কে?

বৃদ্ধ-ছদ্মবেশী দেবকুমার ও অনুসরণকারী রাক্ষসরূপী কিন্নরের প্রবেশ

দে, কু। রক্ষা কর—কে আছ রক্ষা কর! আমায় রাক্ষসে গ্রাস করে—রক্ষা কর।

কি, রা। আর তোমাকে কে রক্ষা ক'র্‌বে? [ধারণ]।

দে, কু। প্রাণ যায়,—রক্ষা কর।

কি, রা। ডাকো,—যত পার ডাক। যাকে পার ডাকো।

সুধন। কি ভীষণ মূর্ত্তি। এই কি রাক্ষস?

বৃদ্ধা-ছদ্মবেশিনী সুপ্রভার প্রবেশ

সুপ্রভা। ওগো কে কোথায় আছ? আমার স্বামীকে রাক্ষসে ধ'রেছে রক্ষা কর। [রোদন]

সুধন। তাইত! নিশাচর—ভীষণ নিশাচর! অথচ এ দুঃখিনীর করুণ রোদন ত সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

দে, কু। (বৃদ্ধস্বরে) রক্ষা—রক্ষা।

সুধন। (অগ্রসর হইয়া) নিশাচর! এখনি এই পুরুষকে পরিত্যাগ কর।

কি, রা। এই যে পরিত্যাগ কর্‌ছি। [ভূমিতে পাতিত করণ]।

দে, কু। হ'ল না—প্রাণ রইল না।

সুপ্রভা। হায়! রক্ষা হ'ল না, স্বামীর প্রাণ রক্ষা হ'ল না!

সুধন। পরিত্যাগ কর।

কি, রা। কে তুমি যে, তোমার কথায় আমি আমার খাদ্য পরিত্যাগ ক'র্‌ব?

সুধন। কিসে পরিচয় চাও? আমার বাহুবলই এখানে একমাত্র পরিচয়। পরিত্যাগ না কর,—আমি এখনি তোমাকে আক্রমণ ক'র্‌ব।

উভয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু না হ'লে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মীমাংসা হবে না। পরিত্যাগ কর।

কি, রা। কিছুতেই ক'র্‌ব না।

সুধন। (হস্তদ্বারা রাক্ষসের দুই হস্ত ধরিল) যাও মা! তোমার স্বামীকে ধ'রে নিয়ে এখনি এস্থান ত্যাগ কর।

সুপ্রভা। তোমার জয় হ'ক।

দে, কু। তোমার জয় হ'ক।

[সুপ্রভা ও দেবকুমারের প্রস্থান!

সুধন। যাও প্রাণি-নাশক রাক্ষস! যদি মর্‌বার অভিলাষ না থাকে, এস্থান ত্যাগ কর।

কি, রা। প্রাণি-নাশক শুধু আমি নই,—তুমিও! আমার সপ্তাহ অনাহার। ঈশ্বর আজ আমাকে আহার দিয়েছিলো, তুমি কোথা থেকে এসে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে। এখনি আমার মৃত্যু হবে।

সুধন। জীবহিংসা তোমার ব্রত। তোমার মৃত্যু হওয়াই মঙ্গল।

কি, রা। জীব আমার খাদ্য। যে বিধাতা তোমাকে অদ্ভুত করুণাময় ক'রে সৃষ্টি ক'রেছে, সেই আমাকে প্রাণি-খাদক ক'রেছে। বেশ ক'র্‌লে—আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে—বেশ ক'র্‌লে! যাও করুণাময়! এইবারে চলে যাও। আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরি! (শয়ন)

সুধন। ঠিক বলেছ। আমি একজনের প্রাণনাশের কারণ হচ্ছি। ওঠ রাক্ষস, তোমাকে আমি মর্‌তে দেব না। তুমি আমার দেহ ভক্ষণ ক'রে জীবন রক্ষা কর।

কি, রা। সত্য ব'লছ?

সুধন। আমি জীবনে কখন মিথ্যা কইনি।

কি, রা। তাহ'লে তোমাকে আমি ধরি?

সুধন। এখনি—কাল বিলম্ব ক'র না।

কি, রা। যাতনায় যদি তুমি উঠে পড় ?

সুধন। আমি উঠ্‌ব না। বিশ্বাস না কর আমার হস্তপদ বন্ধন কর।

কি, রা। না তোমার কথাই তোমার বন্ধন। প্রস্তুত হও।

সুধন। প্রিয়তমে! এ নশ্বর দেহ নিয়ে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হ'তে পার্‌লুম না। কিন্তু আমি অমর! তোমার সঙ্গে অনন্তকালের জন্য মিলিত হ'তে আমি এই নশ্বর দেহ জীবের সেবায় উৎসর্গ করছি। ভদ্রা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এই পূজার ফলে চিরমঙ্গল তোমাকে আশ্রয় করুক। নাও রাক্ষস!—জীবন রক্ষা কর। [অবনত মস্তকে অবস্থিত]

কিন্নরের অন্তর্দ্ধান। ভদ্রার প্রবেশ ও সুধনের মস্তক সমীপে উপবেশন

সুধন। কই রাক্ষস, তোমার জীবন রক্ষা ক'র্‌তে বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন ?

ভদ্রা। নাথ! ওঠ, তোমার দাসী এসেছে—উঠে দেখ!

সুধন। এ কি ভদ্রা! জীবনময়ী, তুমি কোথা থেকে এলে! রাক্ষস ?

সুপ্রভা ও দেবকুমারের প্রবেশ

সুপ্রভা। আর রাক্ষস! এত করুণার প্রহারে কি তার প্রাণ টেঁকে থাক্‌তে পারে সখা! সে গ'লে গিয়েছে।

দে, কু। ওঠ সখা! করুণার দেহ মৃণ্ময় নয়—চিন্ময়। রাক্ষস থাক্‌তে তোমাকে ভক্ষণ ক'র্‌তে পার্‌লে না। সে তোমাকে স্পর্শ ক'রে অমর হ'য়ে গেছে।

সুধন। কে আপনি ?

দে, কু। সখা। তোমার অনন্ত জীবনের সহচর।

ব্রহ্মদত্ত ও উপগুপ্তের প্রবেশ

ব্রহ্ম। এস প্রিয়! তুমি যদি মানুষ হও—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর আজ আমার সঙ্গে মানুষকে অভিবাদন করুক। এস জামাতা! আমার কন্যাকে উপঢৌকন স্বরূপ গ্রহণ ক'রে আমার কিন্নরকুলকে চরিতার্থ কর।

উপ। রাজকুমারী! অতি শুভক্ষণে রাজা তোমার উপর ক্রোধ ক'রেছিলেন। অতি শুভক্ষণে আমি তোমাকে বিন্ধ্যাচলে রেখে এসেছিলুম।

বিতস্তার প্রবেশ

বিতস্তা। কিন্তু সকলের চেয়ে শুভক্ষণ—আয় তোর কাছে আয়—

উৎপল ও মকরীর প্রবেশ

এ আনন্দ সম্মিলনে যোগ দিতে তোমাদেরই সকলের চেয়ে বেশী অধিকার—আয়, কিন্তু সকলের চেয়ে শুভক্ষণ ভদ্রা, যেদিন এই ব্যাধ-দম্পতি তোকে অমোঘ-পাশে আচ্ছাদন ক'রেছিল।

[প্রস্থান।

উৎপল ও মকরীর দ্বৈত গীত

পুরেছে আশা সাধ পিয়াসা
বাসনার আজি শেষ,
বেশ! বেশ! বেশ।
স্বরগে মরতে আজি কোলাকুলি,
চাঁদ কুমুদে প্রাণ খোলা খুলি,
হরষে বিশ্ব নাচে ঢুলি ঢুলি,
মিলন স্বপন গানে—
সুধা-ধারা বহে প্রাণে!

এস এস যাই মরতে বিলাই
এ আনন্দ গান—নাই তার অবসান—
রবে চিরদিন প্রীতি-মধুর রেশ,
বেশ ! বেশ ! বেশ !

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

[বিন্ধ্যাচলের সানুদেশ]

ধনপতি ও রামাদেবী

রামা। মহারাজ ! শুনুন—শুনুন ওই দূর আকাশে—কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত হচ্ছে !

ধন। স্বপ্ন—স্বপ্ন—যা হবার নয়, তার জন্য অমন ব্যাকুল হয়ো না। পুত্র—পুত্র—হা পুত্র,—আর সে আস্‌বে না।

রামা। না—না, রাজা, স্বপ্ন নয়—সত্য—ওই সত্য—সুধন আস্‌ছে—আস্‌ছে।

ব্রহ্মদত্ত ও বিতস্তার প্রবেশ

ব্রহ্ম। বৈবাহিক !

বিতস্তা। বেয়ান !

ধন। কে—কে—দেবতারূপী কে আপনি ?

রামা। দেবতারূপী—কে তুমি ?

ব্রহ্ম। ভয় পেয়োনা বৈবাহিক—আমরা অতিথি। যে গৃহে করুণাময় মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছে, সেই গৃহস্বামীর ঘরে আমরা অতিথি।

বিতণ্ডা। উপঢৌকন নিয়ে অতিথি।

পট পরিবর্ত্তন

সুধন, ভদ্রা, দেবকুমার প্রভৃতির প্রবেশ

ভদ্রা। এই দেখ মা, আমি ফিরে এসেছি।

ধন। স্বপ্ন—স্বপ্ন!—

বল্কলায়নের প্রবেশ

বল্কলা। সত্য—সত্য। করুণার আকর্ষণে স্বর্গ মর্ত্ত্যের দেহে ঢলে পড়েছে। শুন রাজা, আর তোমরাও শুন, এই রাজপুত্রই ভবিষ্যতে করুণাবতার শাক্যসিংহ, আর এই কিন্নরীই তাঁর প্রিয়তমা মহিষী গোপা।

কিন্নরীগণের গীত

স্বপনে জেগেছি স্বপনে দেখেছি
স্বপনে গেঁথেছি হার।
এস এস কাছে স্বপনের বঁধু
গলে দিব হে তোমায়॥
স্বপনে পেতেছি কোমল শয্যা,
স্বপনে রচেছি বাসক-সজ্জা,
জাগরণ দিছি ডুবায়ে স্বপনে,
স্বপন করেছি সার।
স্বপনের গান, স্বপনের প্রাণ,
লও বঁধু উপহার॥

যবনিকা